হ্যাভ দিস্ ওয়ান অন্ মি

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

প্যারিসের অরলি এয়ারপোর্টে..2

বসে আছে অস্কার ব্রুকম্যান..36

কুয়াশা চারদিকে 88

প্যারিসের অরলি এয়ারপোর্টে

০১.

প্যারিসের অরলি এয়ারপোর্টে প্রাগ থেকে এসে ক্যারাভেস্তাল প্লেনটি সময়মতো নামল। একটি বেঁটে এবং মোটাসোটা লোক নামল অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। একটি কালো রঙের জীর্ণ ব্রীফকেস তার হাতে।

মোনাথান কেইন লোকটির নাম। ওর একটি দুকামরার অফিস আছে প্যারিসের রু পল সেজা রাস্তায় এবং ওর পাসপোর্টটি আমেরিককান। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের গ্যালারী গুলোতে প্রাগ থেকে ভালো কাঁচের জিনিষ এনে রপ্তানি করা ওর কাজ। ও প্রাগে যায় এক সপ্তাহ বাদে বাদে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কর্তাদের বৈদেশিক মুদ্রা বেজায় দরকার তাই ওর ব্যবসায়ে কর্তারা খুবই খুশি।

কেইন একটি ট্যাক্সিতে উঠল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এবং রু রয়্যালে যেতে বলল ড্রাইভারকে। চারদিক দেখতে লাগল ট্যাক্সিতে বসেও খুবসতর্কভাবে। অন্য কোনো গাড়ি বা ট্যাক্সি ওকে অনুসরণ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখল ও চলতে চলতে।

বিশেষ একটি কারণ ছিল কেইনের এই সতর্কতার। কাঁচ আমদানীই ওর একমাত্র কাজ নয়। ও একজন বিশ্বস্ত সংবাদবাহক প্যারিসের সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির। লৌহ যরনিকার ওপারের.গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ওর কাজ। গুপ্তচরদের ওপর নজর

রাখা, তাদের খবর দেওয়া নেওয়া যাতে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ না পায় এবং তারা ঠিকমতো কাজ করে। ও এবার বিশেষ দুঃসংবাদ এনেছে প্রাগ থেকে। ও পারতপক্ষে দেখা করে না সি. এ. বির কর্তা যে প্যারিস বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সেই জন ডোরীর সঙ্গে। ওর হয়তো জান চলে যাবে ওকে যদি কেউ ডোরীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখে। ডোরীর সঙ্গে দেখা না করে কোনো উপায় নেই ওর পরিস্থিতি এমন। ওর এত সাবধানতা তাই ট্যাক্সিতে উঠেও।

একটু আশ্বস্ত বোধ করল তাই কেইন। ওকে কেউ ধাওয়াকরছে বলে মনে হয় না কারণ পেছনে গাড়ির ভিড়।

কেইন রু রয়্যালে পৌঁছাল আধঘণ্টা বাদে। একটি শৌখিন কাঁচের দোকানে ঢুকল ও ট্যাক্সি থেকে নেমে। ওকে দেখে একটু হাসল একজন কর্মচারী। দরজা বন্ধ করল কেইন একটি ছোট্ট অফিসঘরে ঢুকে। কথা বলছে টেলিফোনে জ্যাক ফয়। মেয়েলী চেহারার জ্যাক যেন তরুণ।

গায়ে নীল ব্লেজার এবং মাথায় রঙিন খড়ের টুপি পরল কেইন তাড়াতাড়ি নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলে। একটি গলিতে এসে পড়ল ও ব্রিফকেস হাতে নিয়ে অফিসের পেছনের দরজা খুলে। জোসেফের রেস্তোরাঁয় যেতেবলল ড্রাইভারকে। তারপররুজাকো ধরে হেঁটে এসেএকটিট্যাক্সি ধরে।

রেস্তোরাঁর মালিক জোসেফ ক্রেভরে ওকে দেখে খুশি হয়ে হাত মেলাল ছোট বারটিতে ও যখন ঢুকল। তারপর ওকে নিয়ে গেল দোতলার একটি ছোটো প্রাইভেট ডাইনিং রুমে।

জানলায়। পর্দা রয়েছে ঘরটিতে। আর রয়েছে খাবারের টেবিল যাতে দুজনে খেতে পারে।

কেইন খাবারের অর্ডার দিল কুশল প্রশ্ন শেষ হতেই। ও যে খুবই শৌখিন তা বোঝা গেল ওর খাবার এবং মদ নির্বাচনে।

কেইন অধীর হয়ে ঘড়িতে দেখল পৌনে একটা। আমার বন্ধু এলে সোজা ওপরে নিয়ে এসো ও বলল। ক্রেভরে বেরিয়ে গেল সায় দিয়ে।

কেইন একটা সিগারেট ধরাল গম্ভীর হয়ে। ভক্কা মার্টিনির বোতল রেখে গেল একজন ওয়েটার এসে। চুমুক দিল তাতে কেইন। এইসময় জন ডোরী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

ঊনচল্লিশ বছর কাজ করেছে ডোরী প্যারিস আমেরিককান এমবাসীতে। এখন ও বিভাগীয় পরিচালক সি. আই. এর। ছোটোখাটো দেখতে। চোখে চশমা, ছেষট্টি বছর বয়স। ব্যাংকারের মত দেখতে। যে সুদক্ষ কর্মী সংগঠন রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালাচ্ছে, ডোরী যে তারই চতুর এবং নির্মম সর্বেসর্বা তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

দরজা বন্ধ করতে করতে বলল ডোরী, হ্যালো জন ভালোই দেখাচ্ছে তোমাকে।

তোমার যদি তাই মনে হয় এবং সেটা যদি সত্যি হত তাহলে ভালই হত।

ডোরীর পছন্দসই পানীয় দিয়ে গেল ওয়েটার এসে। ডোয়ী চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ওয়েটার চলে যেতে। ও জিজ্ঞেস করল, কিছু ঘটনা ঘটেছে কি?

ঘটনা ঘটেছে, ফাঁস হয়ে গেছে ওয়ারদিংটনের পরিচয়।

ওয়ারদিংটন যে ছিল তোমার প্রাগের এজেন্ট।

ইংরেজ অ্যালেক ওয়ারদিংটন, প্রাগে দশ বছর রয়েছে একটি চেক মেয়েকে বিয়ে করে। ইংরাজী শেখায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের। আমরা ওকে খরিদ করি তিন বছর আগে। ওর বেজায় টাকার খাই। এটা অবশ্য সকলেরই আছে। কার যে নেই তা বলা যায় না। আমরা বেনে সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিই ওরটাকা। ও জমিয়েছে প্রায় ষাট হাজার ডলার। ওকাজ করে টাকা জমিয়েছে কারণ ও এই পর্যন্ত যে টাকা জমিয়েছে তার সবটাই ওর দরকারী। যদিও কোনো সঠিক প্রমাণ নেই, এর কারণ ও চালে ভুল করেছে। ও বেজায় ঘাবড়ে গেছে, কারণ সন্দেহের চোখ পড়েছে ওর উপর নাহলে হয়তো ও ধাপ্পা দিয়েও চালাতে পারত। ও এখন পালিয়ে এসে টাকা খরচ করতে চায় কারণ জমানো টাকার কথা ভেবে ও এখন পাগল হয়ে গিয়েছে। ও মতলব আঁটছে এখন পালাবার। ভয়ের চোটে ও একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে আছে। আমাদের পাঠাতে হবে এখন। ওর বদলী লোক।

খাবার চলে এল ইতিমধ্যে। কোনো কাজের কথা হল না খেতে খেতে। ডোরী তারপর বলল, আমার কোনোদিনই বিশেষ সুবিধের লোক বলে মনে হয়নি ওয়ারদিংটনকে ওর জায়গায় নিশ্চয় অন্য লোক পাওয়া যাবে।

আমি ঈর্ষা করতে পারছি না কে যাবে কারণ বেজায় কঠিন ওখানকার অবস্থা, ওখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে রাশিয়ান সিকিওরিটির একটি লোক, তার নাম মালিক।

মালিক এখন ওখানে, ও ওদের অন্যতম সেরা এবং দুর্দান্ত বিপজ্জনক লোক।

ওর জন্যেই তো পালাতে চায় ওয়ারদিংটন ঘাবড়ে যুবড়ে।

পারবে কি পালাতে ওয়ারদিংটন।

ও চেষ্টা করবে, তবে মনে হয় না যে ও পালাতে পারবে।

চেষ্টা করবে ও কবে নাগাদ?

এখন তো সাহস সঞ্চয় করছে, তাই এটা বলা মুশকিল, তবে আমার ধারণা যে পুলিশ ওকে ধরবেই ও পালাবার চেষ্টা করলে।

আমাদের একটি মেয়ে এজেন্ট ওখানে আছে না?

মেয়েটির নাম মালা রীড।

ও কাজের মেয়ে না।

মাঝেমধ্যে ও কাজে লেগেছে।

ওয়ারদিংটন সব বলে দেবে যদি ওকে চাপ দেওয়া হয়।

হ্যাঁ তা নিশ্চয়ই বলে দেবে।

মুশকিল হবে তা হলে বল তোমার আর মালার।

হ্যাঁ সেটা তো বেজায় মুশকিলের কথা।

প্রাগে তোমার যোগাযোগ নষ্ট হোক সেও চাই না এবং মালাকেও খোয়াতে চাই না। কিছু করতে হবে হয়তো ওয়ারদিংটনকেই।

ওকে মেরে ফেলাই আমাদের একমাত্র উপায়। আমার আর মালার মেয়াদও শেষ যদি মালিক ওকে একবার হাতে পায়।

এক সময় লোকটা কাজ দিয়েছে এবং আমরাও টাকা দিয়েছি তাই আমি তা হতে দেব না। তড়িঘড়ি করতে হবে যা করার তা তাড়াতাড়ি।

তাতেও হয়তো দেরি হয়ে যাবে যদি আগামী রাতের মধ্যে করতে হয়।

আমার কাছে আছে বোধহয় ওর ঠিকানা। ও আছে তোত বউকে নিয়ে। আমি দেখছি, আচ্ছা ঠিক আছে। প্রাগের ধারে কাছে যেও না এখন তুমি। তোমার কি মনে করার কোনো কারণ আছে যে মালিক তোমায় সন্দেহ করে।

না না ওদের পেয়ারের লোক আমি, ডলার দিয়ে আমি বরং

মালিক অতি সাংঘাতিক লোক তাই অত নিশ্চিন্ত থেকো না।

আমার কোনো বিপদ নেই যদি আমি ওয়ারদিংটনের মুখ বন্ধ করতে পারি।

বন্ধ ওর মুখ থাকবেই। কাকে এখন পাঠাই। ল্যাটিমার ভাষা জানে জ্যাক। সেই কারণে ওকে পাঠানো ভাল। গত দু বছর ও ইন্টারন্যাশনাল ক্যালকুলেটর্সে চাকরী করছে। তাই ওকে সহজেই প্রাগে বদলী করতে পারি। বল তুমি কি বলবে।

হা বলতাম যদি এখানে মালিক না থাকত। ঠিক চিনে ফেলবে মালিক ওকে। জ্বলে গেছে যে লালবাতি। তোমরা নতুন কাউকে পাঠাবে ওয়ারদিংটনের জায়গায় ওরা তা জানে। সন্দেহ করবে ওরা নতুন লোক দেখলেই।

ভাবতে হবে না সে তোমায়। পারব তো ওর সঙ্গে কাজ করতে।

নিশ্চয় পারবে।

সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি ঠিক আছে। কিচ্ছুটি করোনা আমি না বলা অবধি। দুহপ্তার মধ্যে ল্যাটিমারের সঙ্গে যোগাযোগ করব প্রাগে ফিরে, যদি সবকিছু ভালোয় ভালোয় উৎরোয়। আমাদের দুজনেরই ওকে দিয়ে বেশি কাজ হবে বলে মনে হয় ওয়ারদিংটনের চেয়ে।

নিশ্চিন্ত হল কেইন। ডোরী যখন বলেছে যা হয় কিছু একটা করবেই, করবেতো যখন ওকে আর ঘাঁটানো ঠিক নয়।

স্যুটকেস বন্ধ করল আলেক ওয়ারদিংটন। বাইরের দিকে চাইল জানলার পর্দা সরিয়ে ঘড়ি দেখে নিয়ে। উল্টোদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চার ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েই আছে কালো বর্ষাতি হাতে লোকটি।

কপালের ঘাম মুছল ওয়ারদিংটন পিছিয়ে এসে। দশটা বাজতে পাঁচ তখন ঘড়িতে। সুক ইংরেজী শিখতে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। লোকটা চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। সুক দুনম্বর কর্তা চেক গুপ্ত পুলিশের। কেউ নজর রাখেনা ও যতক্ষণ থাকে। লোকটি ফিরে আসে সুক চলে গেলে। এই রুটিন চলছে গত চারদিন ধরে। আজই পালাবে তাই ওয়ারদিংটন ঠিক করেছে। হয়তো দেরি হয়ে গেল সময় নেই। যে কোনো মুহূর্তে ওকে ধরতে পারে ও স্পষ্ট টের পাচ্ছে।

প্রস্তুত হতে পারেনি ও এখনও। আগেকার মতলব মতো কাজ করা যেত যদি আরো সময় পাওয়া যেত। পালিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে কারণ সময় নেই। ও বাইরের ঘরে এল স্যুটকেশটা খাটের নীচে ঢুকিয়ে রেখে। বাজার করতে বেরিয়েছে ওর মেয়ে এমিলি। কোনো কষ্ট হচ্ছে না ওকে ফেলে পালাতে। উবে গেছে পনেরো বছরের প্রেম ভালবাসা সবকিছু। অ্যালেক সি. আই. এর যে কাজ করে তা এমিলি জানেনা। ও আরও জানে না যে ওর আরেকটি মেয়ে আছে জীবনে এবং সুইজারল্যান্ডে মোটা টাকা আছে।

একটি কল বের করল টেবিলের দেরাজ থেকে ওয়ারদিংটন। অতি সামান্য জিনিষ। বালি আর সীসের টুকরো ভরা একটি ছোট্ট ব্যাগ। যে কেউ সংজ্ঞা হারাবে এর আঘাতে। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্ত্র হাতে এবং ঢিপঢিপ করছে ওর বুক। লোকটি যদিও মারদাঙ্গায় পটু নয় কিন্তু যেহেতু আজ ওর জীবন বিপন্ন তাই ওকে মারদাঙ্গা করতে হবে।

ও টেবিলে বসল কলটি পকেটে পুরোও নিজেই অবাক হল নিজের স্থৈর্য দেখে। আজ সুককে গসওয়ার্দির ফরসাইটে সাগা পড়াতে হবে বলে মনে পড়ল। ও ভয় করে খুব সুককে। তবে সুক যে ইংরাজী শিক্ষায় বেশ এগিয়ে গেছে সেটা মানতেই হয়। এটা ভাবাই যায় না যে ইংরাজী সাহিত্য পড়ে এত আনন্দ পাবে ওর মতো পাষণ্ড।

বইয়ের পাতাটা খুলে টেবিলে রাখল ও যেখান থেকে আজকের পড়া শুরু হবে। সেই সময় ও শুনল সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। কে যেন চারতলার ঘরে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। পথের লোকটি উধাও সে গিয়ে দেখল জানলা দিয়ে।

ও দরজা খুলে দিল বেলের আওয়াজ শুনে। ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরে ঢুকল সুক। ভারিসারি চেহারা, ঠোঁটটি পাতলা, সদাই সন্দেহের দৃষ্টি ওর চোখে।

সুক চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করল ওর দিকে আরেকবার চেয়ে। ওর পড়া শুনতে ওয়ারদিংটন চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ও লক্ষ্য করে দেখল সুকের মাথার পিছনটা। ওকে গ্রেপ্তারের মতলব ঘুরছে লোকটার মাথায় বলে ওর মনে হল। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল কলটা। •

ওর মতলব আঁচ করেছিল বোধহয় সুক। ওয়ারদিংটন কল চালাল ও হঠাৎ পিছন ফিরতে না ফিরতেই। সুকের মাথার উপর গিয়ে পড়ল চোটটা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কলটা। সংজ্ঞাহীন নিশ্চল হয়ে বসে রইল চেয়ারে। এলিয়ে পড়ল দেহ ওর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে। হাড়গোড় নেই যেন ওর শরীরে। মাটিতে পড়ল চেয়ার থেকে যেন কাপড়চোপড় এবং মাংসের একটি স্তুপ।

ওর স্যুটকেশ টেনে বের করল ওয়ারদিংটন ছুটে গিয়ে। একটি কালো বর্ষাতি পরে নিল। সুক অচৈতন্য ও ফিরে এসে দেখল। সুক হয়তো মরে গেছে ও ভাবল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল আর সময় নষ্ট না করে। ওর স্ত্রী এমিলির সঙ্গে হঠাৎ দেখা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দোতলায়। এমিলির বয়স চুয়াল্লিশ বছর। বেজায় মোটা এবং বেঁটে। চাইল দুজনে দুজনের দিকে। সুটকেশ দেখে এমিলি বলল, নির্ভয়ে যেতে পারো, এসে যায় না আমার কিছু। চলে যাও।

আমি চললাম এমিলি, তোমার কোনো অসুবিধা হবেনা আশা করি। কোথাও ঘুরে এস খানিক, এখন উপরে যেও না।

এমিলি ফুঁসে বলল, বাঁচা গেল, যাও তোমার মেয়ে মানুষের কাছে।

তোমার বাবা।

আমি কি করব তা বাতলাতে হবে না চুপচাপ চলে যাও।

ওয়ারদিংটন কর্কশ গলায় বলল, ওপরে যেও না এমিলি আমি বাধ্য হয়ে তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছি। উনি উপরে আছেন।

এমিলি তাচ্ছিল্য গলায় বলল, পালিয়ে বাঁচবে ভাবছ আহাম্মক।

বিদায় এমিলি চললাম।

ওয়ারদিংটন বেরিয়ে পড়ে লক্ষ্য রেখে চলল সরু পথের দুপাশে। ওকে যেতে দেখেনি কেউ। না কেউ যেতে দেখেনি ওকে। ও পালাবার চেষ্টা করবে না যতক্ষণ সুক সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ এবং সেটা ও ধরেই নিয়েছে।

ও ট্রামে উঠে ভাবল, তল্লাশী শুরু করবে সুকের জ্ঞান ফিরে এলে। সুকের মাথার খুলি কতটা মোটা এটা নির্ভর করবে তার উপর। ও ভাবতেই শিউরে উঠল, ওর কল মারার কথাটা।

দু একজন ঘুরে দেখল ওয়ারদিংটনের ইংরেজ মার্কা চেহারাটা। ওর অভ্যেস হয়ে গেছে এতে, সবাই একটু সন্দেহের চোখে দেখে প্রাগে বিদেশীদের।

ও একটি ছোট্ট পথে ঢুকল টাউনহল স্কোয়ারে ট্রাম থেকে নেমে। এই নির্জনপথে কেউ থাকে না, শুধু ও এবং আরেকটি বৃদ্ধা ছাড়া। ও প্রথমে পৌঁছল নির্দিষ্ট বাড়িতে তারপর অন্ধকার দরজা দিয়ে চট করে ঢুকে একটি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠল এবং ঘা দিল একটি নোংরা দরজায়। পায়ের আওয়াজ দরজার পেছনে। একটি মেয়ে প্রথমে চাবি ঘোরাল এবং তারপর ফাঁক করে দাঁড়াল দরজা।

মেয়েটির নাম মালা রীড। ওয়ারদিংটন একই উত্তেজনা অনুভব করে যতবার ওকে দেখে। ও প্রেমে পড়ে যখন থেকে ও মালাকে প্রথম দেখে কিন্তু সে কথা ও জানায়নি মালাকে। মালা যে সংবাদবাহক ছাড়া ওকে আর কিছু মনে করে না সেটা ও ভালভাবেই জানে।

মালা বলল, তুমি এখানে, ব্যাপার কি। ওয়ারদিংটন মালাকে দেখতে লাগল, ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ নামিয়ে বর্ষাতি খুলতে খুলতে। বয়স আঠাশ মালার। চেক বিপ্লবে বাবা মৃত, মা মৃত ক্যানসার রোগে। আলহামব্রা নাইট ক্লাবে মনমাতানো ইংগিতে গলার খামতি গুটিয়ে গান গেয়ে টুরিস্টদের খুশি করে এখন মালা। ওকে উৎসাহই দেয় সরকার। দেশে ওর জন্য বেড়ে গেছে ডলার আমদানি। ও প্রতি রাতে ক্লাবে গাইছে গত দুবছর হল।

ও লম্বা সাধারণ মেয়ের চেয়ে। ও বিমোহিণী কিন্তু সুন্দরী নয়। ওর পুরস্ত ঠোঁট এবং বেগুনী চোখ। ওর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওর শরীর। উঁচু ও পুরস্ত বুক। লম্বাটে পা এবং সরু ধরনের কোমর। চোখ ফেরাতে পারে না পুরুষরা ওর শরীর থেকে।

ও সি.আই, এ তে কাজ করছে দুই বছর হল। ডোরীর এজেন্টবলেছিল যে মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে মালাকে কি বিপদে জড়ানো হচ্ছে তা মালার উপস্থিত বুদ্ধি থাকলেও মালা বোঝে না। কম্যুনিস্ট বিরোধী ও। বিশেষ কষ্ট হয়নি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজে লাগাতে। অন্য এজেন্টদের খবর পৌঁছে দিয়েছে মালা। ওয়ারদিংটনের সঙ্গে ও কাজ করছে, কি জালে ও জড়িয়ে গেছে বা কি বিপদে ও পড়েছেনা জেনেই। সিআই কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়েছে তিনবার গত দুবছরে, খবরগুলোর গুরুত্ব না জেনেই। ওর সম্পর্কে ডোরর

ধারণা বাড়াবাড়ি রকমের উঁচু প্যারিসে। মালাই সবচেয়ে বেশি দমে যাবে যদি ওকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সবচেয়ে বড় মেয়ে এজেন্ট হিসাবে ধরা হয়।

ও প্রাগে কাটিয়েছে সারাজীবন ভালো রোজগার করে এবং পুলিশ ওকে সৎ নাগরিক বলে মনে করে যেহেতু ওর ব্যবহারের সন্দেহজনক কিছু নেই। ডোরীর হাতের নাচের পুতুল হিসাবে ও চমৎকার, যেহেতু কেউ ওকে সন্দেহ করে না।

ওকে ঘাবড়ে দিয়েছিল ওয়ারদিংটনের অতর্কিত আবির্ভাব। ও বলল স্যুটকেশটা দেখে, কোথাও কি যাচ্ছ তুমি ..

কোথাও যাচ্ছি, বোসো কথা আছে কয়েকটা।

হল না কি কোনো গণ্ডগোল।

ওর ঘরে পড়ে থাকা সুকের অজ্ঞান হওয়া শরীর-এর ছবি ওয়ারদিংটনের মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখল সামনে মালার মনভোলানো নারী দেহ। ব্যর্থতার অক্ষম ক্ষোভ, মনে বড় দুঃখ। এ রকম একটি মেয়ে ওকে খুবই আনন্দ দিতে পারত যতই সাতচল্লিশ বছর বয়স হোক না কেন।

ওয়ারদিংটন বলল, আমি কিন্তু নিরুপায় এবং দুঃখিতও যে আমাকে কদিন কিন্তু এখানে থাকতে হবে।

মালা তাজ্জব, এখানে থাকবেন, না হতেই পারে না, কারণ এখানে জায়গা নেই। হতে পারে না এটা।

মাত্র কটা দিন থাকতে দিতে হবে। আমি তোমায় বিরক্ত করব না, কারণ আমি কথা দিচ্ছি যে আমি প্রাগ ছেড়ে চলে যাব, তবে আমি যেতে পারব না তোমার সাহায্য ছাড়া।

তুমি শোবে কোথায়, কারণ বিছানা একটা এক বিছানায় মালা যদি ওকে শুতে বলত। মালা কিন্তু সে কথা বলবেই বা কেন?

ওয়ারদিংটন বলল, বিশ্বাস কর, আমাকে থাকতেই হবে, দরকার হলে আমি মাটিতে শোব।

ওয়ারদিংটনের সাদা মুখ চোখে আতঙ্ক, মালা সেটা লক্ষ্য করল। তাই বলল, খুঁজছে কি ওরা তোমায়।

ওয়ারদিংটন মাথা নাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ ওরা খুঁজছে আমাকে।

চেয়ারে বসে ক্যাপ্টেন টিম ও হ্যালোরান। বিশাল চওড়া কাঁধ, লালচে মুখ, নীলচে চোখ এবং কঠিন মুখ। ও ইউরোপের সকল সি, আই. এ এজেন্টের ইনচার্জ। ডোরী ওকে কেইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলছে টেবিলের ওপাশে বসে। ও হ্যালোরান সব জেনে গেছে নির্বিকার মুখে। কোনো না কোনো একটি সমাধান ডোরী খুঁজে বের করবেই এটা ও জানে। ওর অগাধ বিশ্বাস ডোরীর উপরে।

ডোরী বলল, মালিক যদি ওয়ারদিংটনকে ধরে তাহলে কেইন এবং মালা ফেঁসে যাবে, শেষ পর্যন্ত এটাই দাঁড়াচ্ছে। খতম করতেই হবে ওয়ারদিংটনকে, যদিও সেটা অবশ্য কে করবে।

ও হ্যালোরান নির্দ্বিধায় বলল, মাইক ও ব্রায়েন। রাতের প্লেনেই যেতে পারে ও ডিপ্লোমাটিক পাসপোর্ট নিয়ে। ও কাজ হাসিল করে ফেলবে আজ, বেশি রাত বা কাল সকালের মধ্যেই। ওর কোনো অসুবিধে হবে না এতে।

তাই কর টিম তাহলে, ঠিক আছে। একটা ফাইল নিয়ে পড়তে লাগল ডোরী।

টিম ডোরীকে বলল টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলে, কাজ হয়ে গেছে ধরে নিন।

ফাইল সরিয়ে রেখে ডোরী বলল, বদলী পাঠাতে হবে এখন ওয়ারদিংটনকে, আমি ভাবছি জ্যাক ল্যাটিমারের কথা। কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না কেইন। বদলীতে কে আসে তা দেখার জন্য ওরা ওৎ পেতে থাকে। ল্যাটিমার ফাস হয়ে যাবে কাজ শুরু করার আগেই এটা কেইন মনে করে থাকে।

আমি কথা বলব কেইনের সঙ্গে। উপযুক্ত লোক ল্যাটিমারই।

কথা বলেছি আমি, কখনো ভুল করেনা কেইন, মালিককে মনে পড়ে তোমার। প্রাগে এসেছেন মালিক একথা কেইন বলেছে।

কে এসেছে, মালিক?

হ্যাঁ, মালিক, যে সোভিয়েতের সেরা এজেন্ট। ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢুকতে হবে ওর চোখে ধুলো দিয়ে, বলে চলল ডোরী, একটা ধোকাবাজি করতে হবে আমাদের। এমন একজনকে প্রাগে পাঠাতে হবে যাকে মনে হয় আমাদের এজেন্ট হিসাবে এবং তার ওপরই যাতে পড়ে মালিকের সন্দেহ। ল্যাটিমার প্রাগে ঢুকে পড়বে সেই ফাঁকে।

বেড়ে লাগছে শুনতে, তার অবস্থা কিন্তু শোচনীয় হবে যাকে আপনি প্রাগে পাঠাবেন।

শুকনো হাসি হেসে ডোরী বলল, সে তো বটেই, তবে তেমন লোকই যাবে যাকে খরচের খাতায় লিখে রাখা চলে। আজ সকালেই গ্যারলান্ড হংকং থেকে ফিরেছে সেটা কি তুমি জানো?

এখানে ফিরেছে গারল্যান্ড।

আমি ওর উপর নজর রাখি। অনেক দেনা আছে ওর আমার কাছে। সময় এসে গেছে এখন শোধ দেবার। আমি টোপ হিসাবে সামনে রাখব গারল্যান্ডকে। গারল্যান্ড প্রাগে এসেছে এটা মালিক যেই শুনবে, ও তখন ধরেই নেবে যে আমরা বদলীতে পাঠিয়েছি গারল্যান্ডকে। ল্যাটিমার চুপিসারে প্রাগে ঢুকে পড়বে। ও যখন গারল্যান্ডকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মনে হচ্ছে কি কেমন। ১. চুপকরেরেইল ও হ্যালোরান। ওর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছেগ্যারল্যান্ডের উপর। ডোরর সেরা এজেন্ট ছিল একসময় গ্যারলাভ। তারপর বলল, ধরে নিচ্ছেন কেন যে গারল্যান্ড প্রাগে যাবে? আমাদের হয়ে কাজ করে না এখন ও, বোকাও নয় নোকটা। আমি ভাবতেই পারছি না যে ও যাবে লৌহ যবনিকার ওপারে।

টাকা এবং মেয়ে মানুষ, এ দুটোই দুর্বলতা গারল্যান্ডের। ঘাবড়িও না। আমি সেবন্দোবস্ত করছি ও যাবেই।

আপনি কি এটাই চান যে যদিও ও যায় কিন্তু গেলেও পরে আর ফিরবে না।

শুধু নিজের কথা ভাবে গারল্যান্ড। ও কাজ করছে, আমাদের হয়ে কাজ করে মুনাফা লুটছে বলেই। বহু টাকা মেরেছে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে। আমরাও তাই করবও যেভাবে আমাদের ব্যবহার করেছে। কোনো ক্ষতি নেই যদি ও খতম হয় তাহলে হবে। মাছ টোপ গিলবেই যদি সে টোপ জুৎসই হয়। আমি একটি খাসা এবং লোভনীয় টোপ তৈরী করেছি গারল্যান্ডের জন্য। ও যাবেই প্রাগে।

.

মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ওয়ারদিংটন। ওকামিয়ে ফেলেছে ওরবহুদিনের রাখা গোঁফ। অন্যরকম দেখাচ্ছে কেমন ওর মুখটা। ও দুর্বল এবং গো-বেচারা। ওকে কেউ চিনতে পারবে না ওর গোঁফ ছাড়া এটাই ওর ধারণা। ও বলল, চুলের রং পালটাব ভাবছিলাম, তুমি যদি একটু সাহায্য কর। কি করে যে লাগাতে হয়, তবে এক বোতল পেরোসাইড সঙ্গে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকে মালা অসহায় চোখে। ওর ভেতরটা খুবই কাঁপছে। ওর মেয়াদ শেষ ওয়ার দিংটন গ্রেপ্তার হলে এটা ও. জানে। সবই বলে দেবে, ওয়ারদিংটনকে যদি জেরা করা হয়। মালা ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল। সিকিউরিটি পুলিশের হাতে পড়লে তার অবস্থা কি হবে তা ভেবে বলল, প্লীজ চলে যাও তুমি, দয়া করে চলে যাও।

নিশ্চয় তোমার মন মেজাজ ঠিক নেই, তুমি কি বলছ, তোমায় চা করে দিচ্ছি আমি, চা খেলেই তোমার ভালো লাগবে, কোথায় রেখেছ তুমি চায়ের সরঞ্জাম।

আমি তোমায় কোনো সাহায্য করব না, তোমাকে আমি এখানে রাখতে চাই না, তুমি চলে যাও প্লীজ।

রান্নাঘরে গেল ওয়ারদিংটন। অনেক দুশ্চিন্তা এখন মালার। সে নিজেই ভাবল একবার পালাবে কিন্তু পালাবে কোথায়। একাজে কেন যে সেনামতে গেল ডোরীর এজেন্টের বড় বড় কথা শুনে নিজেই পুলিশে খবর দেবে একবার ভাবল ও কিন্তু ওর জীবন শেষ হবে তাহলে, ওর রক্ত জল হয়ে গেল এই ভেবে যে ওর সুন্দর শরীরটা নিয়ে কি করবে পুলিশ। ওরা ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে পৈশাচিক উল্লাসে ওকে কথা বলার জন্য।

চা নিয়ে ঢুকল ওয়ারদিংটন। বলল, নতুন করে ছবি তুলব পাসপোর্টের, চুল রাঙিয়ে।

একটি লোকের কাছে নিয়ে যায় মালা। ছবিগুলো তুলে ও এটাই চায়। ওয়ারদিংটনের ব্রিটিশ পাসপোর্টে যে লোকটি নতুন ছবি লাগিয়ে দেবে। লোকটি নিশ্চয় ভয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করত

রাত নটায় মাইক ও ব্রায়েন বার্নবের্গ অবধি প্লেনে এসে গাড়ি নিয়ে প্রাগে পৌঁছল।

ও আততায়ীর কাজ করছে ও হ্যালোরেনের হয়ে গত তিন বছর ধরে। দলত্যাগী গুপ্তচর খুন করেছে এর মধ্যে চারজনকে। ওর কোনো বিবেকদংশন নেই খুন বিষয়ে। যে

কোনো পেশার মতই খুনও ওর কাছে একটি পেশা। সাইলেন্সর লাগানো৪৫ ক্যালিবার পিল এই পেশার অন্যতম হাতিয়ার। সব চেয়ে নিরাপদ মাথায় গুলি করা। মগজ উড়ে যায় ৪৫ গুলিতে।

ওয়ারদিংটনের বাড়ি কোথায় তা ম্যাপ দেখে ও আগেই জেনে গেছে। সে পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটা দেখে নিল গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। আজ রাতেই ও নরেন্স বাগ থেকে প্যারিসের প্লেন ধরবে ঠিক মতো কাজ হলে। রূপালী, বুজ কঠোর দৃষ্টি যুক্ত চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন দৈত্যের মত চেহারার লোক।

শরীর দিয়ে কাঁপুনি বয়ে গেল মালিককে দেখে ও ব্রায়েনের। মালিকের ছবি ও সি. আই. এ এর ফাইলে দেখেছে, যদিও চোখে দেখিনি। স্যুট পরা তিনজন লোক মালিকের পেছনে। স্টেনগান দুজনের হাতে। মালিক শান্ত গলায় বলল, কি চাই? অবস্থা বেগতিক ও ব্রায়েন সেটা বুঝল, ধরা পড়েছে কি ওয়ারদিংটন? ও বলল, আছেন কি মিঃওয়ারদিংটন। উনি ইংরাজী শেখান শুনলাম।

আসুন ভেতরে।

স্টেনগানধারীদের দিকে চেয়ে ঢুকল ও ব্রায়েন ইতস্ততঃ করে। মালিক দরজা বন্ধ করে বলল আপনার পাসপোর্ট নেই? এখানে নেই মিঃ ওয়ারদিংটন।

পাসপোর্ট দিল ও ব্রায়েন। মালিক যার হাতে স্টেনগান নেই এটা দেখে তার হাতে সেটা দিল দিয়ে বলল, কেমন আছেন মিঃ ডোরী।

বেঁচেই আছেন যদুর জানি। কেমন আছেন মিঃ কোভস্কি? জিজ্ঞেস করলেন যে কোভস্কি সম্বন্ধে সেই কোভস্কি মালিকের ওপরওয়ালা।

আপনি একটু দেরীকরে ফেলেছেন তবেযন্দুর জানি তিনি বেঁচেই আছেন। আমি ব্যবস্থা করছি ওয়ারদিংটনের। সকাল দশটা নাগাদ ভেগেছে ওয়ারদিংটন।

পেছন পেছন চলল ও ব্রায়েন লোকটির মালিক বলল, মিঃ ও ব্রায়েন এক মিনিট। চেষ্টা করবেন ফেরার দয়া করে। বুঝলেন তাহলে ঘুরে যাবে ব্যাপার।

আচ্ছা চলি, নিশ্চয়।

ও ব্রায়েন বাড়ির ভিতর থেকে একটি মেয়ের চাপা কান্না শুনতে পেল সিঁড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে। এ নিশ্চয় ওয়ারদিংটনের বউয়ের কান্না।

.

০২.

গারল্যান্ড বলল, পাঁচমিনিটের মধ্যে আমায় বেরোতে হবে দেখ খুকি, মদ শেষ করবে জলদি জলদি।

অসামান্য সৌন্দর্যে ভরা আঠারো বছরের একটি মেয়ে গ্যারলান্ডের সামনে বসে মদ্যপান করছিল। গারল্যান্ড এখনো কাবু হয়নি কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে মেয়েটি নানাভাবে প্রলোভন দেখাচ্ছে বারবার মেয়েটি ওর দেহ সৌষ্ঠব মেলে ধরছে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে।

গারল্যান্ডকে ছাড়তে রাজি নয় সে কিছুতেই। একেই বলে পুরুষ মানুষ গারল্যান্ডকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে ভাবছে।

বহু পুরনো পাপী গারল্যান্ড। ওরআর ভাল লাগেনা কচি মেয়েদের এ ধরনের যৌন আবেদন ভেতরে সব ঠাণ্ডা মেরে আসে আধ বুড়ো মনে হয় নিজেকে। ভেতরে সব ঠাণ্ডা মেরে আসছে বলে মনে হয়। টেলিফোনের আওয়াজ হঠাৎ বাঁচিয়ে দিলে ওকে।

আমেরিককান গলা ভেসে এল ফোনের ওদিক থেকে, হ্যারি ময় বলছি গারল্যান্ড। আমাকে তুমি চেন না। আমাকে তোমার নম্বর দিয়েছিল ফ্রেড। একটা কাজ করে দিতে হবে আমার। আমি তোমায় টাকা দেব অবশ্য এজন্য।

গারল্যান্ড মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, কত টাকা। পোশাক খুলছে ততক্ষণে মেয়েটি।

হ্যারি বলল, আমি লা ক্রোয়া দ্যের বারে থাকব দশটা পর্যন্ত। জায়গাটা চেন তুমি?

আমি যাব, কে চেনে না।

মেয়েটি তখনোদাঁড়িয়ে, টেলিফোন নামিয়ে সে ঘুরে দেখল। বিশেষ কিছু নেই পরনে। লোভও হল একবার মনে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে। মেয়েটির অশ্রাব্য গালাগালি ভেসে এল দরজার পেছন থেকে।

ব্রেসেন বারে ফোন করল ও, ঘরে ফিরে এসে ফোন তুলে। ওই বারের বার ট্রেন্ডার ফ্রেন্ডকে ও চেনে। ও হ্যারিকে ভালো চেনে না ফ্রেড তাই বলল। হ্যারি কোনো স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িত বলেই ওর মনে হয়। তোমায় নম্বর দিয়ে ভুল করিনি তো, ফ্রেড বলল।

বলা যায় না যে কি থেকে লাভের সুযোগ আসতে পারে তাই ওকে আশ্বস্ত করল গারল্যান্ড।

বুড়োটা সমকামী এবং তরুণদের ভিড়ই বেশী এই লা ক্রোয়া দ্যের নাইট ক্লাবে। নিগ্রো ট্রামপেটার খুব মৌজ করে ট্রামপেট বাজাচ্ছে যখন গারল্যান্ড ঢুকল। ক্লাবে হইচইতে ভর্তি এবং ঘাম ও সিগারেটের গন্ধে ভারী ক্লাবের বাতাস। মেয়েলী ভাব দেখাতে এগিয়ে এল মোটাসোটা বারমান। হ্যারি মস, এসেছে গারল্যান্ড বলল।

চার নম্বর কামরায় ও অপেক্ষা করছে ডিয়ার।

একা অপেক্ষা করছে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

গারল্যান্ড উপরে চলে গেল, একটু হেসে। স্কচ হুইস্কির বোতল, বরফ ও গ্লাস নিয়ে বসে আছে চার নম্বর কামরায় একটি যুবক।

মস

বদমায়েসীর ছাপ আছেতরুণটির চেহারায়, চেয়ার ঠেলে দিল গ্যারল্যান্ডের দিকে এবং বলল, এসেছ দেখে আমি হ্যারি মস খুশী হলাম। সিগারেট ধরাতে ধরাতে গারল্যান্ড বলল, জলদি বল, যা বলবার।

আমি নিজে করতে পারছি না, একটা খারাপ কাজ আছে। ঝামেলা হবেনা পাল্টা, ত্রিশ হাজার ডলার। আধাআধি বখরা আমার এবং তোমার মধ্যে। কথাটা কি মনে ধরেছে?

মনে এটা ধরতে পারে। সত্যি কোনো ঝামেলা হবে না এটা যদি বিশ্বাস করাতে পার।

সাহায্যের দরকার আমার। তুমি যে মুখ আলগা লোক নও একথা সকলে বলল। আমার কিছু করার নেই তুমি যদি এটা রটিয়ে বেড়াও।

সবাই!

কথাটা শোন, বললাম তো আমার বন্ধু ফার্ডি নিউম্যান এবং আমি আর্মিতে থাকার সময় পশ্চিম বার্লিনে একমাস আগে ট্রাক হাইজ্যাক করে আর্মির মাইনের টাকা চুরি করি। পালাই সেখান থেকে পূর্ব বার্লিনে। সেখান থেকে কায়রো ভাগা যাবে প্রাগে গিয়ে এই ধারণা ছিল ফার্ডির। খারাপ লাগছে শুনতে?

মিষ্টি লাগে খুব টাকার কথা শুনতে চালিয়ে যাও তুমি।

চেক সিকিউরিটি পুলিশের খপ্পরে পড়লাম যখন প্রাগে পৌঁছলাম। একটি লোকের ঠিকানা পশ্চিম বার্লিনে একটা মেয়ের কাছে নিয়েছিলাম। বিশ হাজার আগেই নিয়ে নিল সে

হারামজাদা। আমাদের লুকিয়ে রাখবে, খাবার দাবার বন্দোবস্ত করে দেবে, ঠাণ্ডা হলে পালাবার বন্দোবস্ত করে দেবে প্রাগ থেকে, এটাই বন্দোবস্ত করা ছিল। কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না কিন্তু ব্যাটার। দে চম্পট আমাদের ওর বাড়িতে তুলে। লুকিয়েছিলাম তিনদিন না খেয়ে। কে খাবার কিনতে যাবে তা ঠিক করা হল চারদিনের দিন টস করে। ফার্ডি গেল। পুলিশের হুইসেল শোনা গেল ও চলে যাবার তিন মিনিট বাদেই। আমি ছাদে পালালাম টাকার থলে ভুলে। ফার্ডি ছুটছে এবং দেখি দুজন পুলিশ ফাড়ির পেছনে। একজন পিস্তল চালাল ধরতে না পেরে, ব্যাস খতম হয়ে গেল ফার্ডি। চম্পট দিলাম আমি। পালিয়ে এসেছি একটা মেয়ের সাহায্যে। ওখানেই রয়ে গেছে টাকা।

কি করে জানলে যে টাকা সেখানেই রয়ে গেছে।

সেখানে খোঁজার কথা কেউ ভাববে না যেখানে আমি লুকিয়ে রেখে এসেছি। বেশি জায়গা নেইনি একশো ডলারের তিনশো নোট, সেটাই আমি বলছি।

আমি পারব বলেই বা ভাবছ কেন, তুমি যখন পারনি।

ওরা নজর রাখছে আমার উপর। ওরা চেনেও না তোমাকে। প্রাগ সবচেয়ে নির্ঞ্ঝাট লৌহ যবনিকার ওপারে যত জায়গা আছে তার মধ্যে। বেজায় মন্দা চেকদের আর্থিক অবস্থা। ওরা পাগল বিদেশী মুদ্রার জন্য, বেজায় খাতির করে তাই টুরিস্টদের। কেউ তোমায় সন্দেহ করবে না যদি তুমি ট্যুরিস্ট হিসাবে যাও। ওরা খুলে দেখবে না টুরিস্টদের ব্যাগ অবধি। যাবে আর আসবে শুধু তুমি।

তুমি পাবে বলে জানছ কি করে যদিও বা টাকাটা পাই।

বাবা এতো জুয়ার বাজি ধরা, আজনা হোক আরেকদিন ঠিক ধরব। পড়বে তখন তুমি বিপদে।

আমি ঠিক অতটা আনাড়ী নই। তবে তুমিও তো পড়তে পার।

তুমি জবরদস্ত ঝানু বলে শুনেছি। চেষ্টা করে দেখব তবু। এখন বল কি ব্যাপার, সে কথা যাক।

কোথায় লুকনো আছে টাকা ভেবে দেখি।

তোমার হাতে যখন এয়ারপোর্টে প্লেনের টিকিট দেখব তখন বলব।

খরচ করার জন্য কমসে কম দু হাজার ফ্লা লাগবে। অত টাকা কে দেবে।

ওটুকু কিভাবে যোগাড় করতে হয় তা আমি জানি।

সকল দশটায় ফোন করো তখন আমি ভেবে দেখব। আমার তেমন পছন্দসই নয় ও অঞ্চলটা। সেহেতু তাই খোঁজ নিয়ে দেখ এদিক ওদিক। ট্যুরিস্ট হিসাবে গেলে কোনো ঝামেলা নেই সবাই বলবে।

আচ্ছা চলি, তাই করব। বেরিয়ে গেল গারল্যান্ড এই কথা বলে। টেলিফোন বুথে ঢুকে মস ডায়াল করল ড্রিংক শেষ করে। রুক্ষ কাটাকাটা গলায় জবাব এল অন্য দিক থেকে।

মস্ বলল, যাবে বলে মনে হয় পার্টি। কালকের মধ্যে জানাবে।

ডোরী বলল, আমিও ভেবেছিলাম তাই, এই কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল ডোরী।

তখনি ফোন করছিল গারল্যান্ডও। সে ফোনকরছিল নিউ ইয়র্কে হেরালড ট্রিবিউন কাগজের সাংবাদিক বিল ল্যামপসনবো। লা ক্রোয়া দ্যোরের উল্টোদিকের কাফে থেকে। বহু খবর রাখত গিল তার ফলে গারল্যান্ডের কাজে এসেছেও বার।

ল্যামপসন বলল, গারল্যান্ড না কি।

তিন চার হপ্তা আগে ঘটে যাওয়া পশ্চিম বার্লিনের একটি ডাকাতির ব্যাপারে কিছু খবর দরকার।

জান না কী তুমি কিছু?

বিল এই ব্যাপারে আমিই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

ঠিকই বলেছ, পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে ভাগে দুজন নাম লেখানো সৈন্য। হ্যারি মস এবং ফার্ডি নিউম্যান তাদের নাম। এখনো তাদের খুঁজছে পুলিশ। ওরা নাকি লৌহ যবনিকার ওপরে পালিয়েছে বলে গুজব, তুমি শুনেছনাকি এই সমস্ত খবর। জোরদার খবর এটি, বাজার গরম করতে পারে।

রিসিভার নামিয়ে রাখল গারল্যান্ড জবাব দিয়ে। সত্যি কথা বলেছে তাহলে মস। ক্ষতি কি? ত্রিশ হাজার ডলার, মসেদের খরচে প্রাগে ঘুরে আসা যাবে টাকা যদি পাওয়া না

যায়। এটা মন্দ নয়, যাবে বলে ও ঠিক করল। তিনচার দিনে সেরে নেবে ভিসার ব্যাপারটা।

সে বাড়ি ফিরে দেখে মেয়েটি তখনা যায়নি। ও বিরক্ত হল বেজায়।

মেয়েটি সম্বোধন করল বয় ফ্রেন্ডকে, হ্যালো, চোর ঢুকেছিল তোমার বাড়িতে।

ওকে চলে যেতে বলল গারল্যান্ড। ওর কথায় কানই দিল না মেয়েটি। বলল, চোর এসেছিল বলছি না। বিরাট চেহারা লোকটার মুখ লাল। লতি কাটা ডান কানের। আমি বসেছিলাম ওপরের সিঁড়িতে আমাকে দেখতে পায়নি ও। পেশাদার বলে মনে হল লোকটিকে। তালা খুলে ঢুকল যেভাবে।

সতর্ক হয়ে উঠল গারল্যান্ড। এ অস্কার ব্রুকম্যান না হয়ে যায় না, যা বোঝা যাচ্ছে লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে। ও হ্যালোরানৈর পোষা গুণ্ডা ব্রুকম্যান।

গারল্যান্ডকে প্রলুব্ধ করার আশা ছাড়েনি তখনও মেয়েটি। ওর নাম রিমা বলে জানা গেল। চোরটা ছিল কতক্ষণ গারল্যান্ড বলল।

ঘড়ি দেখেছি, বিশ মিনিট।

গারল্যান্ড বুঝল কিছুই চুরি যায়নি সব ভালো করে দেখে। আসল ব্যাপার ধাঁধা লেগেছে ব্রুকম্যানের। ব্রুকম্যানকে পাঠিয়েছিল কি ডোর? এত নির্বোধ তো হবে না ডোরী। তবে কেন এসেছিল ব্রুকম্যান!

.

ডোরীর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অস্কার ব্রুকম্যান। নিবানো চুরুটটি চিবোচ্ছে ও হ্যালোরান এবং চোখ তার জানালার বাইরে। একটা চাপা উত্তেজনা ঘরের হাওয়ায়।

ডোরী বলল, রিপোর্ট পেয়েছি ও ব্রায়েনের, এখনো বেঁচে আছে ওয়ারদিংটন।

ও হ্যালোরান বলল, আমরা দোষ দিতে পারি না ও ব্রায়েনকে। বড় দেরিতে এসেছিল কেইনের খবর।

মামুলী ওজর তো ওটা একটা। আমরা দোষ দিতে পারি না ও ব্রায়েনকে। ও আর ওখানে ফিরতে পারছেনা, কারণ মালিক ওখানে এসে পড়েছে। ওয়ারদিংটনকে যদি মালিক ধরে ফেলে? ওয়ারদিংটনকে ধরবেই। ধরলে আমরা ভালো এজেন্ট হারাচ্ছি কিন্তু দুজনেই।

কিছুই বলল না ও হ্যালোরান ও ব্রুকম্যান। অন্ততঃ এটা মনে হচ্ছে যে গারল্যান্ড প্রাগে যাচ্ছে। রাগ ওর দুচোখে। জিজ্ঞেস করলো ব্রুকম্যানকে, রিপোর্ট কি তোমার?

বেশ খুশি ব্রুকম্যান, ভালোভাবে কাজ হাসিলকরে। বলল, আমি খামটা ঢুকিয়ে রেখে এসেছি গ্যারল্যান্ডের সুটকেশে। ও খামটা খুঁজে পাবে না যদি টুকরো টুকরো করে না ছেড়ে।

কেউ দেখে ফেলেনি তো তোমাকে?

কেউ দেখেনি স্যার।

কিছুক্ষণ ভেবে ডোরী বলল, বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা, আমরা ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢোকাতে চাই গারল্যান্ডকে সামনে রেখে ভাওতা দিয়ে, এটা আগেই বলেছি। ওখানে মালিক আছে সে। ভালোভাবেই জানে গারল্যান্ডকে। আমাদের বদলী এজেন্ট যে গারল্যান্ড এটা ও ভালোভাবেই ধরে নেবে। গারল্যান্ডকে প্রাগে পাঠানোই এখন আমাদের সমস্যা। সত্যিই ঘটে হ্যারি মস্ এবং ফার্ডি নিউম্যানের ডাকাতির ঘটনাটি, পুলিশের গুলিতে মরে নিউম্যান এবং প্রাগে জেল খাটছে আসল হ্যারি মস্। আমার এক ভাইপো আছে ড্রামাটিক স্কুলে। গারল্যান্ডের জালে তাকে জড়ানো হয়েছে হ্যারি মস সাজিয়ে। টোপ গিলেছে গারল্যান্ড। চোরাই টাকা উদ্ধার করতে ও যাচ্ছে প্রাগে। এই অপারেশনে দরকার প্রাগে পাওয়া টাকাটা।

দেরাজ খুলে একটা মোটা খাম বের করল ডোরী এবং ব্রুকম্যানকে বলল, ত্রিশ হাজার ডলার আছে এখানে, মালা আঁচ পাবেনা, মালা রীডের বাড়িতে এমন জায়গায় এটা তুমি লুকিয়ে রাখবে। টাকাটা কোথায় লুকানো আছে এটা গারল্যান্ডকে বলা হবে। তুমি নাম ফাস করবে না যেইমাত্র গারল্যান্ড টাকা পাবে এবং পুলিশে খবর যাবে সেইমাত্রই ফোনে। ওর স্যুটকেশে খাম পাবে পুলিশ যখন গারল্যান্ডকে গ্রেপ্তার করবে। মালিকের মনে হবে যে ওয়ারদিংটনের জায়গায় গারল্যান্ড এসেছে সেই খামের কাগজপত্র দেখে। আমরা ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢুকিয়ে দেব এই গোলমালের মধ্যে।

ডোরী বলল ব্রুকম্যানের হাতে একটা কাগজ দিয়ে, তোমার নির্দেশ এটি, খুবই জরুরী সময়ের ব্যাপারটা। প্রাগে রওনা হচ্ছে গারল্যান্ড এটা যখন জানব, তখন আমি সেটা

তোমায় জানিয়ে দেব। কোনো ভুলচুক যেন এতে না হয়। তুমি কিচ্ছুটি করবে না আমি না বলা অবধি।

কাগজ আর টাকার খাম নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রুকম্যান কথায় সায় দিয়ে। ও হ্যালোরানকে বলল ডোরী, ভালো হত যদি ওয়ারলিংটনকে খতম করা যেত। আমাদের বিপদে ফেলতে পারে ও।

রূঢ় ভাবে বলল ও হ্যালোরান, পুরো অপারেশনটা গোলমেলে ব্যাপার এবং অনিশ্চিত বলে আমার মনে হয়। অযথা তুমি ভেবেছ গারল্যান্ডকে তুমি বরাই, ঝামেলা পাকতে পারে ওকে নিয়েই তোমার। আমরা সঠিক জানি না ওগে যাচ্ছে কিনা।

ও যাবে আমি জানি।

ও না হয় গেল, ও ভাগতেও পায়ে তোমার টাকা নিয়ে। বেজায় ধুরন্ধর ও।

একটা বেজায় ছিঁচকের সম্বন্ধে এই ধারণা হল কি করে তোমার? ও মোটেওনয় তেমন ধুরন্ধর, গেলে যাবে টাকা, গারল্যান্ড পাচ্ছে না টাকা। চেকরা পেলেও ক্ষতি কি সরকারী টাকা গেলে। তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে গারল্যাকে উঁচু নজরে দেখটা। ও চালু নয় তত, এটা আমি বলতে পারি।

গারল্যান্ড ডোরীকে বোক বানিয়ে কতবার যে মোটা টাকা মেরেছে সেটা মনে পড়ল ও হ্যালোরানের। তার মনে হল এখন বাঞ্ছনীয় নয় ডোরীকে ওসব কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

.

ফিল্মের কার্টিজ বের করল ওয়ারদিংটন ক্যামেরাটা খুলে। পর পর কুড়িটা ছবি ওর তুলেছে মালা। লোকটাকে কিভাবে ভাগানো যায় সেটাই এখন মালার মনোভাব।

দিন দুয়েকে মধ্যে যে চলে যাবে, সেটাই ওয়ারদিংটন বলে দিয়েছে।

সে ফিল্মটা মালার হাতে দিয়ে বলল, এটা কারেল ভ্রটের কাছে নিয়ে যাবে তুমি? সেলেট না উলিসে ওর বাড়ি, নতুন ছবি লাগিয়ে দেবে ও পাসপোর্ট খুব কাজের আছে বুড়ো।

মালার কথামতো ও দরজা বন্ধ করল, বাথরুমে ঢুকে যাতে পোশাক পাল্টাতে পারে মালা। মালাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি ও যদিও প্রথম দর্শনেই ও মালার প্রেমে পড়েছিল। বেড়ে গেছে ভালবাসা দুবছরের পরিচয়ে। ওর মনে মালার প্রতি লিলা আরো প্রবল হয়েছে যেহেতু মালার বাড়িতে ও কয়েকদিন রয়েছে। মালা ওকে প্রত্যাখ্যান করবে ও চিরদিন জানে। ও চুপ করে থাকে সবসময় এইকথা ভেবেই। নিজের মনকে অন্য দিকে ঘোরাল ও জোর করে। এক গোপনকন্যুনিস্ট বিরোধী সভায় ওর প্রথম দেখা ভ্লাস্টের সঙ্গে। ও এক দক্ষ এনগেজার সেটা ব্লাস্ট বলেছিল। ও একটি অভিজাত হোটেলে লিস্টম্যানের কাজকরে সেই পরিচয় গোপন রেখে। একদিন ওকে প্রাগ ছেড়ে পালাতে হতে পারে সেটা ওয়ারদিংটনজানে। দরকার হবেই হবে সেদিন জাল পাসপোর্টের। ভাটের প্রয়োজন হতে পারে সেদিন। জীবনটা দিব্যি কাটছিল। সুইস ব্যাঙ্কে কতটা টাকা জমেছিল। এই মালিক হঠাৎ এসে উদয় হল ধূমকেতুর মত। ও ব্যবস্থা করছে পালাবার সেই থেকেই। ওর দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মালিকের হাতে

পড়লে এটা ও জানে। বলে ফেলতে বাধ্য হবে তখন। অনেক মূল্যবান ডোরীর কাছে ওয়ারদিংটনের চেয়ে মালা এবং কেইন। ডোরীওকে মারতে গুণ্ডা পাঠাবেও বলবেজানে বলেই। ওর অবস্থাটা এখন কি? ওকে খুঁজছে। যে মালিক শুধু তাই নয়, ওকে শিকার করতে ব্যস্ত ডোরীর ঘাতকও। ওয়ারদিংটন বেরিয়ে এল দরজায় টোকা পড়তেই।

মালাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নীল জামায় নতুন করে মুগ্ধ হল ওয়ারদিংটন। মালার দিকে, কিছুক্ষণ চেয়ে রইল এবং তারপর মালার হাতে দিল পকেট থেকে একটা খাম এবং বলল, হারিও না, এতে টাকা আছে ভাটের জন্য। সাবধানে যাও। সঙ্গে পাসপোর্ট এবং ফিল্ম নিয়ে যেও।

বেরিয়ে গেল মালা। ভ্লাস্টের বাড়ি পৌঁছল মিনিট কুড়ি বাদে। কেউ পিছু নিয়েছে কিনা সে দেখে নিল সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় উঠবার সময়। কেউ কোথাও নেই তাই দরজায় বেল টিপল মালা আশ্বস্ত হয়ে। এক বেজায় মোটা বুড়ো দরজা খুলে দিল। ওর হাতে টাকা, ফিল্ম পাসপোর্ট : দিল মালা ঘরে ঢুকে। লোকটার ডানহাতে যে ব্যান্ডেজ বাঁধা সেটা দেবার সময় হঠাৎ খেয়াল হল।

মালা বলল, চোট পেয়েছেন কি আপনি কোন।

কেশী কাটেনি, তবে কেটে গেছে। কাটাছেঁড়া সারতে বড় সময় নেয় আমার এই বয়সে।

আপনি তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে দেবেন, মিঃ ওয়ারদিংটন বললেন।

বড় বদ সময় হল এই জখমটা। কিছু তো করতে পারব না হাত না সারলে। ও টাকা গুনতে লাগল এই বলে খাম খুলে। মালাকে বলল তারপর সন্তুষ্ট হয়ে, এই সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় করে দেব।

পুলিশ এর তল্লাশীতে বেরিয়ে পড়েছে কারণ এটা খুব জরুরী।

আমি কি করব বলুন, আমি সত্যিই দুঃখিত। ওয়ারদিংটন ওর ঘরে থাকবে এখন দুসপ্তাহ। মালা এখন কি করবে, তাই মালা বলল, আগে হয় না আরো।

নিখুঁত কাজের জন্য কিছু করা সম্ভবনয় হাত ঠিক না হলে, আমি খুবই দুঃখিত এই কথা ওকে বলে দেবেন।

নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মালা। ভীষণ আলোড়ন হচ্ছে মনের মধ্যে, কি করবেও এখন।

ওয়ারদিংটন বসে মালার ঘরে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেল হঠাৎ এবং পেয়ে কান পাতল খাপ থেকে ৩২ ক্যালিবার পিস্তল বের করে। ও আশত হল দরজা খুলে মালাকে ঘরে ঢুকতে দেখে।

কি হল, ও জিগ্যেস করল।

হাত কেটে গেছে ভ্লাস্টের, ও কিছু করতে পারবেনা দুসপ্তাহের আগে। এখানে রাখতে পারব না আমি তোমাকে দুসপ্তাহ।

ওরা আমাকেধরবেই আমি গেলে। তুমি কতদিন বাঁচবেআমি ধরা পড়লে। ওরা কথা বলাবেই বলাবে আমাকে দিয়ে। আমায় এখানে থাকতে হবে আমার তোমার দুজনের জন্যই।

আমি কি বলব কোনো বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে তোমাকে থাকতে দিতে। এখান থেকে চলে যাব আমি।

তার সন্দেহ হবে তাতে, কোনো জ্বালাতন করব না আমি তো বলছি। তুমি কেন বুঝছো না ওরা আমাদের দুজনকেই খুন করবে যদি আমায় ধরতে পারে।

হাত মুঠো করে চেপে ধরল মালা। ঠোঁট কাঁপছে, সাদা হয়ে গেছে মুখ। ও বলল, তুমি এই বিপদে আমাকে ফেলবে কেন, কাপুরুষ! স্বার্থপর এখানে এলে কেন তুমি?

তুমি শুধু তোমার কথা ভেবে বোলর মতো কথা বলছ। দুজনেরই কথা ভাবছি আমি, আমাদের। বাজে কথা। থাক ভাবা যাক লাঞ্চের কথা।

বসে আছে অস্কার ব্রুকম্যান

০৩.

বসে আছে অস্কার ব্রুকম্যান গত দুদিন আগে এসে। মালা রীডকে দেখে এসেছে এর মধ্যে ও আলহামব্রা নাইট ক্লাবে ঘুরে। ও মালার দেহ দেখে অন্য পুরুষ-এর মতই মুগ্ধ হয়েছে যদিও একেবারেই সুর কনা। ও দেখে এসেছে মালার বাড়িও।

গারল্যান্ড পরদিন সকালে প্রাগ যাচ্ছে এই সাংকেতিক টেলিগ্রাম ও দ্বিতীয় দিনে ডোরীর কাছ থেকে পেল। ত্রিশ হাজার ডলার খামে পুরে খামটি ব্রিফকেসে ভরে মালার ফ্ল্যাটের দিকে হেঁটে চলল মালা যখন আলহামব্রা নাইট ক্লাবে। সিঁড়ি ধরে ও স্বাভাবিকভাবে অথচ সন্তর্পণে সেখানে পৌঁছে উঠে গেল। কোনো সন্দেহই হয় না ওর চলাফেরা দেখে। ওর এখানে আসার কথা ছিল যেন। ওয়ারদিংটনের কানে পৌঁছিল ওর পায়ের শব্দ।

বুক ধড়াস ধড়াস করছে ওয়ারদিংটনের। বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ৩২ ক্যালিবারের কোল্টটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

যেন এক প্রত্যাশিত আগন্তুক এই ভেবেকম্যান প্রথমে দরজায় বেল দিল। আবার বেল দিল একটু পরে। বাড়ির মধ্যে কেউ নেই। দরজার তালা খুলল একটা ইস্পাতের ছোটো টুকরো দিয়ে এবং আলো জ্বালিয়ে দিল দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে, ওয়ারদিংটন উঁকি মারল এবং চিনতে পারল ব্রুকম্যানকে দেখে। পোষা গুণ্ডা ও হ্যালোরানের। ওর শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল অজানা ভয়ে। কেন এসেছে ব্রুকম্যানের মত খুনী গুণ্ডা, তাকে খবর

দিল কে। ওকে আক্রমণ করে যদি ব্রুকম্যান। পিস্তল দিয়ে, তাহলে ও কি করে আত্মরক্ষা করবে।

ঠিকই জানত মনে মনে ওয়ারদিংটন, আরেকজনকে মারতে পারবেনা ও কোনো দিনই পিস্তল চালিয়ে। ওর মন বড় দুর্বল এবং বড় মমতা মনে। ও বারান্দায় বসে রইল নিশ্চল হয়ে। সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে কয়েক মিনিট বসে রইল। ও উঁকি মারল তারপর সাহস সঞ্চয় করে, ব্রুকম্যান কি যেন ভাবছে একটি মানুষ প্রমাণ দেবদুতের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে। জামা আলগা, ফাপা মূর্তিটি কাঠের তৈরী।

ব্রুকম্যান দেবদূতের মাথা তুলে নিয়ে মাটিতে রাখল হঠাৎ কি ভেবে। মাথাটি আবার বসিয়ে দিল। ব্রিফকেশ খুলে একটি ছোটো প্যাকেট নিয়ে মূর্তির মধ্যে রেখে। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল তারপর ব্রিফকেসতুলে নিয়ে। কেবলমাত্র দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল এবং তারপরই সবকিছু চুপচাপ।

ওয়ারদিংটন নিজেই অবাক হল নিজের সৌভাগ্যে। ওয়ারদিংটন আলো জ্বালল ঘরে ঢুকে এবং একটি ইজিচেয়ারে এলিয়ে গেল মূর্তির দিকে চেয়ে। ভয়ে অসহায় স্তম্ভিত। যেহেতু মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। অবসাদ নেমে এল শরীরে। কোনো অঘটন যে ঘটেছে এটা মালা বুঝল ওয়ারদিংটনের ঘামে ভেজা মুখ দেখে।

কি হয়েছে মালা বলে উঠল।

আমি লুকিয়েছিলাম কারণ ব্রুকম্যান এসেছিল।

কি বলছ তুমি, কে ব্রুকম্যান?

ডোরীর লোক ও, আমাকে খুন করতে এসেছে এটা ওকে দেখেই ভেবেছিলাম।

মালা শিউরে বলল, তোমায় খুন করবার কারণ কি?

আমি ধরা পড়লে তোমার আর কেইনের কথা ফাঁস করে দেব এটা ডোরী জানে, ও আমাকে যে মারতে আসেনি এটা আমি পরে বুঝলাম। একটা প্যাকেট রেখে চলে গেল ও দেবদূতের মূর্তির মধ্যে। তোমাকে দিয়ে যায় নাকি ওখানে ওরা চালাচালি করবার খবরাখবর।

কি রেখে গেছে ও ওখানে, বকছ কি তুমি?

জিনিষটা কি দেখাই যাক না।

ছেড়ে দাও আমাকে আমি জানতে চাই না।

সত্যি কথা বলছো তো আমাকে, ও ব্যবহার করে না এই জায়গাটি জিনিষ লুকোবার জন্য

আমি কিছু জানতে চাই না, এটা কখনোই নয়।

তুমি খুকীপনা করছ। আমি জানি তুমি সি. আই. এ এজেন্ট, তুমি সি. আই এতে খবরাখবর দিয়েছ কেইন এবং আমার হাত দিয়ে। এবং সেজন্য টাকাও তুমি পেয়েছ।

ওদের কাজ করতেি হবে তোমাকে, এমনকি, তার সঙ্গেও কাজ করতে হবে যে আসবে আমার জায়গায়।

মালা চেঁচিয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে এবার যাও তুমি, কেউ আমার উপর জোর খাটাতে পারবে না, কাজ করব না আমি আর ওদের হয়ে।

ওর দিকে চাইল ওয়ারদিংটন চোখে অনুকম্পা নিয়ে। মালার মনের ভয়ের পরিমাপ ও করতে চাইছে। কোমল গলায় বলল ও, তুমি উতলা হয়ো না, টাকা খেয়েছ ওদের তুমি, ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে যদি ওদের তোমায় ছেড়ে দেবে যদি ওদের তোমায় দরকার না হয় কিন্তু তুমি ওদের ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না স্বেচ্ছায়। একমাত্র উপায় ওদের হাত ছাড়ানোর আমার মতে পালানো। ওরা তোমায় খুন করে ফেলবে নইলে।

বিশ্বাস করি না আমি।

আমি কেন পালাচ্ছি বলে তোমার মনে হয়, আমি তৈরি ছিলাম, এরকমটা ঘটবে বলে। মালা আমি তোমায় ভালবাসি, যদি এখন সে কথা বলার সময় নয়, তবুবলছি। সেই প্রথম দিন থেকেই ও থেমে গেল মালার মুখ দেখে।

ও কুঁকড়ে গেল মালার মুখের ভয় এবং তাচ্ছিল্য দেখে।

আমাকে ভালবাস তুমি, মালা বলল।

তাহলে কি আমায় তুমি এই বিপদে ফেলতে পারতে, নিজেকে ভালবাস শুধু তুমি। ..

ভেবেছিলাম তোমারকাছে অন্তত একটু সহানুভূতি কারণ আমার আর কোনো যাওয়ার জায়গা নেই।

তোমাকে কতবার বলতে হবে, তুমি আমার কেউ নও, চাইনা, চাইনা আমি তোমাকে এখানে।

একসঙ্গে সুইজারল্যান্ডে যাই আমরা চল, তোমাকে জাল পাসপোর্টও করে দেবে ভ্লাস্ট। আমার সঙ্গে তুমি থাকবে কিনা ঠিক করো জেনিভা পৌঁছে। আমার অনেক টাকা আছে জেনিভার ব্যাঙ্কে।

তুমি চলে গেলে আমার কোনো বিপদ থাকবে না। এখানেই থাকব আমি।

একথা বলতে পারে না কোনো এজেন্ট।

চলে যাও, তুমি যাও না।

ব্রুকম্যান কি রেখে গেল সেটা আগে দেখি।

ছেড়ে দাও, না।

.।

হ্যারি মস সেখানে অপেক্ষা করছে যখন গারল্যান্ড ওরলি এয়ারপোর্টে পৌঁছল, ওকে টিকিট দিল মস্। গারল্যান্ড ও মস একটি বেঞ্চে বসল সুটকেসটা জমা রেখে।

গারল্যান্ডকে এক টুকরো কাগজ মস পকেট থেকে দিয়ে বলল, ঠিকানা হচ্ছে এটি, টাকাগুলো আছে কাঠের তৈরী একটি দেবদুতের মূর্তির মধ্যে। আলগা বসানো মূর্তিটির মাথা। তিনদিনের টিকিট তোমার, শনিবারের রিটার্ন টিকিট। এখানেই অপেক্ষা করব আমি।

গারল্যান্ড বলল নীরস গলায়, কাঠের দেবদূত মূর্তি। আমি জানি সেটি।

চোখে না পড়ে পারবে না তোমার। এটি আছে ঘরের বাঁদিকের কোণে।

কেউ থাকে না কি ফ্ল্যাটে।

প্রাগে মুশকিলে বাড়ি পাওয়া যায়, তাই ঠিক বলতে পারি না।

আরেকটু বলতে পার কি, জায়গাটা কেমন?

চারতলার ফ্ল্যাট এবং তাতে কোনো কেয়ারটেকার থাকে না। অতি মামুলী ব্যাপার। ঢোকার সময় যে কেউ দেখে না ফেলে সেটা শুধু তুমি খেয়াল রেখো।

রাহাখরচের টাকা? ঠিকানাটা পেলাম।

বাজে খরচ করো না, এক হাজার ফ্রা নাও, ফতুর হয়ে গেলাম আমি।

চললাম, আমায় না দেখলে মূর্ছ যেও না শনিবার, ব্যাপারটা অনেক ঝামেলার তুমি যা ভাবছ তার থেকেও।

আমি শনিবার এখানেই থাকব, কিছু হবে না।

গারল্যান্ড প্লেনে উঠল মিনিট পনেরো বাদে। মিষ্টি হাসল এয়ার হোস্টেল। পাল্টা হাসল গারল্যান্ড। ওকে বেজায় পছন্দ করে এয়ার হোস্টেসরা চিরকালই। প্রথম শ্রেণীর সিটে ও আরাম করে বসল এয়ার হোস্টেসটির সহায়তায় নিজের সীট ছেড়ে। খুব একটা ভালো চোখে অবশ্য ব্যাপারটা দেখল না অন্য লোকরা। গারল্যান্ড বসল ডবল স্কচ হাতে নিয়ে।

মাথায় নানান চিন্তা গ্যারল্যান্ডের। ওর ঘরে কেন এসেছিল ব্রুকম্যান। গারল্যান্ড তল্লাস করছে ঘর তন্ন-তন্ন করে, কোনো গুপ্ত মাইক্রোফোন বসায়নি তো ডোরী ওর ঘরে। কোন ভাবে ওকে ফাসাতে চেষ্টা করছে কি ডোরী। খুব সুবিধার লাগেনি ওর হ্যারি মসকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র যেন হলিউডের। ওকে মনে হয় না আসল মস। প্রাগে আগে যাওয়া যাক, তারপর কি হয় সেটা দেখা যাবে, এটাই ভাবল ও।

হ্যারী মস ডোরীকে ফোন করল প্লেন আকাশে উঠার সঙ্গে সঙ্গে। রওনা হয়ে গিয়েছে। টোপ গিলেছে। কিছু করার আছে কি আর।

ধন্যবাদ অ্যালান। কিন্তু টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বাবা টাকাটা যেন কম না হয়। ব্রুকম্যানকে একটি তার পাঠাল ভোরী ফোন নামিয়ে রেখে তোমাকে চেনে গারল্যান্ড। পড়ে যেও না ওর সামনাসামনি, বোকা ঠাওরিও না ওকে, চাই-চাই এ অপারেশন উৎরোনো।

চেয়ারে বসল ডোরী হেলান দিয়ে তার পাঠিয়ে। বেজায় খুশি আজ ও।

একটি বদ্ধ ঘর। মিনিস্ট্রি অফ ইনটিরিয়ারের অফিসটি বিরাট ঘর। প্রাগ গুপ্ত পুলিশের প্রধান ঘাঁটি এই বিশাল দুর্গের মত বাড়িটি। তিনটি লোক বসে ঘরে একটি টেবিল ঘিরে।

শহরের রাস্তার একটি ম্যাপ দেখছিল গুপ্ত পুলিশের দুনম্বর লোক সুক। ওর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ঢেকে রেখেছে এক টুকরো প্লাস্টার। মালিক হল দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে ম্যাপ দেখছে এবং সবুজ সর্পিল চোখে সুককে দেখছে। বোরিস স্মেরনফ তিন নম্বর। নিষ্ঠুর মুখ এবং বলিষ্ঠ ভারী চেহারা। পিস্তল চালাতে ওস্তাদ। ও মালিকের ডান হাত। ওর মতো দুর্দম, নাছোড়বান্দা মানুষ শিকারী দুটি নেই সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচর বাহিনীতে।

ওর পালাবার কোনো পথ নেই। সুক বলল, টোকা মারল ম্যাপটায় আঙুল দিয়ে, সময় মতো ঠিক ধরা দেবে, ও লুকিয়ে আছে এখানে কোথাও।

ইংরাজীতে কাটা কাটা বলল মালিক, সময়টা কোনো জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় তোমার মতে। এই ব্যাপারটা ঘটল কমরেড তোমার গাফিলতির জন্য। আমি আগেই সাবধান করেছিলাম কমরেড তোমাকে ঐ লোকটির বিষয়ে। ও নিখোঁজ এখনও। সময়মতো ও ঠিক ধরা পড়বে একথা তুমি বলছ। তোমার কথাই ঠিক, বেশ ধরে নিলাম। বল কি ব্যবস্থা নিয়েছ।

কপালের ঘাম মুছল সুক। মালিকের দিকে চাইল না কিন্তু বলল, যে ব্যবস্থা করেছি যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে। খোঁজখ নিচ্ছি এখন, লুকিয়ে রেখেছে কেউ ওকে।

তল্লাশীকরা হয়েছে প্রতিটি হোটেলে। হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে এয়ারপোর্ট আর ফ্রন্টিয়ার পোস্টগুলিকে।

ওকে থামিয়ে দিল মালিক হাত নেড়ে বলল, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই ও ধরা পড়লে।

হ্যাঁ মালিক কমরেড।

এটা খুবই জরুরী যে কে আসছে ওরবদলীতে। পাঠাবেই ওরাবদলী। প্রত্যেকের বিষয়ে বিশদ জানতে চাই যারা প্লেনে, ট্রেনে বা গাড়িতে প্রাগে আসছে। কাউকে ডোরী পাঠাতেও পারে। তবে এখনি পাঠাবে বলে মনে হয় না। বুঝলে তাকে বেশি করে নজরে রাখবে যদি কোনো লোককে সন্দেহ কর।

হ্যাঁ, কমরেড মালিক।

যাও এবার খুঁজে বার কর ওয়ারদিংটনকে। সুক উঠে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

স্মেরনফফের দিকে তাকিয়ে মালিক বলল, কি রকম বুঝছ।

ইন্টারেষ্টি। জোনাথন কেইন নামক লোকটা কেনেকাঁচের জিনিস। দুবার আগে আসে মাসে। ডোরীর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছেচারদিনআগে। রুটিন মাফিক খবর পাঠিয়েছে প্যারিসের একঅভিজাত রেস্তোরাঁ শেজ জোসেফের এক ওয়েটার। বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি মালিকনভ ওর খবরটার রিপোর্টে। ডোরী প্রায়ই এর তার সঙ্গে লাঞ্চ খায় সে বলেছে।

কি জান কেইনের বিষয়ে, উজবুক মালিকনভ।

কিছুই বিশেষ জানিনা। একজন পুরোপুরি আমেরিককানব্যবসায়ী, আলহামব্রানাইট ক্লাবেযায় যখন প্রাগে আসে। আমি গিয়েছি অ্যালহামব্রা নাইট ক্লাবে। ভালোই খাওয়া দাওয়া। গান গায় একজন মেয়ে। মেয়েটির মা মার্কিন, বাবা চেক। বাবার মৃত্যুদণ্ড হয় কারণ সে সরকার বিরোধী ছিল। মালা রীড মেয়েটির নাম।

কোনো যোগাযোগ আছে কেইনের সঙ্গে মেয়েটার।

কেইন, ওর ফ্ল্যাটে যায়নি কিন্তু বহুবার ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে ওকে।

মেয়েটির উপর নজর রাখ বোরিস। সময় হয়তো খানিকটা নষ্ট হবে কিন্তু বুঝলে আমি সব খবর চাই মেয়েটির।

স্মেরনফ বেরিয়ে গেল, আমিও চাই, এই কথা বলে।

কেইন, ওয়ারদিংটন এবং সম্ভাব্য এজেন্টের কথা মালিক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। কথাটা ঠিক হয়তো সুকের। সব শিকারই জালে পড়ে এদেশে সময় এবং ধৈর্য থাকলে।

ওয়ারদিংটন কাঠের দেবদুতের মূর্তির ভেতর থেকে বের করা প্যাকেটটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। ও বলল, এটা নিশ্চয় তোমায় ফাঁসাবার জন্য। দেখেছ, বললাম না ডোরীকে আমরা কোনো বিশ্বাস নেই, আমি এটা বুঝেছি।

কোনো ভয় লুকোবার চেষ্টা না করেই মালা বলল, আমি কি করেছি, কেন?

খুলেই দেখা যাক দাঁড়াও? কি জানি।

মালার বাধা উপেক্ষা করেই ওয়ারদিংটন প্যাকেট খুলে ফেলল ছুরি দিয়ে প্যাকেটের উপরকার সেলোটেপ খুলে। খুলে দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে নোটের তাড়া দেখছে। কম্পিত আঙুলে নোটের তাড়া গুনতে শুরু করল ওয়ারদিংটন। ত্রিশ হাজার ডলার, ও বলল গোনা হয়ে গেলে।

ওর পাশে বসে পড়ল মালা ধপ করে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে। বলল, মানে কি এর।

আমার বদলে যে আসছে তার খরচার টাকা এটি, এটিই এর একমাত্র মানে, ওরা কোনোদিন দেয়নি আমাকে এত টাকা, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই বদলী লোকটা। এখানে টাকা রেখে। গেছে তাই ব্রুকম্যান। খবরাখবর কেনার টাকা এটি। আমাকে যে খরচার খাতায় লিখেই ফেলেছে ওরা, এটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে এসে টাকাটা নেবেআমার বদলী এই নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায় না ওরা যে তোমার কি বিপদ হতে পারে।

কেঁপে উঠল মালা।

ওয়ারদিংটন বলল, কোনো অধিকার নেই ওদের এরকমকরার, মালা তোমার কোনো ঝামেলাই হবেনা, এ টাকা থাকলে প্রাগ ছেড়ে পালাতে। স্বাধীন হয়ে যেতে পার তুমি।

আমার সঙ্গে জেনিভা যেতে পার তুমি পাসপোর্ট খরিদ করে। তুমি কেন ওদের কথা ভাববে, ওরা তো তোমার কথা ভাবেনি।

আমি ও টাকা ছোঁব না। আমার নয় ও টাকা।

বড় বোকা তুমি।

আমি চোর নই, যদিও বোকা।

চোর হওয়া বোকা হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল, যেখানে প্রাণ বাঁচাবার প্রশ্ন।

ঘুমোতে চলে গেল মালা। ঠিক করল ওয়ারদিংটন, ওই নিয়ে নেবে টাকাটা। মালা উঠে এসে দেখে কিছুক্ষণ বাদে যে, ওয়ারদিংটন মূর্তির ভেতর খবরের কাগজ দিয়ে প্যাকেট বেঁধে ঢুকিয়ে রাখল।

মালা.বলে উঠল, তুমি কি করছ।

আমি বোকা নই, তুমি বোকা হলেও। আমি বুঝি টাকার দাম। তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমি। কি জালে জড়িয়েছ সেটা তুমি বুঝছ না। তোমার স্বার্থ আমি দেখব, তুমি সৎই থাক।

উদ্বেগ এবং আন্তরিকতওয়ারদিংটনের চোখে দেখে মালাবলল, একটু ইতস্ততঃকরে, টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে?

কেউ জানবে না মূর্তির নীচে লুকিয়ে রাখব।

আমি দুঃখিত অ্যালেক তুমি আমায় কি চোখে দেখ সেটা আমি জানি। আমি তোমার সঙ্গে সুইজারল্যান্ড যাব, তোমার যদি মনে হয় যে আমি পারব।

ওয়ারদিংটন বুঝল, ওর মত যদিও ও নয় বদলে গেছে টাকা দেখে, তাই ও বলল, তোমার জন্য বিট্রিশ পাসপোর্ট জোগাড় করে দেব কালই ভাটের সঙ্গে দেখা করে।

অ্যালেক তোমাকে ধন্যবাদ, কিকরবল, তোমাকে আমি ভালবাসিনা, বড্ড ভয় করছেআমার কিন্তু।

আমারও ভয় করছে, তুমি দেখোআমরা ঠিক পালাব কিন্তু। আমাকে তোমার ভালোও লাগতে পারে হয়তো জেনিভায় পালালে।

ওরা যখন কথাবলছে, তখন মালার ফ্ল্যাটের উপর নজর রাখছিল, মালারফ্ল্যাটের উল্টোদিকের বাসিন্দাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে দুজন বলিষ্ঠ লোক।

মালা এখন বেড়াজালে গুপ্তচরদেরে বন্দী স্মেরনফফের কুম অনুযায়ী।

ডোরীর আপিসে ঢুকল ও হ্যালোরান। ও প্যারিসে ছিল না গত তিনদিন। ওকে দেখে হেসে বসতে বলল ডোরী।

ডোরী বলল, কাজ ভালই এগোচ্ছে এদিকে। গারল্যান্ড গে যে পৌঁছেছে এটাকম্যান খব পাঠিয়েছে। ল্যাটিমারকে পাঠাব গারল্যান্ড ধরা পড়লেই। সেটা দুদিনের মধ্যেই হবে। তড়িঘড়ি কাজ সারে তো গারল্যান্ড। ওর ওপর নজর রাখছে কম্যান।

আর কেউ আছে ওখানে? একা সামলাতে পারবে তো ব্রুকম্যান?

আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে ওর ওপর, ও পারবে।

ভাবতাম আমি হলেও। কেউ থাকলে হতব্রুকম্যানের সঙ্গে। গারল্যান্ড বড় ধড়িবাজ। ব্রকম্যা গেল, যদি একবারও আঁচ করতে পারে যে ব্রুকম্যান ওর উপর নজর রাখছে।

টিম তুমি বড় মন্দ দিকটা দেখ। সামলে চলবে ব্রুকম্যান।

আমি আরো নিশ্চিন্ত হতাম যদি ওর সঙ্গে কেউ থাকত।

আমার ওপরেই ছেড়ে দাও এটা তুমি। আসা যাক আসল কথায়। একটা জরুরী নির্দেশ এসেছে গত হপ্তায় জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের কাছ থেকে। আমার নিজের হাতেই রেখেছি এটি কারণ এটি একটি টপ সিক্রেট। এটা আমাদের ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, এইসব নিয়েই চিঠিট লেখা যদি রাশিয়া বাধাদান করে তো তাহলে আমরা কি করব। ডাইনামাইট একেবারে। প্রেসিডেন্ট জনসন যখন নিজে সই করেছে তখন মনে হয় যে এটি যা করেছে জেনে করেছে। একটি পাত আছে ভিয়েতনামে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে। দেখা উচিত পড়ে আমাদের।

ও হ্যালোরানকে সেফ খুলে ডোর একটি লম্বা সাদা খাম খুলে বের করে দিল। ও হ্যালোরা দুটি কাগজ বের করল খাম থেকে এবং তারপর সেটি পড়ে বলল, ভুল খাম দিয়েছ তুমি আমায়

কি বললে?

সে চিঠি তো নয় এটি, এটা কোডের ফর্মুলা যা গত মাসে বাতিল করা হয়েছে।

কি বললে?

ডোর ছিনিয়ে নিল কাগজ দুটো। ওর মুখ সাদা হয়ে গেল কাগজটা দেখে। পাঁশুটে হয়ে গেল এবং রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। ডোরীর যে হার্ট অ্যাটাক হবে। ও হ্যালোরানের সেই ভয়টাই হল।

কাউকে ডাকব। কি হল।

আমাকে ভাবতে দাও, তুমি চুপ কর।

সব কাগজপত্র ডোরী দেখল সেফ খুলে।

ওর ঠোঁট চাপা কঠিন, সাদা মুখ বুড়িয়ে গেছে। চোখগুলো যেন জ্বলছে।

ও বলল, আমি অমার্জনীয় ভুল করেছি টিম, ব্রুকম্যানকে সেদিন যে কাগজগুলো দিলাম গারল্যান্ডের সুটকেশে রাখবার জন্য, সেগুলো একটা টপ সিক্রেট লেখা খামে পুরেছিলাম

চেকদের ধাঁধা লাগাবার জন্য। ব্রুকম্যান যখন ঢুকল তখন চিফস অফ স্টাফের চিঠিটা আমার টেবিলের উপর রাখা ছিল। ভুল খাম দিয়েছি আমি ব্রুকম্যানকে। আমার মনে হয় এই টপ সিক্রেট চিঠি নিয়ে গারল্যান্ড অন্য কোথাও নয় প্রাগে নিয়ে চলে গেছে। আমি খতম হয়ে যাব প্রলয় ঘটে যাবে যদি এই চিঠি রাশিয়ানদের হাতে পড়ে।

হতবাক এবং হতভম্ব কিছুক্ষণের জন্য হয়ে রইল ও হ্যালোরান। গুপ্তচর বিভাগের কর্তা হল সে, তার মাথা বিদ্যুৎগতিতে কাজ করতে শুরু করল একটু পরেই।

ও বলল, আমি তার পাঠাচ্ছি এখন ব্রুকম্যানকে। খামটা উদ্ধার করবে। গারল্যান্ড তো আসছে না দুতিনদিনের আগে। আমরা বাতিল করে দিচ্ছি এ অপারেশান। চেক পুলিশ গারল্যান্ডকে আটকাবেনা, গারল্যান্ডের কাছে টাকা আছে এ কথা যদি ব্রুকম্যান চেক পুলিশকে বাৎলে না দেয় দুদিকেই সুবিধা আমাদের। খামটা উদ্ধার যদি ব্রুকম্যান নাও করতে পারে। তবু চেক পুলিশ গারল্যান্ডকে আটকাচ্ছে না টাকার কথা না জানলে। কথাটা ঠিক বলিনি।

ডোরী আস্তে বলল, গারল্যান্ডকে মালিক আটকাতে পারে কারণ মালিক এখন ওখানে আছে

তা হলেও উদ্ধার করতেই হবে কম্যানকে খামটা।

তুমি কি বলেছিলে টিম, ও কি পারবে, আর কাউকে দিলে হত ব্রুকম্যানের সঙ্গে। এটা অসাধ্য কাজ ওর একার পক্ষে।

আর কাউকে পাঠাবার সময় নেই, তাই ওকে পারতেই হবে।

ডোরী তার লিখতে লাগল ব্রুকম্যানকে পাঠাবার জন্য। ডোরীর তারিফ করল ও হ্যালোরান মনে মনে। সর্বনাশের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াই আরেক বিশ্বযুদ্ধে দাঁড়াতে পারে ওর এই ভুলের জন্য। তবু ওর মাথা ঠাণ্ডা। লোকটা তৈরী লড়বার জন্য সর্বনাশ বাঁচাতে।

ডোরী ও হ্যালোরানকে তারটা দিয়ে বলল, চলবে?

গুপ্ত সংকেতিক কোডে লিখে দিল, এটা চলবে।

হ্যাঁ, এ খবর আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ যেন না জানে, যতক্ষণ পারা যায় চেপে রাখতে হবে। ওয়াদিংটনকে জানাতেই হবে যদি ব্রুকম্যান ব্যর্থ হয়। নিজের গলায় ছুরি বসানো এটা করার মানে। ও হ্যালোরান তারটা হাতে নিয়ে বোর্ড এবং সাইফার ডিভিশনের দিকে দৌড়ে গেল কাউকে কিছু না বলে।

.

০৪.

গারল্যান্ডকে কোনোদিনই তেমন গুরুত্ব দেয়নি ব্রুকম্যান। লোকটা তেমন কিছুনয় ও ভাবত, কেবল বরাত জোরে উৎরে গেছে, সি. আই. এর জন্য যখন কাজ করছে। গারল্যান্ড লম্পট, যদিও ভালো পিস্তল চালায় এবং দক্ষ ক্যারাটে যোদ্ধা। ও ক্ষমা করতে

পারত না ওই একটি দোষ। ও সব সাবধানতা অবলম্বন করত যদি ও গারল্যান্ডকে সাচ্চা পেশাদারী মনে করত। কিন্তু ব্রুকম্যান তা করেনি যেহেতু ও গারল্যান্ডকে তাচ্ছিল্য করত। এক সাংঘাতিক ভুল ও করে বসল তার ফলেই কম্যান।

ব্রুম্যানকে দেখে ফেলল গারল্যান্ড অ্যালক্রম হোটেলের খাতায় নাম লেখার সময়। ও সজাগ হয়ে উঠল ওকে দেখা মাত্রই। এখানেব্রুকম্যান কেন? ও ভাবতে লাগল নিজের ঘরেবসে হোটেলে, ব্রুকম্যানের প্যারিসের ফ্ল্যাটে যাবার সঙ্গে কি ওর এই প্রাগে আসার কোনো সম্পর্ক আছে?

ওর মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল হঠাৎ। সম্পর্ক আছে নিশ্চয়। ওঃ আমি কি বোকা। ওর নিজের উপর ধিক্কার এল। ওর সুটকেশে কিছুগছিয়ে দিয়েছে নিশ্চয় ব্রুকম্যান। লৌহ যবনিকার ওপারে সেটি নিয়েই ও প্রাগে এসেছে।

ভালো করে দেখতে লাগল গারল্যান্ড নিজের সুটকেশ বের করে। কিছুই বোঝা যায় না বাইরে থেকে। ও সুটকেশের লাইনিং এ ছোট একটু জায়গা কাটল ছুরি দিয়ে। তারপর ছিঁড়ে ফেলল পড়পড় করে লাইনিংটা। একটি সেলোটেপে আঁটা সাদা খাম রয়েছে। সুটকেসের তলায়। একটা লাল ছাপ তার উপর।

এইটি যে একটি টপসিক্রেট ডকুমেন্ট তা বুঝল গারল্যান্ড ছাপ দেখেই। দুটি পাতলা কাগজ ও বের করল খাম ছিঁড়ে ভিতর থেকে। পড়ল বার তিনেক। কাগজগুলোতে আমেরিককার প্রেসিডেন্টের সই রয়েছে বলে ও লক্ষ্য করল। ওর খুবই চেনা এই সই। টাইপ করে লেখা কাগজগুলির উপর।

ফ্রম দি জয়েন্ট চিফস অফ স্টা, টপস ওনলি। তার নিচে লেখা;

ফর সেস্টেট।

ফর অল অ্যাম্বাসাডারস

ফর সি, আই, এ ডিভিশনাল হেড ওনলি (কপি ২২)

সাংঘাতিক ঘটনা, এটা রাশিয়ানদের হাতে পড়ুক সেটাই কি উদ্দেশ্য? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো লাগতে পারে এর থেকে। সুতরাং অর্থ কি এটার!

গারল্যান্ড কর্মরত এজেন্ট নয় এখন। ও ভোলেনি তবু ওর প্রশিক্ষণ। রীতিমতো ওয়াকিবহাল। ও রাজনীতির বিষয়ে। গারল্যান্ড সে বিষয়ে নিশ্চিত সে লৌহ যবনিকার ওপারে এই সর্বনাশা, ডকুমেন্ট চলে আসবে তা.জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কখনো চাইবে না। ডোরীই হয়তো তবে ভুল করেছে। ডোরী কি তার মানে ডবল এজেন্ট হয়ে গেছে? প্যারিসের বাইরে ওকে দিয়ে কাগজটা পাঠাতে চেয়েছে ও কি গ্যারল্যান্ডের অজান্তে?

গারল্যান্ড ভেবে বলল, হতে পারে না তা; ডবল এজেন্ট তবে হয়তো ব্রুকম্যান, তাও হতে পারেনা। ব্রকম্যানের যে সন্দেহ হবে এতো ফটোকপিনয়। আসল জিনিষ এটি। খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে সেটি খোয়া গেছে। কোথাও চালে ভুল করেছে হয়তো ডোরী। পরোয়া করবো কেন আমি। নিজেকেই জিগ্যেস করল গারল্যান্ড। ল্যাজে খেলানো হয়েছে আমাকে শুধু বোকা বানিয়ে। সবই ভুয়ো ঐ কাঠের দেবদূত মূর্তি এবং ত্রিশ হাজার ডলার। বিগড়ে গেল ডোরীর কোন পরিকল্পনা। ব্যাপারটা কি তাহলে।

কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলে একবার ভাবল, আরো ভালে হয় এটি, সে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল, যদি ডোরীকে জব্দ করা যায় এই কাগজগুলির সহায়তায়। এবার ভোরীর পালা, অনেক জ্বালিয়েছে ডোরী।

ও ড্রেসিংটেবিলের মাঝের দেরাজটা নামাল কাগজগুলো খামে পুরে, সেঁটে রাখল খামটা, দেরাজের ফোকরের ওপরের দিকে। ঢোকাল আবার দেরাজটা। এতেই কাজ চলবে এখনকার মতো। তারপর নীচে নেমে ভাল করে লাঞ্চ খেল। তারপর হ্যারি মসের দেওয়া ঠিকানা খুঁজে বার করল প্রাগের রাস্তার একটি ম্যাপ কিনে। মালা রীডের ঠিকানা আসলে এটি। পথটা দেখে আসা যাক, এটাই সে ভাবল, ব্লকম্যান ওর পিছু নিয়েছে কিনা তা চলবার সময়ে ও দেখে নিল। না, কেউ পিছু নেয়নি।

দুশ্চিন্তার দরকার ছিল না ব্রুকম্যানের। ডোরীর সাংকেতিক তারটি পেল ও নিজের হোটেলে ফিরে গিয়ে। ওর মাথায় বাজ পড়ল, তারটি পড়ে ও যা বুঝল। ও পড়ল সংকেত উদ্ধার করে, ভীষণ জরুরী এখনি ফেরত চাই গারল্যান্ডের সুটকেসের কাগজ। টপসিক্রেট ওগুলো। যে কোনো রফা কর ওর সঙ্গে। ওকে খতম কর দরকার হলে। কাগজ ফেরত চাই, তা যেভাবেই পার, ডোরী।

ব্যাপার ব্রুকম্যান কিছুই বুঝল না। ও নিজেও অস্থির হয়ে উঠল কিন্তু তাগাদা পেয়ে। কাগজ ফিরে পেতে যাকগে কোনো অসুবিধা হবে না। ওর স্যুটকেশে যে কাগজগুলো লুকানো আছে তা গারল্যান্ড জানেই না। ও পুড়িয়ে ফেলল ডোরীর তারটা। ও গারল্যান্ডের হোটেলের দিকে রওনা হল একটি ৩২ ক্যালিবার অটোমেটিক এবং একটি

তিন ইঞ্চি সাইলেনসার নিয়ে। গারল্যান্ডকে খতম করতেই হবে, কোনোরফার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা ওর নেই। যা ধড়িবাজ লোক।

মিঃ গারল্যান্ড এখানে, উঠেছেন কি? ও গারল্যান্ডের হোটেলে পৌঁছে হেড পোর্টারকে জিজ্ঞেস করল। খাতা দেখে হেড পোর্টার বলল, ৩৪৭নম্বর ঘরে স্যার, কিন্তু মিঃ গারল্যান্ড বেরিয়ে গেছেন এখন। কোনো খবর রেখে যেতে চান আপনি?

ব্রুকম্যান বলল, আমি পরে ফোন করব, ঠিক আছে। লবিতে ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক। তারপর লিফটে উঠে তিনতলায় পৌঁছল হেড পোর্টারের নজর এড়িয়ে।

ও গারল্যান্ডের দরজার তালা খুলল ইস্পাতের পাতলা রড দিয়ে। চমৎকার ঘরটি সাজানো। ও অসন্তুষ্ট হল। ওর মনে পড়ল নিজের হোটেলের ছোট, নোংরা ঘরটির কথা ভেবে। ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল স্যুটকেশ খুলে। ও ঘরে কোনো তল্লাশি করল না। ওকে ঘর লন্ডভন্ড করতে হবে, কারণ হয় গারল্যান্ড খামটা সঙ্গে নিয়ে গেছেনয়তোবা কোথাও লুকিয়েছে। তাহলে রিপোর্ট গেলে সিকিউরিটি পুলিশের হাজির হওয়াটা ঢুকম্যান চায় না।

গারল্যান্ডের সঙ্গে রফাই করতে হবে তাহলে। গারল্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল কম্যান পিস্তলে সাইলেনসার লাগিয়ে। কাগজগুলো নিশ্চয় পড়েছে গারল্যান্ড। ও ডোরীকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে, যদিও টাকার জন্য কাগজগুলো হাত ছাড়া করে। তাতেই রাজি হতে হবে এবার ব্যাটা যা চায়। ও গারল্যান্ডকে খুন করবেকম্যান খামটা হাতে এসে গেলে। কম্যান প্রাগ ছেড়ে উধাও হবে একটি নিঃশব্দ গুলির পরে।

.

মালা রীডের বাড়িতে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে গারল্যান্ড। ও মালার দরজায় বেল টিপল ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলল একটু বাদেই। গারল্যান্ড বেজায় খুশি হল মালাকে দেখে। কারণ খাসা মেয়ে মালা। মালার পরনে আঁটো হয়ে বসে থাকা একটি নীল পোশাক, সে এটি দেখল চোখ বুলিয়ে।

গারল্যান্ড বলল, আপনি কি ইংরেজী বলতে পারবেন, মাপ করবেন।

ভ্লাস্ট এসেছেমালা ভেবেছিল। ও বুক ধড়াস করে উঠল লম্বা চওড়া চেহারার আমেরিককানটিকে দেখে। ও বলল, কি চাই, হ্যাঁ।

কাঠের দেবদুতের মূর্তিটি গারল্যান্ড ঘরের কোণে দেখতে পেল। এটুকু অন্তত সত্যি হ্যারি মসের কথাটা। ও বলল, এখানে কেউ থাকে হ্যারি মস বলে।

সে বলল বটে কিন্তু ভেবে পেল না যে মেয়েটি এত ভয় পেয়েছে কেন।

না।

মুশকিলে পড়ল, ও আমাকে ঠিকানা দিয়েছিল এটারই। ওর সঙ্গে দেখা করতে আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছিলাম। ও বলতে পারেন কোথায় গেছে, আমি পুরনো বন্ধু ওর।

মালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, না আমি জানি না কিছু।

কিছু না বলে নেমে এল গারল্যান্ড। যা আছে তো কাঠের মূর্তিটা। পথে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। খাসা মেয়ে এই মালা রীড। কিন্তু কেন পেয়েছে এত ভয়! মূর্তির মধ্যে আছে তো টাকাটা। জানে কি তা মেয়েটি। খুঁজে দেখতে হবে ও যখন থাকে না। আর কেউ থাকে কিনা ওর ফ্ল্যাটে দেখতে হবে। গারল্যান্ড জানে যে এই ত্রিশ হাজার ডলার পেতে হলে বেশ কিছু ধকল পেতে হবে।

যখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গারল্যান্ড তখন সে জানতেও পারল না যে, উল্টোদিকের বাড়ি থেকে স্মেরনফফের সাকরেদ ঝেরোভ ওর ছবি তুলে ফেলল। সবারই ছবি তোলা হচ্ছে এ বাড়িতে, যে ঢুকবে বেরোবে। ঝেরোভের সহকর্মী নিকলিক চলে গেল ল্যাবরেটরিতে ছবিসুদ্ধ ফিল্ম রোলটি নিয়ে।

গারল্যান্ডের চোখে পড়ল হোটেলের দিকে ফেরার সময় পথ চলতে চলতে মালা রীডের ছবি শুদ্ধু পোস্টার অ্যালহামব্রাক্লাবের দেওয়ালে সাঁটা। কোথায় কাজ করে মালারীড, যাক সেটা জানা গেল। ওই ক্লাবে রাতে একবার টু মারবে বলে ও ঠিক করল। ও হোটেলে ফিরে এল এইসব কথা ভাবতে ভাবতে। ঘরের চাবি দিতে দিতে হোটেলের হল পোর্টার ওকে বলল, আপনার খোঁজ করছিলেন এক ভদ্রলোক।

তাই নাকি কেমন দেখতে মনে আছে? কে হতে পারে।

চেহারা খুব লম্বা এবং ভারিসারি, কোনো দুর্ঘটনা হয়েছিল বোধহয় ডান কানে।

গারল্যান্ড হাসল, ব্রুকম্যান! আবার ব্রুকম্যান, খেলা শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই তৈরী থাকতে হবে।

ব্রুকম্যান বসে আছে সে দেখল ঘরে ঢুকে। বলল গারল্যান্ড, কি খবর, ভালো তো সব বউ বাচ্চা।

কথা আছে, নচ্ছার চুপ করে বসো গারল্যান্ড হাসল, সেইমত কথাবার্তা বল অস্কার। তুমি বড় হয়েছ। তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এই ধুমসো শরীর নিয়ে অত মেজাজে কথা বলা। তোমাকে দেখলে যেন মনে হয় পোয়াতী গাই। যা ওজন বেড়েছে তোমার। হবেই তো অতো মদ গিললে। ও ব্রায়েন তোমার বন্ধু কোথায় সে। মনে আছে তো সেবার তুমি যখন মস্তানি করেছিলে তার আমি কি হাল করেছিলাম।

ব্রুকম্যান বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বার করল, বোসো হতভাগা।

গারল্যান্ড হাসল, ফিল্মে নেমে পড় অস্কার। আমায় গুলি কর এস ও প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল ব্রুকম্যানের পিস্তলের নলে। বলল, গুলি কর ব্রুকম্যানের কব্জিতে প্রচণ্ড ঘা মারল হাতের তালুর পাশ দিয়ে। সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল ব্রুকম্যানের ডান হাত এবং পিস্তল ছিটকে দূরে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে গেল ব্রুকম্যান গাল দিয়ে। কিন্তু ওকে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে গারল্যান্ড বলল, অস্কার আস্তে আস্তে, তুমি আমাকে এখনি খুন করতে পার না। মনে নেই আমাদের কথা আছে।

চোখ দুটি রাগে জ্বলছে ব্রুকম্যানের। ডান হাত দলতে লাগল অন্য হাত দিয়ে। খাটে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে জিগ্যেস করল গারল্যান্ড কি ব্যাপার অস্কার বল।

টেবিলের উপর রাখল ব্রুকম্যান পিস্তলটি কুড়িয়ে এনে। তারপর বলল, আমি চাই তোমার টপসিক্রেটের চিঠিটা।

গারল্যান্ড হেসে বলল, সেটা কি তুমি একলাই চাও, মিঃ জনসন মিঃ কোসিগিন, প্রিয় বন্ধু ডোরী সকলেই চান চিঠিটা।

কাগজগুলো দিয়ে দাও গারল্যান্ড, বাজে কথা রেখে দিয়ে।

কথা বাজে, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক ব্যাপারটা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে প্যারিসে তুমিই প্রথম খামটা ঢোকালে। ডোরীর হুকুমে করেছ নিশ্চয়। তোমার অত বুদ্ধি নেই। যদিও আমি একবার ভেবেছিলাম যে তুমি ডবল এজেন্ট হয়ে গেছ।

আমি ডবল এজেন্ট, কি বলছ তুমি?

ফেটে যাবে তুমি যদি অত খেপে যাও। তুমি ডবল এজেন্টনও, বুঝলাম সেটা। একাগজগুলো কিন্তু মারাত্মক। তোমায় খামটা দিয়ে তাহলে ডোরী ভুল করেছে। ঠিক বলছি।

ওগুলো দিয়ে দাও, আমি বলতে চাইনা কোনো কথা, গারল্যান্ড, জোচ্চোর তুমি একটা। তুমি। এত নীচ নিশ্চয় নও যে এই কাগজের জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে সেটা তুমি চাইবে।

অস্কার আমায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখিও না। এ খেলা শুরু করেছে ডোরী। ও ভাবেনি আমার বিপদের কথা। ও গুলি ছুঁড়তে চেয়েছিল আমার কাঁধে বন্দুক রেখে। আমি ঘোড়াই কেয়ার করি ওর কি হয় তাতে। অস্কার কি মতলব ছিল ওর। পার পাবে না তুমি মিছে কথা বললে। ঘাস খাই কি আমি। আমি জানি মালা রীডের কথা। সব খুলে বল তুমি যদি.কাগজ ফেরত চাও।

পিস্তলের দিকে চাইল ব্রুকম্যান। ওকে বুঝিয়েছেগারল্যান্ড যে যদি কেউ ওকে খুন করে তাহলে ডোরী পাবেনা কিন্তু কোসিগিন কাগজটা পাবে। টপসিক্রেট এই কাগজটি। যে কোনো রফা করে কাগজটি ফেরত নিয়ে যেতে হবে একথা ডোরী বলেছে ব্রুকম্যানকে। ও নিরুপায় হয়ে বলল, কি ভাবে ল্যাটিমারকে গে ঢোকাবার ব্যবস্থা করা হয় গারল্যান্ডকে সামনে রেখে ধোঁকা দিয়ে।

গারল্যান্ড সব শুনে চোখ খুলে হেসে বলল, ওই মূর্তির ভেতর টাকাটা আছে তবে তুমি টাকাটা আনবেআজ মালারীডের বাড়ি থেকে। আমাদের দেখা হবে এয়ারপোর্টে আমিনজর রাখবা তুমি কাগজ পাবে, আমি টাকা নেব। আমার ভালবাসা দিও ডোরীকে। এ খবর পুলিশকে দিতে যেও না যে আমার কাছে ত্রিশ হাজার ডলার থাকছে। সব ফাঁস করে দেব তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, কাগজে কি লেখা থাকছে।

আমি ভাবতে পারি না যে কোনো ভদ্র আমেরিককান এরকম হতে পারে। তুমি ভাবতে পার টাকা ছাড়া কিছু।

আহা, এমন মন্দ কি টাকা, আমি নজর রাখব, আজ রাত সাড়ে দশটায়।

.

স্মেরনফ দিল মালিকের হাতে একটি ছবি এবং দিয়ে বলল এই ফোটো তোমার ভালো লাগবে। কারণ খেলা জমেছে।

মালিকের মুখ বদলাল না এই ছবি দেখে কিন্তু রাগে কালো হয়ে গেল সবুজ চোখ। ও আস্তে বলল গারল্যান্ড।

এটাই বরাত জোর যে কেরনভকৈ বলেছিলাম ও বাড়ি থেকে যেই বেরোক তারই ছবি তুলবে। জালে পড়ে গেল মাছ।

ওই ওয়ারদিংটনের বদলী এজেন্ট হতে পারে গারল্যান্ড। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এ গারল্যান্ড, কারণ আমি জানতাম যে ওদের কুনজরে পড়েছে গারল্যান্ড। তুমি ভাবতে পার যেবদলী এজেন্টর কাজ করছে গারল্যান্ড। আছে নিশ্চয় এতে কোনো গড়বড়। কোনো কারণই নেই। গারল্যান্ডের এই প্রাগে পড়ে থাকার। কাজ করতে হবে, চাকরী করতে হবে এখানে একটা বদলী এজেন্টের। কখনো কাজ করে না গারল্যান্ড।

ডোরী ধোঁকা দিচ্ছে তো গারল্যান্ডকে দেখিয়ে। ডোরী এটাই চায় যাতে আমরা বুঝি, বদলী এজেন্ট হচ্ছে গারল্যান্ড। কোনো খবর আছে আর?

কারেল ভ্লাস্টের বাড়ি যায় আজ সকালে রীড মেয়েটি। বাড়ি ছিল না ভ্লাস্ট। ভ্লাস্ট পাসপোর্ট জাল করে এবং এটাই ছিল সুকের সন্দেহ, কিন্তু এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ওর কাছেই গিয়েছিল মেয়েটা। চেষ্টা করছে হয়তো ভাগবার। গ্রেপ্তার করেনি কেন সুক ভ্লাস্টকে। কি প্রমাণ আবার এর। জেরা কর, গ্রেপ্তার কর লাকটাকে, তন্নাশি কর বাড়ি। প্রমাণ পাবেই পাসপোর্ট জাল করলে।

গারল্যান্ড।

গারল্যান্ড আলকর্নে থাকবে আমি যা জানি গারল্যান্ড সম্বন্ধে। অসম্ভব বিলাসী ও। আর কিছু করনা এখন ওকে আপাততনজরে রাখলেও হবে। হদিশ মিলতে পারে ওকে দিয়ে ওয়ারদিংটনের। ও যেন টের না পায় যে তুমি নজর রাখছ সুতরাং এই বিষয়ে সাবধান থেকো। শুধু নজরেই রাখ মেয়েটাকেও হদিশ দিতে পারে ও ওয়ারদিংটনের। মাইক্রোফোন লাগাও ওর ঘরে। কেরনভ যেন কাজ সারে আজ রাতেই। ওখানে আবার যাবে গারল্যান্ড। আমার চাই ওদের কথাবার্তার টেপ।

সময় নিয়ে বেরিয়ে গেল স্মেরনফ। আবার দেখল ফোটোটা মালিক। ও গারল্যান্ডকে হুঁশিয়ার করেছিল শেষ সংঘর্ষের সময়। সেইটাই হবে শেষ সাক্ষাৎ যদি আবার দেখা হয়। ও ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল হিংস্র বর্বরতায়।

.

গারল্যান্ডকে নিয়ে গত একঘণ্টা ধরে কথা বলছে মালা আর ওয়ারদিংটন। –কে লোকটি, কে হ্যারি মস্। ডোরীর এজেন্ট কি লোকটি? ও কি খুঁজছে ওয়ারদিংটনকে?

বেজায় ঘাবড়ে গেছেওয়ারদিংটন। ও বলল, বোঝা যাচ্ছেনা কিছুই চলা সম্ভবনয় আর এভাবে। ভ্লাস্টের কাছে যাবে না একবার তুমি।

যাচ্ছি ঠিক আছে।

কারেল ভ্লাস্ট ঘরে বসে নিজের জখমের কথা ভাবছিল, মালা যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। হাত সারতে যে এখন ঢের দেরী এটাও বুঝেছে ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে। ও জানলা দিয়ে দেখল হঠাৎ, ওর বাড়ির সামনে দাঁড়াল একটি কালো ট্রাক গাড়ি। ওর ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকল গাড়ি থেকে নেমে চারটি লোক। বুক ধড়াস করে উঠল ভ্লাস্টের। এরা যে সিকিউরিটি পুলিশের লোক তা ওদের দেখেই বুঝল। তা ও জানতও যে একদিন ওরা আসবে। ও তৈরী হয়ে আছে দুবছর ধরে। ও দরজার হাতলের নীচে পেরেক মেরে সেটে দিল খাবারের টেবিলের উপরের তক্তাটি। কিছুটা দেরী হবে হয়তো ওদের দরজা ভাঙতে। পনেরো মিনিট লাগবে হয়তো। প্রমাণপত্রগুলি নষ্ট করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে যাতে না ফাসে ওর বন্ধুরা। ফায়ার প্লেসে ফেলল ন্যাকড়ায় পেট্রল ঢেলে।

এরপর ফায়ার প্লেসে অন্যদের ছবি, পাসপোর্ট আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সব কিছু ফেলে দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল ফায়ার প্লেসের পেট্রোল ভেজা ন্যাকড়ায়। দরজা ভাঙছে ওরা কারণ ঘা পড়ছে দরজায়। ধীরস্থির রয়েছে ভ্লাস্ট। ও চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল পকেট থেকে ছোট ক্যাপসুল বের করে। ওর দিকে ভয়াল ভীষণ মুখে স্মেরনফ দরজা ভেঙে তেড়ে এল। ব্লাস্ট বিষের ক্যাপসুলে কামড় বসাল মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে।

.

ওয়ারদিংটন শুনতে পেল সিঁড়িতে মালার পায়ের আওয়াজ। ওয়ারদিংটন ভয় পেয়ে গেল মালা ঘরে ঢুকতেই, মালার ফ্যাকাশে মুখ দেখে। ঠাণ্ডা বরফ জল যেন বইতে লাগল ওর শিরদাঁড়া, বেয়ে।

কি হয়েছে।

দাঁড়াতে পারছে না আর মালা। ও অবসন্ন শরীরে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল মারা গেছে ব্লাস্ট, ওরা ওর মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিল আমি যখন গেলাম।

ভুল দেখেছ নিশ্চয়।

ওখানে হাজির হয়েছিল সিকিউরিটি পুলিশ, ওরমুখ স্পষ্ট দেখেছি অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময়।

নিজের মুখ দুহাতে ঢেকে বসে পড়ল ওয়ারদিংটন। সমস্ত পরিকল্পনা প্রাগ ছেড়ে পালাবার ভেস্তে গেল ব্লাস্টের মৃত্যুর ফলে। মালার মনে জোর ফিরে এল ওর অবস্থার জন্য।

ও বলল, আমরা এখনো পালাতে পারি কারণ টাকাগুলো তো আছে।

এসব কথা যে নিরর্থক সেটা জানে ওয়ারদিংটন। পালাবার কোনো পথ নেই জাল পাসপোর্ট ছাড়া। মালাকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ওর, মালার নিরাপত্তার জন্যই। ওর

নিজের কোনো উপায় নেই, এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া। কিন্তু সাহস কি আছে ওর আত্মহত্যা করার।

ঘরে পায়চারি করতে লাগল মালা উত্তেজিত হয়ে। হঠাৎ থেমেবলল তারপর, আমাকে একজন সাহায্য করতে পারে, আমার মনে পড়েছেতারনাম ইয়ানব্রন। আমার বাবার বন্ধু ওর বাবা। দুজনের একই সঙ্গে প্রাণদণ্ড হয়। ওর খামার বাড়ি প্রাগ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। আমাদের পাসপোর্ট যে জোগাড় করে দেবে ইয়ান তাকে জানতেও পারা যায়।

তুমি নিশ্চিত জান যে তাকে বিশ্বাস করতে পার।

ওর বাবা আমার বাবার সঙ্গেই মরেছে বললাম না? বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়। ও সবজী বেচতে প্রাগে আসে ফি হপ্তায়। কাল হাটবারে ও আসবে। কাল আমি গিয়ে দেখা করব।

মালা না, বরং আমি ছেড়ে যাই তোমায়। জড়িয়ে পড়বে তুমি।

চুপ কর, সাহায্য করতে চেয়েছিলে আমায় তুমি না। পালা আমার এখন, খাবার ব্যবস্থা করি গে আমি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মালা যে আর ভয় পাচ্ছে না সেটা দেখল ওয়ারদিংটন। এই অবস্থার রাশ হাতে তুলে নিয়েছে কেমন করে যেন। নতুন আশার সঞ্চার হল ওর মনে।

ব্রুকম্যান ডোরীকে টেলিফোনে জানাল গারলান্ডের কথাবার্তার কথা। সাংকেতিক ভাষায় হল কথাবার্তা। ব্যবসার কথা হচ্ছে ভাববে অন্য লোক শুনলে। ডোরী বলল, তোমাকে তো দেওয়া হয়েছে যা ভালো বলে মনে হয় সেটা করবার। বলেছি তো তোমাকে সেই কথাই।

মালা রীডের ফ্ল্যাটে পৌঁছল ব্রুকম্যান রাত সাড়ে দশটার একটু আগে। কাউকে দেখতে পেল না বাড়ির চারপাশে। কাছাকাছি অন্ধকারে গারল্যান্ড কোথাও যে লুকিয়ে আছে এটা ও নিশ্চিত জানে। ও সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে লাগল চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে।

কেরনভ ও সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে সেই মুহূর্তেই। মালারীডের ফ্ল্যাটে মাইক্রোফোন বসাতে এসেছেও স্মেরনফফের কুমমতো। ও রেলিং দিয়ে বুকে পড়ল ব্রুকম্যানের পায়ের আওয়াজ শুনে এবং দেখল, উপরে উঠছে একটি বলিষ্ঠ লোকের আবছা চেহারা, কেরনভ নিঃশব্দে দৌড়ে উপরে উঠে গেল পায়ের জুতো খুলে ফেলে দিয়ে। ওয়ারদিংটন ঘরের আলো নিভিয়ে বারান্দায় গিয়ে লুকোল ব্রুকম্যানের পায়ের আওয়াজ শুনে। বেল টিপল মালার দরজায় কম্যান। ওকে দেখছে কেরনভ তার উপরতলার সিঁড়ির রেলিং এর ফাঁক দিয়ে।

ইস্পাতের রড দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে ব্রুকম্যান আলো জ্বালল। প্যাকেটটি বার করল ও তাড়াতাড়ি কাঠের দেবদূত মূর্তির মাথাটি তুলে নিয়ে। সবই দেখতে পাচ্ছে ওয়ারদিংটন। ব্রুকম্যান দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল। সব দেখতে পাচ্ছে বলে ওয়ারদিং টন এটাও দেখতে পেল যে ছোটো টর্চের আলোয় ও নামতে লাগল সিঁড়ি দেখতে দেখতে।

কেরনভ পিস্তল হাতে নেমে এল দ্রুত গতিতে ওকে প্যাকেট হাতে নামতে দেখে। কি আছে প্যাকেটে? কেরনভ টাইম সুইচ টিপে দিল যখন প্রায় নিচতলায় পৌঁচেছে ব্রুকম্যান। সমস্ত সিঁড়ির আলো জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ব্রুকম্যান ঘুরে দাঁড়াল বিদ্যুৎ গতিতে। কেরনভের দিকে তাকিয়ে গুলি করল ও টর্চ ফেলে দিয়ে। গুলি লেগেছে কেরনভের হাতে, জামার হাতা ছিঁড়ে গিয়ে। ব্রুকম্যানকে ও করল কিন্তু পরপর তিনটি গুলি। আরো সঠিক ওর লক্ষ্য।

ব্রুকম্যান সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে গেল। সিঁড়ির আলো নিভে গেল হঠাৎ। তাড়া করে নেমে এল কেরনভ। উপর পানে লক্ষ্য করল ব্রুকম্যান আবার। বসে পড়েছিল কেরনভ। গুলি বেরিয়ে গেল ওর মুখের পাশ দিয়ে। ওর ফুসফুস যে ফুটো হয়ে গেছে সেটা কম্যান বুঝল। ও খতম এবার ও সিঁড়ির পরে হোটেলের লবি পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছল প্যাকেটটা চেপে ধরে রক্ত থু থু করে ফেলতে ফেলতে। ব্রুকম্যানের পিঠে গুলি করল অন্ধকারে নিশানা করে ঝেরন। আর পারল না ব্রুকম্যান। মাটিতে পড়ে গেল ও ছিটকে। রাস্তার নর্দমায় পড়ল প্যাকেটটা। উল্টোদিকের বাড়ি থেকে ছুটে এল নিকালক গুলির আওয়াজে। গারল্যান্ড সবই দেখল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। নর্দমায় প্যাকেট পড়ল, ব্রুকম্যান পড়ল সবকিছুই। পুলিশ ভ্যানের সাইরেন শোনা গেল দূরে। সর্বনাশ এখন। প্যাকেটটা তুলতে গেলেই। হোটেলে ফিরে গেল ও ছায়ায় ছায়ায় দৌড়ে।

টাকা তো চুলোয় গেল ও ভাবল হোটেলে পৌঁছে। এখন শ্রেয় প্রাগ ছেড়ে পালানোই। কিন্তু কি হবে সেই গোপন দলিলের। ডোরীকে তো আর কোনোদিন এগুলো পৌঁছতে পারবে না ব্রুকম্যান। ডোরী চুলোয় যাক ও একবার ভাবল। এ দলিল রাশিয়ানদের

হাতে ও প্রাণ থাকতে যে পড়তে দিতে পারবেনা ও সেটাও বুঝল। মালিক আছে যেহেতু সেহেতু পালাবার সময় নিশ্চয় তল্লাশী করবে ওরা। ডোরীর এক এজেন্ট তো এই মালা রীড। মালার কাজ এখন এটা ডোরীকে পৌঁছে দেওয়া।

ও আলহামব্রা ক্লাবে চলে গেল ট্যাক্সি নিয়ে। সেখানে জায়গা নেই তিলধারণের। টেবিলে জায়গা পেল ও এক ওয়েটারকে ঘুষ দিয়ে। বুথে অবস্থিত রয়েছে টেবিলটি। ও মালারীকে লিখে পাঠাল ওয়েটারের হাত দিয়ে, আপনার দেবদূত মূর্তিটা আমি কিনতে চাই, এখানে আসবেন একবার।

মালা রীড বুথে ঢুকল দশ মিনিট বাদে। ও পালাতে যাচ্ছিল গারল্যান্ডকে দেখে। গারল্যান্ড ওকে আশ্বস্ত করল বহু কষ্টে। ও শরীরে আঙুল বুলিয়ে গেল, টাই ছুঁইয়ে। ও যে ডোরীর এজেন্ট সেটা মালা বুঝল। ডোরীর এজেন্টরা সাংকেতিক অঙ্গভঙ্গিকরে যদিও ওরা কেউ পরস্পরকে চেনে না। ও সব কথাই বলল মালাকে। বলল, মালাকেই পাচার করতে হবে এই টপ সিক্রেট কাগজগুলি। কেননা ও হচ্ছে ডোরীর অন্যতম এজেন্ট প্রাগে। একেবারে নারাজ এতে মালা।

গারল্যান্ড বলল, তোমায় করতেই হবে একাজ। কোনো পথ নেই তোমার ফিরবার। ডোরীর এজেন্ট তুমি। জলে গেছেটাকা বাঁচাতেই হবেডকুমেন্ট। ডোরীর হাতে এটা তোমাকে পৌঁছতেই হবে। পারব না আমি। ভালোমতো চেনে আমাকে মালিক। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।

না না, ও লোকটা পায়নি টাকা। আমাদের কাছে আছে টাকা।

তুমি আর কে। আমাদের মানে কি বলতে চাইছ তুমি।

এতো লোকটা অন্যরকম ওয়ারদিংটনের চেয়ে। মালার কেমন যেন বিশ্বাস এসে গেল ওর উপর। এই পারবে ওকে সাহায্য করতে, যদি কেউ পারে, এই বলে ওর মনে হল। ও বলল ওয়ারদিংটনের কথা।

গারল্যান্ড এই কথা শুনে অদ্ভুত বনে গেল।

টোকা পড়ল বুথের দরজায়। কাঠ হয়ে গেল ভয়ে দুজনেই। ওয়ারদিংটনহাতে ব্রিফকেশ এবং চোখে চশমা নিয়ে ঢুকল।

.

০৫.

মালিক দেখল শুধুই বাজে খবরের কাগজ ব্রকম্যানের দেওয়া প্যাকেটটা খুলোও জ্বলন্ত চোখে কেরনভের দিকে তাকাল এই প্যাকেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। হাতে ব্যান্ডেজ কেরনভের।

তীক্ষ্ণ গলায় বলল মালিক, একটা লোকেকে মারলে তুমি এইগুলোর জন্য। মালিক যে কী প্রচণ্ড রেগেছে তাবুঝল একটি মাত্র লোক, স্মেরনফ। কিছুনাবলেহঠাৎসুকবলে উঠল, ওকরেছে যা ভালো বুঝেছে।

অগ্নিদৃষ্টি হানল মালিক ওর দিকে।

কথা বলছি না আমি তোমার সঙ্গে। ও কেরনভকে আবার বলল, একটা লোককে খুন করলে এইগুলোর জন্য।

কেরনভ বলল আমার অন্য উপায় ছিল না, কারণ ও আমায় গুলি করে।

মালিক বলল, একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা এই ব্যাপারটা। ডোরীর এক এজেন্ট এই লোকটা। এর তদন্ত করবে আমেরিককান রাষ্ট্রদূত। বড় বড় হেডলাইন এ নিয়ে লিখবে ক্যাপিটালিস্ট প্রেস। এই সবই হবে তোমার জন্য। সিঁড়ির আলো জ্বালতে গেলে কেন গাধার মত। নষ্ট হয়ে গেল গোটা অপারেশনটা। ঘর থেকে বের করে দিল কেরনভকে মালিক।

মালিক সুককে বলল, কোনো কাজের নয় লোকটি। বুঝেছ শাস্তি হওয়া চাই ওর। কোথায় গারল্যান্ড।

বলল পারি না গারল্যান্ড কোথায়। ওকে রাখা হয়েছে নজরে, কি সম্পর্ক ওর এর সঙ্গেকে জানে।

ও কোথায় খুঁজে বের কর। জানতে চাই আমি সুক তাড়াতাড়ি, বেরিয়ে গেল এই কথা বলেই। চুপচাপ স্মেরনফ। মালিক বলল, কারবারটা কি! ভ্লাস্ট আত্মহত্যা করল তোমার জন্য। ডোরীর এক সেরা এজেন্টকে খুন করল ওই গাধাটা। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে তো রীড মেয়েটি। গারল্যান্ড তারপর।

কি করণীয় এখন আমাদের।

ধরতেই হবে গারল্যান্ডকে আর মেয়েটিকে। কোনো গোপন মেসেজ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে খবরের কাগজগুলোতে।

আবার ফিরে এল সুক। ফ্যাকাশে মুখে বলল, উধাও গারল্যান্ড, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে ও। যদিও তিনটে লোক আমি লাগিয়েছিলাম ওর পেছনে।

মালিক বলল, কমরেড সুক। এটা রিপোর্ট করা হবে। এ তোমার দায়িত্ব যেন গারল্যান্ড দেশ ছেড়ে না পালায়। স্মেরনফকেবলল, গ্রেপ্তার কর মেয়েটাকে, ওয়ারদিংটন যে কোথায় আছে সেটা বলতে পারবে ওই, ফ্ল্যাটে তন্নশ কর মেয়েটার।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মালিক ও স্মেরনফ। সুক কপাল মুছল এবং এরপর ফ্রন্টিয়ার পোস্ট, এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশনের গার্ডদের নির্দেশ দিতে লাগল টেলিফোনে, আটকাতেইহবে লোকটাকে, যেন ভুল কোনো না হয়।

.

গারল্যান্ডকে সব কথাই বলেছিল ওয়ারদিংটন। এবার পুলিশ আসবে, ও বোঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনেই। ওর আর এখানে থাকা চলবে না। কিছু জামাকাপড় নিয়ে চলে এসেছে তাই ওর নিজের এবংমালার। ও একটু ইতস্ততঃ করছিল গারল্যান্ড টাকার কথা জিগ্যেস করাতে। মালা বলল, গারল্যান্ড জানে টাকার কথা। তখন ও বলল, ওর ব্যাগে আছে টাকাটা। গারল্যান্ড বলল, পালাতে হবে এখন। কিন্তু যাব কোথায় এখন?

মালা বলল, ইয়ান ব্রনের কাছে যাওয়া যায় একটা গাড়ি পেলেই।

যোগাড় করব, গাড়ীর জন্য কোনো ভাবনা করো না, সেখানেই যাওয়া যাক, চল। পথ আছে। একটি বেরোবার পিছন দিয়ে, গারল্যান্ড বলল।

মালা–আছে, এই বলে ইতস্ততঃ করল।

গারল্যাস্ত বলল, সময় নেই শীগগির চল।

ওয়ারদিংটন বুঝল ঠিকই বলেছে গারল্যান্ড। ওদের দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে এল গারল্যান্ড। গাড়িতেই লাগানো আছে ইগনিশান চাবি, ও একটা মার্সিডিস গাড়ি পেয়ে গেল এমন একটা গাড়ি খুঁজতে খুঁজতে। গাড়িতে উঠল ওরা গাড়ির দরজা খুলে। ওয়ারদিংটন পেছনে এবং মালা সামনে বসল। দুটি পুলিশের গাড়ি ক্লাবে এসে ঢুকল, ওদের গাড়ি যখন বড় রাস্তায় পড়েছে।

গারল্যান্ড বলল বেরিয়ে পড়া গেছে খুব সময় মতো। একই গতিবেগে মালার নির্দেশ মতো গাড়ি চলতে লাগল। মালাকে আশ্চর্য রূপে আশ্বাস দিল ওর মুখের প্রশান্তি, চোখের বিদ্রূপ আর আলগা হাসি। ওয়ারদিংটন হঠাৎ বলল হিয়াভকুভ ব্রিজ পেরোবার সময়, ওরা তো গাড়ির খোঁজ করবেই, কি করে পালাব।

গারল্যান্ড বলল, সুস্থির হও, এখনো আশি মিনিট বাকি ক্লাবের শো শেষ হতে। পুলিশকে খবর দিচ্ছে না সে শো ভাঙা না অবধি যে টুরিস্টের গাড়ি এটা। ভেবে দেখ ওর ভাষা

পুলিশকে বোঝালে কি বিপদে পড়বে। দুঘণ্টার মতো হাতে পাচ্ছি অন্তত আমরা। আবার জিগ্যেস করল মালাকে ও ইয়ান ব্রনের কথা। ওর ক্রমেই পছন্দ হচ্ছে মালাকে। খাসা মেয়ে। কথা শুনে মনে হল মালার, ওদের সাহায্যে এলেও আসতে পারে ইয়ান ব্রন নামে লোকটি।

ও ওয়ারদিংটনকে বলল তারপর, বিরক্তি ধরে গিয়েছিল তো ওর ভোরীর কাজ করে করে। আমিই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, তোমার কি দোষ দেব। গারল্যান্ডের কথায় যেন একটু। সহানুভূতির আঁচ পেল ওয়ারদিংটন। ও বলল, তখন ভয় পেয়ে গেলাম যখন শুনলাম মালিক প্রাগে এসেছে।

তুমি ঠিক জান যে মালিক প্রাগে এসেছে?

হন্যে হয়ে ফিরছে হয়তো আমার জন্য।

বহুদিনের বন্ধু আমি এবং মালিক। আমাদের দোভি তেমনি সাপে নেউলে যেমন দোস্তি হয়।

গাড়ির গতি বাড়াল গারল্যান্ড। মরনাস্তিক বিপদে পড়েছে ওরা তিনজন। স্মেরনফ সেখানে মালিক যেখানে। সোভিয়েতের অন্যতম সেরা মানুষ শিকারী হচ্ছে এই স্মেরনফ। ওয়ারদিংটন এবং মালা আরো ঘাবড়ে গেল।

গারল্যান্ড বলল, ব্রনের কথা বল। আমি জানি মালিককে। ও খোঁজ নেবে তোমাদের প্রত্যেকের চেনাজানার।

এক বছর দেখা হয়নি ইয়ানের সঙ্গে। ওর নাম কোনোদিন করিনি আমার কোনো বন্ধুর কাছে। ও আমায় সাহায্য করবে এটা আমি জানি। ওর বাবাকে সাহায্য করেছিল আমার বাবা। অনেক দুরে খুব নির্জন জায়গায় ওর বাড়ি। বিশ্বাস করা চলে ওর বউ ব্লাঙ্কাকেও। মেয়েটি চমৎকার। দুটো বড় গোলাবাড়ি আছে বাড়িতে।

আমাদের নিতেই হবে এ ঝক্কি। দেখিনা এর জন্য আর কোনো উপায়। গাড়িটা দরকার হবেই তাড়াতাড়ি ভাগবার জন্য। লুকিয়ে রাখব না হয় একটি গোলাবাড়িতে গাড়িটা।

যত শুনছিল তত ভয় পাচ্ছিল ওয়ারদিংটন এবং গারল্যান্ডের উপর ততই বিদ্বেষ হচ্ছিল। ঝামেলা বাধাতে পারে ওয়ারদিংটন সেটা গারল্যান্ড বুঝেছিল। পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হতে পারে কারণ লোকটা মালাকে ভালবাসে। ও গোটা পরিকল্পনার কথাই বলল ওয়ারদিংটনকে হ্যারি মস থেকে শুরু করে ডোরী পর্যন্ত।

ডোরী বড্ড বেশী চালাকী করে ফেলেছে শেষে বলল ও। আমার ঘাড়ে ভুল কর এই টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট চাপিয়ে দিয়ে ভুলের মাশুল দিচ্ছে নিজেই এই জালে জড়িয়ে পড়ে। আমাকে বাঁচাতেই হবে ঐ বুড়োটাকে যা করে থোক। যদিও বুড়োটা আমাকে কম ভোগায়নি তবুও আমার কেমন যে মায়া পড়ে গেছে ঐ বুড়ো ছাগলটার উপর। দেওয়া যাবে না এখানকার রাষ্ট্রদূতকে কাগজগুলো। ওগুলো নির্ঘাত ও পড়ে ফেলবে। ওগুলো ডোরীর নিজস্ব কপি বলে জেনে যাবে। এল কি করে ওগুলো প্রাগে সেটা জানতে হবে। আমাকে ওগুলো ওর হাতে পৌঁছতে হবে যদি আমি ডোরীর প্রাণ বাঁচাতে চাই।

ওয়ারদিংটন বলল, তোমার কাছেই কি আছে এই কাগজগুলো?

হা। আমার ওগুলো ব্রুকম্যানকে দেবার কথা ছিল টাকার বদলে। এখন এগুলো আমারই হেফাজতে যেহেতু ব্রুকম্যান খতম।

আগে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাক একটা কথা যে আমার এবং মালার ওই টাকাটি। তুমি পাচ্ছ না ওই টাকা কারণ আমাদের পালাতে কাজে লাগবে ওই টাকা।

শুনি, তোমরা পালাবে কেমন করে?

আমি বুঝব যে কি করে পালাতে হয়।

ওয়ারদিংটনের হাতে পিস্তল, গারল্যান্ড গাড়ির গতি কমিয়ে পিছন ফিরে দেখল। ওর চোখ দুটি বন্য পশুর মত জ্বলছে এবং মুখটি ফ্যাকাশে ওর। ওয়ারদিংটন বলল, আমরা তোমাকে চাই, আমাকে দাও কাগজটা। গাড়ির গতিবেগ হঠাৎ বাড়িয়ে দিল গারল্যান্ড কোন কথা না বলে।

মালা বলে উঠল ধমক দিয়ে, কি পাগলামি করছ অ্যালেক। চুপ কর।

মালা ওকে কি অপদার্থই না ভারে তা ও ওয়ারদিংটনের গলার স্বর শুনেই বুঝল। চুপ করে গেল ও। সংকীর্ণ নির্জন পথ ধরে গাড়ি ছুটে চলল। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল দূরের পাহাড় এবং পথের দু পাশের কন। ওরা থামল একটু পরে ব্রনের খামারবাড়ির কাছে এসে।

মালাকে বলল গারল্যান্ড, ওরা তোমার বন্ধু, ওরা আমাদের থাকতে দেবে কিনা আগে গিয়ে দেখে এস। অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে নইলে।

ওয়ারদিংটন বলল, কেন ওকে হুকুম করছ, কি ভেবেছ তুমি নিজেকে।

এবার চটে গেল গারল্যান্ড। পিস্তল দেখা গেল মুহূর্তের মধ্যে ওর হাতে। গারল্যান্ড ওর পিস্তল ছিনিয়ে নিল ওয়ারদিংটন কিছু বোঝবার আগেই। ও পিস্তলটি ওয়ারদিংটনের হাতে ফিরিয়ে দিল পিস্তল থেকে বুলেটগুলি বের করে নিয়ে এবং বলল, এ অপারেশান এখন আমার হাতে, তোমরা চুপচাপ থাক, বুঝলে তুমি কেবলমাত্র সঙ্গে আছ। চুপকরে গেল ওয়ারদিংটনকি বিড় বিড় করে বলে।

মালার অপেক্ষায় দুজনেই নীরবে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

.

সুক বেজায় খুশি মালা রীড মালিকের মত দায়িত্বশীল লোকের জাল থেকে পালানোতে। মালিককে দেখছিল ও চুপচাপ। মেলার ম্যাপ দেখছিল মালিক ভুরু কুঁচকে। এটা অসম্ভব যে মালা রীড পালাবে এবং একথা সে নিজেকেই বলছিল। স্মেরনফ ঢুকল দরজায় টোকা মেরে। বলল গারল্যান্ড আছে মালার সঙ্গে এবং এছাড়া সঙ্গে আছে আরো একটি লোক। চেহারার বর্ণনায় মনে হয় যে লোকটি ওয়ারদিংটন।

ঠিক জান, লোকটি ওয়ারদিংটন?

ওর বর্ণনা পেয়েছি ক্লাবের এক ওয়েটারের কাছ থেকে। কোনো সন্দেহ নেই যে ও ওয়ারদিংটন। গারল্যান্ড খবর দেয় রীডকে। কিছুক্ষণ বাদে এসে জোটে ওয়ারদিংটন। ওয়েটার ওদের যেতে দেখে কার পার্কের দিকে পেছনের দরজা দিয়ে। চুরি হয়েছে একটি মার্সিডিস গাড়িও।

ও টেবিলে রাখল গাড়ির নম্বর লেখা একটি কাগজ। মালিক কাগজটা দিল সুকের হাতে এবং দিয়ে বলল, খুঁজে বের কর গাড়িটা দৌড়ে প্রায় বেরিয়ে গেল সুক।

স্মেরনফ বলল, মালা রীডের ফ্ল্যাটেই তো এতদিন লুকিয়েছিল ওয়ারদিংটন। পাওয়া গেছে সেখানেই ওর জামাকাপড়। আঙুলের ছাপ প্রভৃতি।

অত্যন্ত জোরদার যে গাড়ি ওদের কাছে আছে। ওরা এতক্ষণে হয়তো ফ্রন্টিয়ার দিকে যাচ্ছে শহর ছেড়ে। জার্মান সীমান্ত সবচেয়ে কাছে তবে ওরা যেতে পারে অস্ট্রিয়ান সীমান্তের দিকেও। ওখানে অনেক সোজা এখন সীমান্ত পেরোনোনা।

স্মেরনফ বলল, আমি জাসিয়ে দেখছি মালা রীডের। সীমান্ত পেরোবে না এখনি ওরা হয়তো। আমার মনে হয় যে খোঁজাখুঁজি একটু না কমলে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। বের করতে হবে ওদের আস্তানাটা যেখানে ওরা লুকিয়ে থাকে। দেখি কিছু হদিশ মেলে কিনা মালা জাসিয়েরে।

বের করতেই হবে খুঁজে ওদের। আশা করি অবস্থা কি হবে ওরা পালাতে পারলে তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বেরিয়ে গেল স্মেরনফ। সুক এসে ঢুকল দশ মিনিট বাদে। গাড়িটা বেরিয়ে গেছে হিয়াভকুভ ব্রিজ পেরিয়ে। দুজন পুরুষমানুষ এবং একটি মেয়ে ছিল গাড়িতে। গাড়িটার আর কোনো খোঁজ পায়নি তারপর।

তোমার দায়িত্ব হল কমরেড, সীমান্ত পেরিয়ে ওরা যাতে বেরিয়ে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখা। পরোয়া নেই কোনো, যত লোক লাগে লাগুক।

ওরা পারবে না পালাতে, বন্দোবস্ত আমি করছি।

মালিক চিন্তায় ডুব দিল সুক চলে যাবার পর। দারুণ রাগ হচ্ছে ওর নিজের ওপরই। মালার বিষয়ে আগ্রহী কেইন একথা যখন বলল স্মেরনফ তখনই ও গ্রেপ্তার করল না কেন মালা রীডকে। ভীষণ গাল দিল ও মনে মনে মালা রীডকে। ওকে বিপদে ফেলতে পারে মালিকের ওপরওয়ালা কোস্কি এই বিপদের জন্যই। ভালো নয় তো ওদের সম্পর্ক।

স্মেরনফ ফিরে এল একঘণ্টা বাদে। একটি ফোটো হাতে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে একটা হদিশ পেয়েছি, এই ছবিটা ছিল রীড মেয়েটার ফ্ল্যাটে। একটি বলিষ্ঠ যুবক এবং মালা ছবিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটো বড় বড় খামার বাড়ির গোলা রয়েছে ওদের পেছনে। মালিক বলল, তা হলে।

আদর্শ জায়গা এরকম একটি নির্জন খামার বাড়ি লুকোবার পক্ষে। একসঙ্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় দেশদ্রোহিতার জন্য এই ছেলেটা ইয়ান ব্রন-এর বাবা এবং এই মালা রীডের বাবা।

কোথায় জান এই খামার বাড়িটা।

ত্রিশ কিলোমিটার দূর এখান থেকে।

জোগাড় কর তাহলে লোক।

অপেক্ষা করছে তিনটি পুলিশ ভ্যান। বারো জন লোকও হাজির হবে অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

এর তিনগুণ লোক লাগবে যদি সঙ্গে থাকে গারল্যান্ড।

স্মেরনফ ফোন তুলল, যা বল।

.

বিপদে এদের ওপর নির্ভর করা চলে এ কথা মনে হয় ইয়ান ব্রন এবং তার স্ত্রীকে দেখে। ধীরস্থির, শান্ত এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে চেহারায়। গারল্যান্ড বলল, তুমি যত কম জানো এই অপারেশান বিষয়ে, ততই ভালো। সীমান্ত আমাদের পেরোতেই হবে। আন্তর্জাতিক গণ্ডগোল প্রচণ্ড রকমের যদি পেরোতে না পারি। আমাদের পিছনে লেগে আছে পুর সেরা এজেন্ট। সীমান্ত পেরোতে হবে দরকার হলে খরচ করে।

মাথা নাড়ল ইয়ান, সীমান্ত পেরোনো যাবে না কেবল টাকার জোরে। বরাত জোর চাই। স্বপ্নেও ভেব না পুলিশ পাহারা পেরোতে পারবে জাল পাসপোর্ট নিয়ে। ইদানীং যদিও অষ্ট্রিয়া সীমান্তের কড়াকড়ি কমেছে তবে তোমরা দামী মাল বলে পুর এজেন্ট যদি মনে

করে তবে পুরো বর্ডার বন্ধ করে দেবে মিলিটারী দিয়ে। তবে এখান থেকে একশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা আছে বটে। বেজায় কষ্টসাধ্য পথ, সেখানে হেঁটে যেতে হবে। লাগবে দিন চারেক। নজর পড়বে ওদের, তাই গাড়িতে যাওয়া চলবে না।

ইয়ান সঙ্গে থাকলে যে সুবিধা হবে সেটা বুঝল গারল্যান্ড। ও বলল, চল না কেন তোমরা দুজন। টাকা দেব আমরা।

ইয়ান ইতস্তত গলায় বলল, য়াই কি করে আমরা সব ছেড়ে।

এখানে কি জন্য পড়ে থাকবে? এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

ত্রিশ হাজার ডলার আছে আমাদের। সমান ভাগে ভাগ করলে পাঁচজন ছয় হাজার ডলার করে পাবে। নতুন করে জীবন শুরু করবে তোমরা জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স যেখানে খুশি গিয়ে।

ওর ব্রিফকেস চেপে ধরল ওয়ারদিংটন। বলল, কোনো অধিকার নেই তোমার ওই টাকা বিলি করবার। আমার এবং মালার টাকা এগুলো।

ওর দিকে চাইল বাকী চারজন। মালা বলল, এমনিতো আমাদের নয় অ্যালেক, বোকামী করো না দয়া করে। ও এগিয়ে এল ব্রিফকেস দাওবলে উঠল ওয়ারদিংটনকে। প্রতিবাদ, আপত্তি কিছুই খাটল না ওয়ারদিংটনের। গারল্যান্ডের হাতে তুলে দিল মালা ব্রিফকেসটি। তুলে দিয়ে বলল, আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করতেই হবে এই টাকা দিয়ে। গারল্যান্ডকে বলল এরপর, যা করবার কর এই টাকা নিয়ে।

গারল্যান্ড ইয়ানকে বলল, বারো হাজার ডলার তোমরা পাচ্ছ যদি আমাদের সীমান্ত পার করিয়ে দাও। তারপর তোমাদের ইচ্ছা ফিরে আসবে কি আসবে না।

ইয়ান বলল, একটু কথা বলে নিই আমরা। এই বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্ত্রীকে নিয়ে। মালাকে গারল্যান্ড বলল, এখানকার ভাষা জানে ওরা। কিভাবে আমরা যে পালাতে পারি ওরা সেটাও জানে। টাকা দিতে চেয়েছি কারণ ওদের ছাড়লে আমার চলবে না।

মালা ঠিকই বুঝেছে, তাই ও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

গজগজ করতে করতে ওয়ারদিংটন বলল, কেন দেবে না টাকা? তোমার কি? তিন গুণ টাকা বের করে নেবে তো তুমি ডোরীকে ব্ল্যাকমেল করে।

গারল্যান্ড বলল, এই তোমার ভাগের ছ হাজার ডলার রইল যদি পছন্দ না হয় তো ফিরে যাও এটা নিয়ে প্রাগে। বাজে ন্যাকামি রেখে কাজের কাজ করতে হবে আমাদের সঙ্গে প্রাগে থাকতে গেলে।

মালাকে বলতে গেল ওয়ারদিংটন, গারল্যান্ড টাকা মেরে দিচ্ছে। জোচ্চোর ও একটা। ও থেমে যেতে বাধ্য হল মালার ধমক খেয়ে। গারল্যান্ডের সহ্য হচ্ছিল না ওয়ারদিংটনের ঘ্যা ঘ্যানানি। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘরে পায়চারি করতে করতে দেওয়ালে একটা ছবি দেখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইয়ান ব্রন এবং মালা। দুটি গোলা এবং খামারবাড়ি ছবির পেছনে। জিজ্ঞে করল মালাকে, তোমার কাছে আছে এ ছবির কপি?

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মালা। কি অনুমান করছে গারল্যান্ড তা বুঝল। বলল, আমার ফ্ল্যাটে অ্যালবামে আছে।

ও ইয়ান ও ব্লাঙ্কাকে ডাকল, হয়েই গেছে তবে তো, ওদের বলল, এখন অন্য উপায় নেই তোমাদের পালানো ছাড়া।

ছবিটি দেখিয়ে বলল এ ছবির কপি আছে মালার ফ্ল্যাটে। খুঁজে পাবে ওরা এটি। কিছু দেরি হবে না খামারবাড়ির হদিশ করতে। ওরা চলে আসতে পারে দু ঘণ্টার মধ্যে। তোমাদের ভাগে টাকাটা নাও। আমাদের রওনা হতে হবে এখনি।

ইয়ান ব্লাঙ্কাকে বলল, এটা পথ চলার মতো নয়, মালা যেটা পরে আছে।

মালাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্লাঙ্কা অন্য পোষাক দেবে বলে। ইয়ানও বেরিয়ে গেল জিনিষপত্র গোছাবে বলে।

ওয়ারদিংটনকে বলল গারল্যান্ড, তোমার ভাগের টাকা নাও। খতম করে দেব যদি আর ঝামেলা কর। বহু ঝামেলা পোহাতে হবে এমনিতে আমাদের। মুষড়ে পড় না অত। একজোট লড়তে হবে জান বাঁচাতে হলে। ভাগের টাকা পকেটে রেখে দিল ওয়ারদিংটন কোনো কথা ন বলে। ইয়ান দুটি রুকস্যাকে খাবার, টিনের খাবার, মোমবাতি, সাবান, মাথা পিছু একটি করে কম্বল নিয়ে দশমিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে বলল, পাড়ি দিতে হবে লম্বা রাস্তা। গারল্যান্ড জিজ্ঞেস করত মালাকে ভাগের টাকা দিতে দিতে কোথায় যাচ্ছি প্রথমে।

আমার একটা কুঁড়ে ঘর আছে দশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ে, প্ল্যান করা যাবে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে ম্যাপ নিয়ে বসে। দুটো বড় বড় কাগজের প্যাকেট গারল্যান্ডের হাতে দিয়ে বলল, আমর সার বেঁধে যাব, এতে মরিচের গুড়ো আছে। তুমি শেষে, আমি প্রথমে। আসবে এই মরিচ ছড়াতে ছড়াতে। শিকারী কুকুর থাকবেই ওদের সঙ্গে। আমাদের গন্ধ পাবে না কুকুর এই মরিচের গন্ধে আমাদের গুঁড়ো আছে দু কিলোমিটার অব্দি ছড়ানোর। কাজ হবে তাতেই।

ওরা উঠতে লাগল বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে। দিব্যি চলছে ইয়া ও ব্লাঙ্কা। মালা বসে পড়ল কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে, একটু দম নিয়ে নিই, আর পারছি না আমি।

থেমে গেল সবাই, বেজায় বিরক্ত ইয়ান।

গারল্যান্ড হঠাৎ বলল, চেয়ে দেখ নিচে।

দশটি গাড়ি জোরে আসছে দূর থেকে ইয়ানের খামার বাড়ির দিকে, মালাকে তুলল হ্যাঁচক টানে গারল্যান্ড। চড়াই পথে কোনোমতে দৌড়ে হোঁচট খেয়ে ওরা উঠতে লাগল। ওরা একটি মালভূমিতে পৌঁছল তারপর। চেয়ে দেখল নীচে, প্রত্যেকটি আলো জ্বলছে ইয়ানের খামার বাড়ির। দেখা যাচ্ছে তোকগুলোকে পিঁপড়ের মত। ঘুরে ঘুরে দেখছে ওরা চারদিক।

গারল্যান্ড বলল, খতম মরিচের গুঁড়ো।

ইয়ান বলল, আর লাগবে না, ঠিক আছে।

ওরা ইয়ানের কেবিনে পৌঁছল অবশেষে আধঘণ্টা দুরন্ত বেগে চড়াই ভেঙে। একটু আশ্বস্ত বোধ করল এখন সকলে। সবাই একটু সুস্থ বোধ করল দশ মিনিট বাদে এবং সিগারেট খেয়ে আগুন জ্বালা হল ফায়ারপ্লেসে। টেবিলে বিছিয়ে ধরল একটি ম্যাপ বের করে ইয়ান।

ইয়ান বলল, যেতে হবে এই পথে। তোমাদের জানা দরকার ফ্রন্টিয়ার ব্যাপারটা কি, অনেব ওয়াচ টাওয়ার, সেনা, মেশিনগান, সিগন্যাল রকেট, সার্চ লাইট এবং রেডিও টেলিফোন সবই আছে। যাতে পরিষ্কার নজর চলে সেই কারণে সত্তর মিটার অব্দি গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। মিহি করে রোজ সাফ করে মাটি। যাতে দেখা যায় পায়ের ছাপ পড়লেই। অ্যালার্ম সিগন্যাল লাগানো কটা অরের বেড়া আছে। অ্যান্টি পারসোনেল মাইন বসানো বেড়ার বাইরের মাটির নীচে, মানুষ উড়ে যাবে এতে পা পড়লেই। পেরনো অসম্ভব সব শুনলে মনে হয়। একটি পথ আছে। তামার খনি যা বরবাদ এবং বাতিল হয়ে গেছে তার বাতাস চলাচলের সুড়ঙ্গ দিয়ে। অস্ট্রিয়া পার করে দিই ওই পথে কিছুদিন আগে আমি একজনকে। তবে ওর বেলা তত সমস্যা ছিল না আমাদের বেলা যত শোরগোল হচ্ছিল। তবে ভয় পদে পদে বিপদ অনেক।

ও আবার বলল, অন্তত দিন চারেক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে এখন আমাদের এখানেই। হইচই পড়ে গেছে এতক্ষণ ফ্রন্টিয়ারে। চেক সেনাদের আমি জানি। বাচ্চা ছেলে বেশীর ভাগই। উৎসাহে ভাটা পড়বে দিন চারেক খুব সজাগ থেকে। আমরা যেতে পারব তখন।

গারল্যান্ড বলল, বিপদ হবে না তো চারদিন এখানে থাকলে।

হবে না মনে হয়। এখানে এমন কেবিন আছে যে তা আমাদের প্রতিবেশীরাও জানে না। চুপি চুপি বানিয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে। একদিন কাজে লাগবে জানতাম কারণ পালাতে হবেই।

আমাদের জাগতে হবে পাহারায়। পাহারায় থাকবে পুরুষরা পরপর তিনজন। ডিউটি দেবে একেকজন চারঘণ্টা করে। আমি জাগব প্রথম খেপটা। বেরিয়ে গেল ও অন্ধকারে।

মালিককে বলল স্মেরনফ, কুকুরগুলো ওদের গন্ধ পাচ্ছে না কারণ ওরা মাটিতে মরিচের গুড়ো ছড়িয়েছে।

মালিকের চোখ জ্বলে উঠল, অজুহাত শুনব না কোন। তোমার কাজ হল দেখা ওরা যাতে ফ্রন্টিয়ার না পেরোয়। কাজে লাগাও যত লোক দরকার। তুমিও জান, ওরা হাঁটবে, বাঁধা পথে যাবে না। আমি ফিরে যাচ্ছি মিনিস্ট্রিতে। ও প্রাগে চলে গেল একটি পুলিশ ভ্যানে উঠে।

সহজে বিচলিত হয় না স্মেরনফফের এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গুণ। কোভস্কি ওকে ঘেন্না করে বলে মালিক বিচলিত হয়। মালিককে ফাঁসাবে ও একদিন। বিচলিত হয় না স্মেরনফ। মানুষ শিকার করা ওর কাজ। ওর চাকরি চলে যাওয়াই ঠিক যদি ও তাতে ব্যর্থ হয়। ওর বুক সোজা।

ও বলল সুককে, ভোরে তন্ন তন্ন করে যেন তিনটি হেলিকপ্টার খোঁজে পাহাড়গুলো। এবার ডেকে দাও ক্যাপ্টেন কুলানকে। উৎসাহী এবং নবীন প্রকৃতির কম্যুনিস্ট কুহলানও তৎক্ষণাৎ হাজির হল দৌড়ে এসে।

জেলার ম্যাপ খুলে বসল ওকে নিয়ে স্মেরনফ।

এখন হয় ওরা ফ্রন্টিয়ারের দিকে যাবে, নয়তো কোথাও লুকিয়ে থাকবে হইচই না কমা অব্দি। কোথাও এই অঞ্চলেই ওরা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে বলে আমার ধারণা। শুরু হচ্ছে কাল সকালে হেলিকপ্টারে তল্লাশি। এ অঞ্চলটা ঘিরে ফেল তুমি যত পার লোক জড়ো করে। একটিও যেন পথ না থাকে পালাবার। বুঝলে?

হ্যাঁ কমরেড স্মেরনফ। আমার খুব চেনা এই তল্লাট। কতজন লোক লাগবে ঠিক জানি। লোক মোতায়েন থাকবে সকাল আটটার মধ্যে।

স্মেরনফ ক্রুর হাসল, ভোর ছটার মধ্যে, সকাল আটটা নয়।

কমরেড স্মেরনফ, তাই হবে।

কুয়াশা চারদিকে

০৬.

ভোর সাড়ে ছটা, ধীরে ধীরে আলো ফুটছে আকাশে। কুয়াশা চারদিকে। ওয়ারদিংটন বসে আছে একটি চ্যাটালো পাথরের উপর। ওর সমস্ত শরীর জমে গেছে ঠাণ্ডায়। গারল্যান্ডকে ও এখনো মনে মনে গালি দিয়ে চলেছে। ওর রাগ আরো বাড়ছে গারল্যান্ডের প্রতি মালার আকর্ষণ দেখে। গারল্যান্ড যেন এক দেবতা মালার কাছে।

সবাই ঘুমোচ্ছে তাই কেবিনে কোনো সাড়া শব্দ নেই। আবার ভয় ঘনিয়ে এল ওয়ারদিংটনের মনে। সৈন্যরা আসবে একটু পরে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে তারা পাহাড়গুলি। ও যেন অভিভূত হয়ে পড়ল একথা মনে পড়তেই। সে পথ বন্ধ, ও যে আত্মহত্যা করবে। এখন গারল্যান্ডের কাছে ওর পিস্তলের গুলি।

গাছের মাথার ওপর দিয়ে আসছে একটি হেলিকপ্টার আকাশ ফাটানো শব্দ করে। লাফিয়ে উঠল ওয়ারদিংটন। অন্যদিক থেকে আরেকটি হেলিকপ্টার আসছে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ও দৌড়তে লাগল কেবিনের দিকে। গারল্যান্ড ওইয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে কেবিনের দরজায়। গারল্যান্ড চেঁচাচ্ছে, জলদি লুকোও, ভেতরে এস। কেবিনের ভেতর দৌড়ে ঢুকল ওয়ারদিংটন। কেবিনের কাছে একটি গাছের নীচে দাঁড়াল গারল্যান্ড এবং ইয়ান। ওদের দিকেই আসছে সোজা একটি হেলিকপ্টার।

গারল্যান্ড বলল, ওরা কাজে নেমেছে পুরোপুরি তৈরী হয়ে।

কেবিনটা গাছের আড়ালে আমাদের দেখতে পাবে না ওরা। তবে ধরে ফেলবে একটু নড়াচড়া করলেই।

হেলিকপ্টার চলে গেল ওদের গাছের ঠিক ওপর দিয়ে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে ওরা। দূরে মিলিয়ে গেল একটু বাদে হেলিকপ্টারের শব্দ। কেবিনে ফিরে এল ওরা। প্রাতরাশ করছে মালা ও ব্লাঙ্কা। রাকা শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন সন্ত্রস্ত। গারল্যান্ডের কাছে এসে মালা বলল, আমরা পালাতে পারব বলে মনে হয়।

খুব কঠিন হলেও, নিশ্চয়ই পারব। দিনে গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমরা এবং রাতেই এখন থেকে শুধু চলাফেরা করব। তোমার কোনো ভয় নেই আমি থাকতে।

গারল্যান্ড চোখ মটকে হেসে ইয়ানের কাছে গেল ওয়ারদিংটনের অগ্নিদৃষ্টি দেখে। দরজায় দাঁড়িয়ে ইয়ান। বলল, তিনটে হেলিকপ্টার এবার।

গারল্যান্ড বলল, নিবিয়ে ফেলাই ভালো আগুনটা। ধোঁয়া তেমন উঠছেনা বটে, যা নিচ দিয়ে যাচ্ছে ওরা, তাতে মনে হয় ধরে ফেলতে পারে।

প্রাতরাশ তৈরী বলে প্লেট এবং কফির পেয়ালা নিয়ে বসে গেল। হেলিকপ্টার গর্জন করে উড়ে চলে গেল হঠাৎ প্রায় কেবিনের ছাদ ছুঁয়ে। চেঁচিয়ে উঠতে গেল মালা। হাতের খাবার প্লেট নামিয়ে রাখল ওয়ারদিংটন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে।

ধীর গলায় বলল ইয়ান, ওরা নিয়মমতো ফ্লাই করছে ভয় নেই। ঘুরে আসবেই না হয়তো আর এ পথে।

ওয়ারদিংটনের গলা ভেঙে গেল ভয়ে, জানলে কি করে। পড়ে গেছি তো আমরা ফাঁদে, পালানো দরকার এখনি।

শান্ত মৃদু গলায় বলল গারল্যান্ড, ওরা হয়তো ভয় দেখাতে চাইছে হেলিকপ্টার দিয়ে, সৃষ্টি করছে মানকি চাপ। কোনো পথ খোলা নেই আমাদের পালাবার। ঘাবড়িও না। আমি দেখে আসি বাইরে একটা টহল মেরে কি হচ্ছে, তুমিও চল না। থাকুক না ওরা এখানে।

ওয়ারদিংটনের কাপুরুষতা দেখে দাই বিরক্ত হয়েছে এটা যেমন ওয়ারদিংটন বুঝল তেমনি মালাও। নিজেকে বশে আনল জোর করে এবং তারপর বেরোল গারল্যান্ডের সঙ্গে। একটি মালভূমি থেকে উত্রাই নেমে ওরা পৌঁছল আরেকটি মালভূমিতে। হেলিকপ্টারগুলি ঘুরছে আর ঘুরছে গাছের আড়াল দিয়ে। গারল্যান্ড সচকিত হল ইয়ানের খামার বাড়ি দেখে। লরি আর সশস্ত্র সৈন্য সেখানে গিজ গিজ করছে। গারল্যান্ডের একটু মমতা হল ওয়ারদিংটনের ভয় দেখে। নিজে সিগারেট ধরাল ওকে দিয়ে। হাত কাঁপছে ওয়ারদিংটনের।

হেলিকপ্টার আবার। গাছের নিচে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে দুজনে। তুমি যে কি ভাবছ আমি তা জানি। ওয়ারদিংটন বলল, আমি ভীতু কাপুরুষ, আমি জানি। আমি কোনোদিন গুপ্তচর হতাম না যদি আমার টাকার দরকার না থাকত। এ অতি সহজ কাজ বলে আমার মনে হয়েছিল প্রথমে। নানা রকম কথা বলতে আমাদের ছাত্ররা। আমি ডোরীকে জানাতাম দরকারী খবরগুলো। বহুৎ টাকাও জমিয়েছিলাম। আমার ভাগ্যে নেই বোধহয় টাকা খরচ করা।

সেটা ভাবছ কেন, খুব সাবধানে যদিও কাজ সারতে হবে, তবে আমরা পালাবই।

আমি বাঁচব না, পালাতে পারব না বলে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। একটা উপকার আমার কর শোনো, আমার ষাট হাজার ডলার আছে জেনিভার ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্কে। মালার নামে রেখেছি আমি ওটা। ওই মালা বলে ও গিয়ে শুধু প্রমাণ দেবে। খবরটা দিও ওকে।

নিজেই বল তুমি।

হয়তো রাজী হবে না ও কারণ আমায় ও তেমন ভালবাসে না। ওর জগতে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। ও লজ্জা পেতে পারে বেঁচে থাকতে টাকাটা নিতে। কোনো প্রশ্ন থাকবে না মরে গেলে তখন ধন্যবাদ দেবার। ও খুশিই হবে তখন টাকাটা পেলে। উত্তর দিকে যাচ্ছে সৈন্যবোঝাই ট্রাক, তা দেখে ও বলল, ওরা আমাদের ঘেরাও করছে, জায়গাটা আমি চিনি।

গারল্যান্ড দেখল, একটি হেলিকপ্টার নামছে ওদের থেকে বিশ কিলোমিটার খানেক দূরে। ও বলল, হেলিকপ্টার নামল কোথায়, চেনতো তুমি ঐ অঞ্চলটা।

একটা বড় মাঠে যা রয়েছে গাছগুলোর পিছনে।

ফেরা যাক চল।

.

বেজায় খুশি স্মেরনফ। এখন সাতটা বাজতে সাত। ওর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যদিও রাতে ঘুম হয়নি। ওর ঘুমের দরকার হয় না শিকারের সময়। কাজ হয়েছে ওর প্ল্যান অনুযায়ী। সৈন্য দিয়ে এলাকাটি ঘেরাও ভোর ছটা থেকেই। আশ্চর্য তৎপরতায় সম্পন্ন করেছে কুলান ওর দায়িত্ব। তিরিশ কিলোমিটার এলাকা ঘেরাও খামারবাড়ি ঘিরে। ধরা পড়বে ওরা ঠিক সময়েই।

স্মেরনফ নিজে হেলিকপ্টারে বসে এলাকাটা দেখবে সেটাই ভাবল একবার।

একটি হেলিকপ্টারে পেট্রল ভরা হচ্ছে কারণ সেটি নেমেছে। পাশে দাঁড়িয়ে পাইলট লেফটেনান্ট বুড়োভেক। বুড়োভেক স্যালুট করল স্মেরনফকে দেখে।

স্মেরনফ বলল, আছে কোনো খবর?

কোনো খবর নেই কমরেড। তবে দেখা হয়ে গেছে এদিকটা, তাই এবার যাব ওদিকে।

দেখনি কিছু। ভেবেছিলাম ওরা পাহাড়ে পালাবে।

চোখ চলে না এত গাছপালার জন্য।

কিছুই দেখনি সন্দেহ জনক।

পাহাড়ে একটু ধোয়া দেখলাম বলে একবার মনে হল। চক্করও মারলাম দুবার। দেখিনি হয়তো একথা মনে হল পরে।

আবার দেখে আসি চল। একটি শক্তিশালী বাইনোকুলার পরে নিল স্মেরনফ হেলিকপ্টারে উঠে বসে। জায়গাটা তোমার ঠিক মনে আছে তো। কোথায় ধোঁয়া দেখেছ।

হ্যাঁ কমরেড।

উড়ে চলল হেলিকপ্টার।

.

গারল্যান্ড উল্টোদিকে একা এবং আরেকদিকে বসে রয়েছে চারজন। ও বলল, কাজ হতে পারে, মাথায় একটা ফন্দি এসেছে, হেলিকপ্টারগুলো নামছে এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। আমরা কজা করতে পারি ওখানে পৌঁছতে পারলে। চালাতে জানি আমি। সীমান্তের কাছাকাছি এর ফলে আমরা পৌঁছে যেতে পারি, যদি সীমান্ত পেরোতে না পারি। কী বল তোমরা।

ইয়ান বলল উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হয়ে, নিশ্চয়, দুঘন্টার পথতো বিশ কিলোমিটার। উৎরাইয়ের পথ, চল যাই।

ওয়ারদিংটন বলল, আমি দেখেছি, সৈন্য গিজগিজ করছে জঙ্গলে।

ছটি বুলেট দিল ওয়ারদিংটনকে গারল্যান্ড ওর পকেট থেকে বের করে। বলল, দরকারে লড়তে যেতে হবে আমি জানি। বুলেট ভরে নিল পিস্তলে ওয়ারদিংটন এই কথা বলে।

ব্লাঙ্কা বলল, পাহারা থাকবে কিন্তু চারদিক হেলিকপ্টারে।

গারল্যান্ড বলল, চেষ্টা করে দেখতে হবে, পিস্তল আছে তো দুজনের কাছে।

মালা বলল, শোন।

কাছে আসছে একটি হেলিকপ্টার। কেবিনের ওপরে থেমে গেল কাছে এসে। সবাই ঘরে সন্ত্রস্ত। পাথর পাথর মুখ গারল্যান্ড ইয়ান এবং ব্লঙ্কার। স্মেরনফ কেবিনটি দেখল হেলিকপ্টার থেকে ঝুঁকে পড়ে। বুড়োভেককে আরো নীচে নামাতে বলল ও হেলিকপ্টারটিকে। হিংস্র হেসে বলল, ধরেছি বোধহয় ওদের। খামার বাড়িতে অপেক্ষা করছিল সুক। স্মেরনফ সুককে খবরটা দিল রেডিও টেলিফোনে। তারপর হেলিকপ্টার বুড়োভেককে চালাতে বলে বলল, ওখানেই গা ঢাকা দিয়েছে ওরা। লেফটেনান্ট আছে বটে তোমার চোখ, বাহাদুর সাবাস।

গারল্যান্ড হেলিকপ্টার সরে যেতেই বলল, আমাদের এখনি পালাতে হবে কারণ ওরা হদিশ পেয়ে গেছে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে ওয়ারদিংটন বলল, আমরা ফাঁদে পড়েছি তোমায় বললাম না।

গারল্যান্ড হেসে বলল, এখনোতো গলায় ফাঁস চেপে বসেনি, সবে তো ফাঁদে পড়েছি, যাওয়া যাক চল। সেখানে চলে যাব, পাহাড়ের উত্রাই বেয়ে সোজা হেলিকপ্টার যেখানে নামছে। দুঘন্টা এখনো ওদের এখানে এসে পৌঁছতে। ইয়ান আমার কাছে কাছে থেকো, আমি থাকব আগে। তারপর থাকবে মেয়েরা এবং শেষে থাকবে ওয়ারদিংটন।

ওরা নামছে গাছের নীচে নীচে গা ঢাকা দিয়ে। উড়ছে তো উড়ছেই মাথার উপর হেলিকপ্টার ঘুরে ঘুরে। ওরা নীচের মালভূমিতে নামল। গারল্যান্ড এগিয়ে দেখল সন্তর্পনে। খামারবাড়ি থেকে সারে সারে ট্রাক আসতে আসতে থেমে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরুকরল অটোমেটিক অস্ত্রে যারা সুসজ্জিত থাকে সেইসমস্ত সৈন্যরা অফিসারদের সঙ্গে। ইশারায় ডেকে বলল ওইয়ানকে, এসে পড়েছে ওরা। পথ করে নিতে হবে চলতে চলতে, লড়তে লড়তে। নিঃশব্দে করতে হবে। করতে পারবেতো? গারল্যান্ড বলল পিছন ফিরে, এগোলাম আমি এবং ইয়ান। তোমরা আসবে তিন মিনিট সবুর করে। অপেক্ষা করবে গোল বাধলে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ওয়ারদিংটনকে বলল, আমাদের হদিশ ওরা পেয়ে যাবে গুলির শব্দে তাই একদম গুলি ছুঁড়বে না।

যখন নামছে গারল্যান্ড ইয়ানের হাত ধরে, তখন ওদের দেখতে পেল স্মেরনফ। ও হুকুম দিল বুড়োভেককে এবং তারপর ওরা যে, নামছে সেটা জানাল সুককে মাইক্রোফোনে। পলাতকদের মাথার উপর নেমে এল হেলিকপ্টারটা বাজপাখির মত। গারল্যান্ড হাত তুলল বিদ্যুৎ গতিতে এবং চারবার গর্জে উঠল ওর ৪৫ ক্যালিবার পিস্তল। টলে সরে গেল হেলিকপ্টারটা। দাঁতে দাঁত চিপে বুড়োভেক ঘোরাল হেলিকপ্টারটা নামাবার জায়গার দিকে। রক্ত ঝরছে ওর হাত দিয়ে।

বেশী চোট লেগেছে, স্মেরনফ বলল গাল পেড়ে।

মাথা ঝিমঝিম করছে বুড়োভেকের। ও বলল, লেগেছে হাতে তবে নামাতে পারব।

তবে তাই কর।

গারল্যান্ড বলল, আমরা যে এখানে আছি ওরা জানে। চুলোয় যাক। আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না ওরা গুলি না চালালে। আমরা এ পথেই নামছি ওরা ভাববে। এখন আবার আমাদের উপরে উঠে অন্য উত্রাই ধরে নামতে হবে। আরেকটি হেলিকপ্টার তখনই ছুটে এসে শিকারী পাখির মতো ওদের মাথার ওপর নেমে পড়ল। অটোমেটিক রাইফেল চালাতে শুরু করল পাইলটের কেবিন থেকে একটি সৈন্য। মাটিতে শুয়ে পড়ল যে যার মতো। পাইলটের মাথা লক্ষ্য করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে গারল্যান্ড ধীরে এবং একটুও বিচলিত না হয়ে, ট্রিগার টিপল আস্তে করে। সামনে ঝুঁকে গড়িয়ে পড়ল নিহত পাইলট কন্ট্রোল ছেড়ে। আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে হেলিকপ্টারটি। গড়িয়ে পড়তে লাগল পাহাড় বেয়ে সেটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডের মত জ্বলতে জ্বলতে।

চড়াই পথে সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল গারল্যান্ড। ধোঁয়া শুধু চারদিকে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে এবং শুকনো গাছের ডালপালায় আগুন লেগেছে। গারল্যান্ড ওয়ারদিংটনকে বলল, ইয়ানকে দাও তোমার পিস্তলটা। ইয়ানকে বলল, চল, আগে যাব আমি আর তুমি।

পাহাড় বেয়ে নামছে ওরা। ধোঁয়ার মেঘ মাথার উপর। ওদের দেখতে পাবেনা হেলিকপ্টার এই মেঘ যদি থাকে। ভীষণ গর্জন করতে করতে গাছ থেকে গাছে আগুন ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে। সব যেন ঝলসে দিচ্ছে আগুনের আঁচ। শিকারী কুকুরের ডাক শোনা গেল হঠাৎ সব আগুন ছাপিয়ে।

গারল্যান্ড ইয়ানকে বলল, তিন মিনিট বাদে তুমি এস, আগে আমি যাচ্ছি। তিন মিনিট বাদে অন্যরা আসবে। গারল্যান্ড পিস্তল হাতে ক্ষিপ্র পায়ে অসম্ভব হুঁশিয়ার হয়ে নামতে লাগল। এগিয়ে আসছে কুকুরের ডাক। অবশেষে একটি পথ দেখল ঘন ঝোঁপের

আড়ালে ও, বন রয়েছে পথের ওপাশে। গাছের পেছনে লুকলো হঠাৎ আওয়াজ শুনে পথে নামতে যাবে সেই সময়। ওর প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল একটি সাঁজোয়া ট্রাক। চারজন সশস্ত্র সৈন্য অটোমেটিক অস্ত্র এবং হেলমেট নিয়ে তাতে বসে রয়েছে। গারল্যান্ড ওপাশের জঙ্গলে লুকোল পিছনে নেমে পথ পেরিয়ে যখন গাড়িটা পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে গেল।

ইয়ান লুকিয়ে আছে দেখল পথের ওপাশে। আরেকটা সাঁজোয়া ট্রাক যেতে দেখল দুজনেই। গারল্যান্ড ইয়ানকে, ট্রাকটা চলে যেতে বলল, অপেক্ষা কর ওদের জন্য। আমি এগোলাম ওদের নিয়ে এসো। এগোতে লাগল ও। ডাক বেড়েই চলল কুকুরের।

হেলিকপ্টারটা মাটিতে নামিয়ে এদিকে জ্ঞান হারাল বুলোভেক। তিনটি সৈন্যকে বেরিয়ে এসে স্মেরনফবলল, বেরকরওকে, চোট লেগেছেওর। নিজের জিপেরদিকেছুটে গেলএরপর স্মেরনফ। মালিক সেখানেদাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা থেকে সৈন্যরা গুলি ছুঁড়ছেদুজনে দেখলওপরপানে চেয়ে। জঙ্গলে আগুন লেগে গেল, একটা গুলিতে হেলিকপ্টারটা আছড়ে পড়াতে।

নিজের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে গাল দিয়ে মালিক বলল, আরে এ হল গারল্যান্ড, যত গাধা, বলিনি, কাজ হাসিল সিধে নয় গারল্যান্ড যদি থাকে। বনে আগুন লাগল ওদিকে। কেন ওদের ধরলে না আগে। দেখছ কি প্রচণ্ড আগুন? ওখানে নিয়ে যাবে কি করে এখন সৈন্যদের?

নামতে পারবে না তো গারল্যান্ডরা, পাহাড়ের ওপাশ বেয়ে এখন ওদের নামতে হবে। সেখানে মোতায়েন করে রেখেছি তিনশো সৈন্য এবং শিকারী কুকুর।

কেউ যেন মারা না পড়ে সবাইকে ধরা চাই জ্যান্ত।

অসম্ভব, গারল্যান্ডের মত লোককে জ্যান্ত ধরা।

তুমি দায়ী হবে যদি কায়োর গায়ে আঁচড়টি লাগে। জ্যান্ত ধরতেই হবে ওদের। নইলে উদ্ধার করা যাবে না দরকারী খবর।

বলনি কেন আগে? স্মেরনফ উর্বশ্বাসে রেডিও ট্র্যাকের দিকে ছুটল সৈন্যদের এই নতুন নির্দেশ দেবার জন্য।

ইয়ান ও গারল্যান্ড এখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখছেজঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে এসে। একটি মিলিটারী ট্রাক দাঁড়িয়ে পথের পাশে ঘাসের উপর। বন্দুক হাতে তিনটি সৈন্য নামছে। ওদের নির্দেশ দিচ্ছে অফিসার। গারল্যান্ডবলল, একটি ট্রাক নিয়ে আসছেচারটি সৈন্য। ওদেরইউনিফর্ম পরেআমরা সীমান্তে পৌঁছতে পারি ট্রাকটা কজা করে। তুমি ওদের ভাষায় কথা বলতে পার তুমি এগোও। ভয় দেখাও দারুণ। ভয় খাবে কারণ ছোকরাতো ছেলেগুলো, পেছনে আছি আমি।

এগিয়ে গেল ইয়ান, ওর পেছনে রয়েছে গারল্যান্ড। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল ইয়ান, একদম নড়বে না, ঘুরে দাঁড়াও অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে।

অস্ত্র ফেলে দিয়ে চারজন বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। এসে দাঁড়াল, মালা, ব্লঙ্কা এবং ওয়ারদিংটন। ট্রাকে তুলল গারল্যান্ড সৈন্যদের রাইফেলগুলো। ইয়ান হুকুম দিল ওর কথা মতো। ইউনিফর্ম ছেড়ে পালাল সৈন্যরা। ট্রাকের ফ্লোরবোর্ডে তুলল সৈন্যদের দড়ি দিয়ে গারল্যান্ড ও ইয়ান। গারল্যান্ডবলল, বলেদাও যদি ওরা টু শব্দটি করে তবে ওরা গুলি খাবে। মালা, ব্লাঙ্কা এবং ওয়ারদিংটন বসল ট্রাকের ফ্লোরবোর্ডে। রাইফেল ওদের শেষ দুজনের হাতে। গারল্যান্ড ট্রাক চালাতে লাগল চেক ইউনিফর্ম পরে। পাশে ইয়ান, যার কোলে রয়েছে অটোমেটিক রাইফেল।

এগিয়ে চলল ট্রাক ইয়ানের নির্দেশানুসারে। হেলিকপ্টারের গর্জন মাথার উপর। একটি জীপ এগিয়ে এল হঠাৎ উল্টো দিক থেকে। নিজেদের এবং বন্দী সৈন্যদের ইয়ানের নির্দেশে মালারা একটি তেরপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে নীচে শুয়ে পড়ল। দুজন সৈন্য এবং একজনমাত্র অফিসার ছিল জীপটিতে। হাত তুলল অফিসারটি। থেমে গেল ওদের ট্রাক এবং জিপ। পিস্তলের সেটিক্যাচ অফ করে তৈরী হল সন্তর্পণে গারল্যান্ড। চেয়ে বলল কটমট করে অফিসারটি, শুনি কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

স্যালুট করে বলল ইয়ান, কমরেড লেফটেনান্ট হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি ডিভিশনাল কম্যান্ডের হুকুমে।

ডিভিশনাল কম্যান্ডার কে তোমাদের?

কর্ণেল স্মেরনফ।

অফিসারটি বেজায় ঘাবড়ে গেল। বলল, যাও তাড়াতাড়ি যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন তাহলে।

চলে গেল জীপ। কি বললে? ইয়ানকে বলল গ্যারল্যান্ড।

ইয়ান বলল, হোমরা চোমরা তোক এই স্মেরনফ। কাগজে বহুবার দেখেছি ওর ছবি। ঢিল ড়লাম একটা তাই আঁধারে।

হল বটে কাজ।

একশো কিলোমিটারেরও কম রাস্তা বাকি সীমান্তে পৌঁছতে। তেরপলের পিছনে লুকিয়ে রইল ট্রাকের পিছনের সবাই। বড় রাস্তায় এসে পড়ল ওদের ট্রাক। সারে সারে আর্মি ট্রাক যাচ্ছে ওদের উল্টো মুখে জ্বলন্ত জঙ্গলের দিকে। ওদের পিছু ধরল একটা জীপ। একটি হেলিকপ্টার মাথার উপর নেমে এল। মাথা বের করে হাত নাড়ল ইয়ান। হেলিকপ্টার উপরে উঠে ওর হেলমেট দেখে অন্যদিকে চলে গেল।

বিপদ ঘটল কিছুদূর এসে। দুটো সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে পথ আটকে। পিস্তল নিয়ে তৈরী হল গারল্যান্ড এবং ইয়ান। সার্জেন্ট এগিয়ে এল বলিষ্ঠ চেহারার একজন। চেক ভাষায় তাকে কি যেন বলল ইয়ান। তাতে কাজ হল এবার। ওদের পথ ছেড়ে দিল সার্জেন্টটি। আবার ট্রাক চালিয়ে দিল গারল্যান্ড। ইয়ান বলল, বেশ কাজ হচ্ছে কর্নেলের নামে। এ পথে যত গাড়ি যাতায়াত করছে ও জানত না যে এর প্রতিটির খবর রেডিওতে স্মেরনফ পাচ্ছে ঐ সার্জেন্টের মাধ্যমে।

রেডিওতে খবর পাচ্ছে স্মেরনফ ইয়ানের বাগানবাড়িতে বসে। ঘরে পায়চারি করছিল মালিক। স্মেরনফফের তখনি সন্দেহ হল যখন ও শুনল হেডকোয়ার্টারে দুজন সৈন্য ট্রাক নিয়ে ফিরছে কর্নেল স্মেরনফফের হুকুমে। ও একই উত্তর পেল আবার জিজ্ঞেস করে। এ অপারেশান তো চালাচ্ছেন না কর্নেল স্মেরনফ। একই খবর দিল টহলদার হেলিকপ্টারের পাইলটও। উত্তেজিত ভাবে বলল স্মেরনফ হেলিকপ্টারকে, ধাওয়া কর ট্রাকটিকে, কোনদিকে যায় আমাকে জানতে হবে। ট্রাকের আওতায় যেও না কোনো কারণেই।

পাখি পালাচ্ছে মালিক বুঝল। ও বলল, ওরা ভেগেছ তো বোরিস তোমার এত কষ্টের আয়োজন ভেস্তে দিয়ে। তোমার হাল যা হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে ওরা যদি সীমান্ত পেরোয়।

রাগে জ্বলে উঠল স্মেরনফ, বল, নিজের জন্য কষ্ট হচ্ছে। বোল না বাজে কথা। মালিক তোমার কষ্ট হয় নি জীবনে অন্যের জন্য।

.

০৭.

ঘন জঙ্গল দুপাশে, গারল্যান্ড ট্রাক চালাচ্ছে সরু পথ দিয়ে। ওদেরই অনুসরণ করে চলেছে মাথার উপর হেলিকপ্টারটা, এটা বুঝেছে ও। ইয়ান বলল, আমরা এসে গেছি বর্ডারের কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে। হাতে নঘণ্টা সময় আছে পেরোবার চেষ্টা করার আগে। জঙ্গলে ঢুকলে এবার ভালো হয় ট্রাক রেখে।

মাথা নেড়ে সায় দিল গারল্যান্ড। রেডিওতে খবর পাঠিয়ে চলবে হেলিকপ্টারটা ততক্ষণই যতক্ষণ ট্রাকে আছে। ঘন হয়ে ফিরে আসছে জাল। নিস্তার নেই এখন জঙ্গলে না ঢুকলে। ইয়ান বলল, আরো ৫ কিমি বাদে। ট্রাক থামাও ব্যস। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পথ।

আকাশ দেখা যায় না দুপাশের গাছপালার জন্য। ওদের ট্রাকটা আর দেখতে পাচ্ছে না হেলিকপ্টারের পাইলট। নেমে পড়ল ওরা। ইয়ান বলল, পথ খুব খারাপ আমাদের যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে ওরা নিশ্চয়। পিছু পিছু এসো আমার।

কাঁধে রুকস্যাক এবং অটোমেটিক রাইফেল পুরুষদের হাতে। গারল্যান্ডের পিস্তল ব্লঙ্কার হাতে এবং খাবারের টিনের ঝোলা পিঠে। শুধু কম্বল কয়টি মালার কাছে। ট্রাকে পড়ে রইল শুধু ওয়ারদিংটনের সুটকেস। মালাকে সাহায্য করতে লাগল গারল্যান্ড। এখন ওদের দিশারী ইয়ান। ওরা দেখল একটি ছোটো এবং খরস্রোতা নদী মিনিট পনেরো বাদে। নদীতে নামল ওদের নিয়ে ইয়ান। ওদের গন্ধ আর পাবে না কুকুরগুলো যদি জলে নামে। সর্বদা সজাগ ছিল ওদের মনে শিকারী কুকুরের ভয়।

ওরা নদী দিয়ে চলল অমানুষিক পরিশ্রমে দশ মিনিট ধরে। পাড়ে উঠল তারপর আবার। কুকুরের ডাক এবং হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল দুরে।

ইয়ান বলল, সুড়ঙ্গ কাছাকাছি আছে খনির বাতাস ঢোকবার জন্য। তোমরা অপেক্ষা কর আমি খোঁজ নিয়ে আসি। ও ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেল এই কথা বলে। মাটিতে বসে পড়ল

মালা। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত শরীরে দাঁড়াল ওয়ারদিংটন। ইয়ান পাঁচমিনিট বাদে ফিরে এসে বলল, চল, উঠে পড় তাড়াতাড়ি, খুঁজে পেয়েছি।

একটি বিশাল গর্ত মাটিতে ঘনজঙ্গল এবং ঝোঁপের মধ্যে। ইয়ান বলল, খুব গভীর নয় এটি, খনি পর্যন্ত চলে গেছে সিধে। আগে আমি নামছি এবং তারপর একে একে নাম তোমরা, আমি ধরব তোমাদের নিচ থেকে। ওরা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নামল কয়েক মিনিট বাদে এবং দাঁড়াল তারপর। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল দেওয়ালের গা দিয়ে। গারল্যান্ড এবং ইয়ান একটি করে মোমবাতি জ্বালাল। নিচু সুড়ঙ্গ দিয়ে চলল ওরা ইয়ানের পিছন পিছন। নুইয়ে চলতে লাগল সবাই পিঠ। ওরা যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটছে হাঁটছেই একথা মালার মনে হল এবং হঠাৎ ওরা পৌঁছল বিশাল একটি গুহায়।

ইয়ান রাইফেল নামিয়ে বলল, আমরা পৌঁছে গেছি। আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি এখানে দুদিন। বেজায় বিপদ ঘটবে যদি আজ রাতে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করা হয়। রাজী তো তোমরা? সীমান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে বেরুবার রাস্তাটা। নিবিয়ে দিলে একটা মোমবাতি, কাজ চলবে অপরটি দিয়ে। খাওয়া যাক এবার কিছু?

ওদিকে হেলিকপ্টারটা স্মেরনফকে খবর দিল যে খাবারের ব্যবস্থা করছে ওরা। রেডিওতে লাগানো ছিল লাউডস্পিকার। সব কথা শুনতে পেল তার ফলে মালিক। ট্রাকটি যে দাঁড়িয়ে আছে ১৫ নম্বর ম্যাপের একটি জঙ্গলে সেই খবরটি এল।

ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমোয়নি স্মেরনফ। বইছে না আর ওর শরীর। ম্যাপ দেখে মালিক বলল, দশ কিলোমিটার বর্ডারের মধ্যে তার মানে ওরা রয়েছে।

হ্যাঁ, ওখানে আরো সৈন্য সুক পাঠিয়েছে। জ্যান্ত ধরতে চাও ওদের তুমি। সুযোগ পাবে এর ফলে ওরা পেরিয়ে যাবার। ওদের যে জ্যান্ত ধরবার হুকুম তুমিই বন্ধ দিয়েছ। এটা মনে রেখ সবসময়। ওদেরই সুবিধে এতে। ভয়ে ওদের গুলি করবে না শাস্ত্রীরা দেখলেওঁ। অটোমেটিক অস্ত্রও তাছাড়া এখন ওদের কাছে আছে। বর্ডার পার হয়ে যাবে ওরা সহজেই।

মূল্যবান খবর আছে ওদের কাছে। জ্যান্ত ধরা অসম্ভব গারল্যান্ডকে একথা তো আমি বলেইছি।

কোভস্কি যে ওকে চুড়ান্ত অসম্মানে ফেলবে একথা ভাবল মালিক। সীমান্ত পেরোয় যদি ওরা। কোভস্কি আবার এটাও জানতে চাইবে যে মালা ও ওয়ারদিংটনের কাছে কি খবর আছে। ও বলল, ঠিক আছে।

ওদের আটকানো যাবেনা আর তাহলে। সেরা রাইফেলম্যান পঞ্চাশজন আছে সুকের কাছে। রাইফেল টেলিস্কোপিক সাইট। সেখানেই ওরা মোতায়েন আছে যেখান দিয়ে পেরোবে। মাইক্রোফোন তুলে বলল স্মেরনফ, হুকুম বাতিল করে দিচ্ছি সব আগেকার, ধরা চাই ওদের মরা বা জ্যান্ত অবস্থায়।

সুক উজবুক একটা, আমি রেডিও ট্রাক নিয়ে যাচ্ছি ওখানে।

যা খুশি কর।

একটি রেডিও ট্রাকে বসল মালিক। বলল সার্জেন্টকে, যত তাড়াতাড়ি হয় নিয়ে চল আমাকে ম্যাপের ১৫ নম্বর সেকশানে।

লাগবে দুঘণ্টা।

অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা।

কথা বলছিল সুক এবং সুকের সহকারী লেফটেন্যান্ট স্টুর্সা। তরুণ কমুনিষ্ট যেহেতু ঈর্সা তাই ও অত্যন্ত নির্দয় এবং নির্মম হতে পারে কাজের বেলায়। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সুক। বহুক্ষণ ধরে সার্চ শুরু হয়েছে। মালিক ওর চাকরি খতম করে দেবে যদি ও পলাতকদের ধরতে না পারে। ওকে ভরসা দিল র্সা। বলল, ওরা লুকিয়ে আছে জঙ্গলেই। জঙ্গলে ঘিরে আছে সৈন্যবাহিনী এবং শিকারী কুকুর। নদীর ওপারেও সৈন্য মোতায়েন আছে যদিও নদীতে পৌঁছে শিকারী কুকুর ওদের গন্ধ অনুসরণ করতে পারেনি। ঘেরাও বাহিনী আরো এগিয়ে এল সুকের কড়া হুকুমে। পালাতে যেন ওরা না পারে। মালিক যে রওনা হয়েছে সেকথা স্মেরনফ ওকে জানাল রেডিও মারফৎ। ঘাবড়ে গেল এই কথা শুনে সুক। স্মেরনফ বলল, মালিক পৌঁছবার আগে ওদের ধরতে। পারলে মঙ্গল তোমারই হবে, কমরেড সুক।

সুকের বাহিনী কি করছে তা দেখার জন্য ও রেডিও ট্রাক ছেড়ে সাজিয়েছিল নিচু টিলার ওপর। স্টুর্সা বুঝল, এটা একেবারে অসম্ভব কারণ সৈন্য এগোতে পারছে না তাড়াতাড়ি। তার কারণ দুর্ভেদ্য ঝাড়, কাটা বন এবং ঘন বন। কেটে গেল সত্তর মিনিট। নদীর দুপাশে চলে গেল জঙ্গল বেড়ে ঘেরাওকারী সৈন্যরা। কোনো দেখা নেই গারল্যান্ডের।

সুকের মাথা খারাপ হয়ে গেল। ও গালাগালি দিল স্টুর্সাকে। বলে উঠল, যা করবার সবই তো করলে কিন্তু কি হল। এই তো হাজির এখানে সৈন্যরা জঙ্গল ঘিরে এগিয়ে। যাদের ধরবে তারা কোথায়? অপদার্থ মূর্খ। তোমাকে দাঁড় করাব আমি ট্রাইবুনালের সামনে।

হিম শীতল গলায় এই সময় একজন পিছন থেকে বলল, কমরেড সুরু বড় উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তোমাকে। পিছন ফিরল কমরেড সুক ভয়ে সাদা হয়ে। দাঁড়িয়ে আছে সবুজ চোখে বরফের মত ঠাণ্ডা চাহনি এবং কাঁচের মত চকচকে চোখ নিয়ে মালিক।

সুক বলল, ওরা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে স্টুর্সা বলছিল। ওরা নেই দেখেছি কারণ আমরা তল্লাশি করেছি প্রায় পাঁচশো সৈন্য নিয়ে।

ও সুকের চেয়ে কাজের বিশ্বাসযোগ্য লোক তা মালিক বুঝল স্টুর্সাকে দেখেই।

বলল, লেফটেনান্ট কেন ভাবলে যে এরা জঙ্গলে আছে?

কুকুরগুলো আর গন্ধ পায়নি ট্রাক থেকে এখানে ওদের গন্ধ শুঁকে পৌঁছে। এই কথাটির অর্থ হল, এরা কুকুরদের ধোকা দেওয়ার জন্য জলে নামে এবং জঙ্গলে লুকোয়। কোনো হদিশই অথচ মিলল না ওদের জঙ্গলে। দুটো মুখই বন্ধ করেছি নদীর। পালাতে পারবে না ওরা নৌকার মাধ্যমেও।

বাতাসে যে মিলিয়ে যাবে ওরা ভূত নয় তো। ওরা তার মানে মাটির নীচে সেধিয়েছে যেহেতু গাছের ওপরে জঙ্গলে বা নদীতে নেই।

সার্জেন্ট এগিয়ে এসে বলল, আমি জানি যে কাছেই একটি বাতিল তামার খনিতে বাতাস ঢোকার সুড়ঙ্গ আছে।

সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

পারব।

মালিক বলল সুককে, খবর দাও স্মেরনফকে। আসতে হবে না তোমাকে। ও গেল এগিয়ে ঈর্সা এবং সার্জেন্টের সঙ্গে। ওর ক্ষমতার ক্ষণিক মেয়াদ যে এবার শেষ হল তা বুঝল সুক।

ম্যাপ এঁকে বোঝাচ্ছিল ইয়ান গারল্যান্ডকে গুহার মধ্যে বসে। দুটি সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে গুহা থেকে। খনির ভেতর পর্যন্ত গেছে ডানদিকেরটি। জাল বোঝাই সেইটা। মাইনর ফিল্ডে, সীমান্তের মুখে পৌঁছেছে বাঁ দিকেরটি। বুকে হেঁটে যেতে হয় সে পথে। মাইন ফাটবে মাটিতে কাপুনি হলেই। মাইন মাটির নীচে। এতটুকু কম্পন না সৃষ্টি করে মাটির উপর দিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়: দিন মালা ও গারল্যান্ড এবং তৃতীয় দিন যদি ওয়ারদিংটন যায় তা হলেই ভালো হয়।

সবই বুঝল গারল্যান্ড। ডবল ইলেকট্রিকের বেড়া যে তার পরে আছে তা বোঝা গেল ইয়ানের কথায়। জল বইছে বেড়ার নীচে মাটির তলে। মাটি নরম তার ফলে। শরীরের চাপে মাটি বসে যাবে তারের নিচ দিয়ে বুকে হেঁটে পেরুলে, এবং এর ফলে পেরনো যেতে পারে। মৃত্যু হবে তার ছুঁলেই। দুটি ওয়াচ টাওয়ার ডান পাশে একশো মিটার দূরে এবং বাঁ পাশে তিনশো মিটার দূরে। সর্বদা ঘুরছে তার সার্চলাইট। পেরতে হবে দুটি

সার্চলাইটের সংকীর্ণ অন্ধকার জায়গা দিয়ে। যতক্ষণ ওরা বন্দুকের পাল্লায় থাকবে সীমান্ত পেরিয়ে ততক্ষণ গুলি ছুঁড়বে টাওয়ারের শাস্ত্রীরা। মৃত্যু ডেকে আনার সামিল কারণ অসম্ভব দাঁড়িয়ে উঠে দৌড়নো। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়নো চলবে দুশো মিটার বুকে হেঁটে গিয়ে। তার আগে নয়। গারল্যান্ড বলল, কাজটি দুঃসাধ্য।

আমি সচক্ষে দেখেছি যে এটি দুঃসাধ্য হলেও করা যায়।

আমাকেই আগে যেতে হবেইয়ান। প্যারিসে পৌঁছনোর দরকার আমার কাছের অত্যন্ত গোপনীয় দলিলটির। অন্যদের পালাবার পথ বন্ধ হবে, তোমাদের এতটুকু ভুলের জন্য মাইন ফাটলে।

কঠিন মুখে বলল ইয়ান, আমার স্ত্রীর জীবনের দাম অনেক বেশী তোমার দলিলের চেয়েও। তোমাদের এ পর্যন্ত এনেছি আমরাই। যতক্ষণ না আমরা আগে যাই ততক্ষণ কেউ যেন না যায়। কাল রাতে যাব আমরা। তুমি এবং মালা পরশু যাচ্ছ। ওয়ারদিংটন তরশু।

ইয়ানের সঙ্গে যে তর্ক করা বৃথা তা বুঝল গারল্যান্ড। ও রাজী হল অগত্যা। শুরু করে দিল এদিকে আবার গণ্ডগোল ওয়ারদিংটন। সবার শেষে সে একা যাবে না কিছুতেই। গলার আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ ওদের কানে। কথাবার্তা ও পায়ের শব্দ শোনা গেল সুড়ঙ্গের মুখ থেকে। চুপ করতে বলল সকলকে গারল্যান্ড। ও চলে গেল অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে দ্রুত বাতাস বেরোবার গর্তের মুখের কাছে। স্পষ্ট শুনতে পেল এখন সব কথা।

গর্তটির মুখে দাঁড়িয়ে মালিক সার্জেন্ট ও স্টুর্সা। সার্জেন্টটি বলল, একটা লম্বা সুড়ঙ্গ এবং তারপর একটি গুহা। দুটো সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে গুহা থেকে তার জানা নেই যে সেগুলি গেছে কোনদিকে। তখনি সুড়ঙ্গে নামতে চাইল স্টুর্সা। মালিক বলল, ঢোকা উচিত আগে কাঁদানে বোমা মেরে তারপর। অতি সাংঘাতিক লোক এই গারল্যান্ড। তিনটি হাতবোমা ছিল ঈর্সার কাছে। ও বলল, সঙ্গে কাঁদানে বোমা নেই। কমরেড মালিক আমি কন্ট্রোল করছি এ অপারেশান। আমি যাবই যাব ভেতরে।

সবই শুনল গারল্যান্ড। ও সকলকে সীমান্ত মুখে এগতে বলল, তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে। সময় নেই, তাই আর সময় মিলবে না। মেয়েদের তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলল ইয়ান রুকস্যাক দুটি তুলে নিয়ে। গারল্যান্ডের পেছন পেছন চলল ওয়ারদিংটন নাছোড়বান্দার মত। কিছুই অবশিষ্ট নেই যে ওর ভবিষ্যৎ বলে সেটা ও জানে। ও কাপুরুষ বা দুর্বল নয় এটা একবার অন্তত ও সর্বসমক্ষে প্রমাণ করতে চায়। ও গারল্যান্ডের মতই মরদ কা বাচ্চা এটা ওকে প্রমাণ করতেই হবে। মালা ওকে জীবনেও পাত্তা দেবে না, না হলে। মালার জন্যেই যে ওর শুধু বেঁচে থাকার ইচ্ছা এই কথাটা সত্যি। ও এগিয়ে চলল বন্দুক তুলে নিয়ে।

সুড়ঙ্গের ভেতর লাফিয়ে নামল স্টুর্সা। ওয়ারদিংটন ফিরে যায়নি যদিও গারল্যান্ড ওকে ফিরে যেতে বলেছিল। গারল্যান্ডকে না দেখলেও ঈর্সা ওয়ারদিংটনকে ঠিকই দেখল। ওয়ারদিংটনের পিস্তল গর্জাল।

স্টুর্সা হাতের গ্রেনেড ছুঁড়ল আঘাতে ছিটকে পড়তে পড়তে। বুকে লাগল গ্রেনেডটা ওয়ারদিংটনের। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে দলা পাকিয়ে গেল ওয়ারদিংটন।

আকাশ ফাটানো শব্দ। স্তম্ভিত হয়ে রইল মুহূর্তের জন্য গারল্যান্ড। হাতড়ে এগিয়ে গেল তারপরে। স্টুর্সা সংজ্ঞাহীন, রক্তার্ত। ওর গ্রেনেড দুটি হাত করল গারল্যান্ড। যদিও ও লাইটার সিগারেটে জ্বাললো কিন্তু তারপরই লাইটার নেবালো ওয়ারদিংটনকে দেখে। সুড়ঙ্গ বেয়ে ফিরে এল তারপর। ইয়ান ফিরে এসেছিল বন্দুক এবং গ্রেনেডের শব্দে। পালাও পালাও গারল্যান্ড বলল। পালাও তোমরা, ওয়ারদিংটন মারা গেছে।

সুড়ঙ্গে যে পথ দিয়ে বাতাস ঢোকে সেই পথের ঢোকার মুখে পরপর ও ছুঁড়ে মারল দুটি গ্রেনেড। সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেল সুড়ঙ্গের মুখ ভেঙে ধ্বস নেমে। গুহাটা ধ্বসে পড়ল বিস্ফোরণে। ইয়ানের কাছে চলে এল গারল্যান্ড। বলল, আমরা যে চাপা পড়ে মারা গেছি, এটা ভাবতে পারে ওরা।

মালিক ক্ষেপে গেল পরপর বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শুনে। কি বোকা স্টুর্সা। হয়তো বন্ধই হয়ে গেল সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ। জীবন্ত সমাধি হল কি পলাতকদের। অন্য কোনো পথ নেই কি বেরুবার। আরো লোক জোগাড় করতে বলল ও সার্জেন্টকে। রেডিও ট্রাকের দিকে ছুটল ও নিজে। স্মেরনফকে বলল ও রেডিওতে, এমন লোককে খুঁজে বের কর যে জানে খনির এলাকাটা খুব তাড়াতাড়ি। কোনো ম্যাপ পাও কিনা দেখ এই অঞ্চলের। গ্যাস মুখোশ থাকে যেন তাদের সঙ্গে যাদের পাঠাবে। নীচে নামতে হবে ওদের। চাই অ্যাম্বুলেন্সও।

বুঝলাম কিন্তু সময় তো লাগবে।

জলদি কর এই কথা বলে কেটে দিল কানেকশন মালিক।

হাঁটছে পলাতকরা। হাঁটছে তো হাঁটছেই যে শত শত কিলোমিটার পথ বলে মনে হল মালার। হাতে মোমবাতি নিয়ে প্রথমে ইয়ান এবং পরে ব্লাঙ্কা। শেষে মালা এবং গারল্যান্ড। ওয়ারদিংটন যে মৃত একথা মালা বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওর হাত ধরে আছে গারল্যান্ড। কাঁদত নইলে ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এবার থামল ইয়ান। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দুজন মেয়ে। ওদের সহ্য হচ্ছে না আর এত ধকল।

ইয়ান বলল, ৪ কিমি আর বাকি। সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছব আর দুঘণ্টা বাদে। ঘন হবে ততক্ষণে অন্ধকার। আগে যাব আমি এবং ব্লঙ্কা। আমরা আর সবুর করতে পারব না যদিও সজাগ থাকবে সীমান্তে শান্ত্রীরা। বেরুবার পথ একমাত্র এটিই। জলে বোঝাই ডানদিকের সুড়ঙ্গটি সেটি সীমান্তের নীচ দিয়ে মাটির তলা দিয়ে ওপরে চলে গেছে। তেলতেলে গন্ধ জল। অসম্ভব সাঁতরে ৪ কিমি যাওয়া। জলে ইঁদুর, গ্যাস সবই আছে। লাশ ভেসে উঠেছিল যখন আমার এক বন্ধু গিয়েছিল গত বছর। লাশটি তেলে চোবানো, জলে চোপসা অর্ধেক খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে।

আবার চলতে শুরু করল ওরা। মালা পড়ে যেত তাই গারল্যান্ড চলল মালাকে জড়িয়ে ধরে।

ফিরে এসেছে মালিক ততক্ষণে বাতাস ঢোকার গর্তের মুখে। স্টুর্সা যে মারা গেছে তাও জেনে নিল আগে একজন সার্জেন্টকে নামিয়ে। মৃতদেহ পড়ে আছে আরেকটি লোকেরও। ধস নেমে বন্ধ সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে। নিচে নামল মালিক। ওয়াদিংটনের মৃতদেহ দেখল টর্চ জ্বেলে। পথ বন্ধ এগোবার। চাপা পড়ে মরল না কি বাকি

পলাতকরা। দেখতে হবে খনি থেকে বেরুবার অন্য পথ আছে কি নেই। অসম্ভব এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা।

বরবাদ খনির ম্যাপের জন্য খনি মন্ত্রী বিভাগের এক কর্মচারীকে স্মেরনফ ধাতাচ্ছিল্য। কর্মচারীটি বলল, কোনো খোঁজ করা সম্ভব নয় পরদিন সকালের আগে। কোনো কথাই শুনল না কিন্তু স্মেরনফ। সে জানাল, আসছি আমি আগে। তোমায় ভুগিয়ে ছাড়ব যদি আমি ম্যাপ না পাই। বুঝেছ এটা একটা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার।

সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে তখন পলাতকরা। মুখটি বন্ধ গাছ ও ঝোপে। ওদের মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে রাতের শীতল বাতাস।

ইয়ান বলল, অন্ধকার বেশ ঘন কারণ নটা বেজে গেছে। চললাম আমি আর ব্লাঙ্কা। চার ঘণ্টা লাগবেকম করে এই মাইন ফিল্ড পেরোতে। সেইমতো পার হয়ে আমি বলছি যেইভাবে। এক মিটার যাবে পাঁচ মিনিটে। বুঝলে খুব আস্তে। কি ভাবে আমরা পার হই সেটা দেখ। নরম মাটি পাচ্ছ তারপরে ইলেকট্রিক তারের বেড়ার তলায়। তার ছুঁলেই মারা যাবে সেই কারণেই খুব সাবধান।

বুঝেছি বলল গারল্যান্ড।

দুজন দুজনকে গুড লা বলল। পরস্পরের কাছে বিদায় নিল মালা এবং ব্লঙ্কা। মালা কাঁপছে। ভয় পেও না, রাঙ্কা বলল। তোমায় দেখবে গারল্যান্ড। ও একেবারে ইয়ানের মতই। এই কথা বলে ওরা চলে গেল।

গারল্যান্ডকে ধরল মালা কেঁপে উঠে। জড়িয়ে ধরে বলল ওকে গারল্যান্ড। ভয় কি, আমি তো আছি নাতি নাতনীদের কি একখানা গল্প শোনাতে পারবে ভাবতো।

ওরাও এগুল ইয়ান এবং ব্লাঙ্কার পিছন পিছ। উঁচু ঘাস সামনে। ইলেট্রিক তারের বেড়া রয়েছে একটু দুরে। পরস্পরকে চুমু খেল, ইয়ান ও ব্লাঙ্কা। গারল্যান্ডকে বলল ইয়ান দেখা আবার হবে অস্ট্রিয়ায়।

অসহনীয় এই উত্তেজনা। মালার শরীর কাঁপছে এবং ঘাম ঝরছে গারল্যান্ডের শরীর বেয়ে।

সার্চ লাইটের অনুসন্ধানা চোখ সীমান্তের অন্ধকার চিরে ফেলেছে। অন্ধকার চিরছে আলো ঘুরে ঘুরে।

ইয়ান আর ব্লাঙ্কা খুব আস্তে এগোচ্ছে। ভাঙন ধরেছে যেন গারল্যান্ডের অদম্য সাহসে। দেখতে পারছেনা আর মালা। ও মুখ লুকিয়ে রয়েছে গারল্যান্ডের বুকে। সন্তর্পণে এগোচ্ছে ইয়ান আরব্লাঙ্কা।

কি যেন ঘটে গেল হঠাৎ যা ঠিক বুঝল না গারল্যান্ড। সরাসরি ঠেকেছিল হয়তো ইয়ানের শরীরে কোনো মাইন। ইয়ানের শরীর হাওয়ায় ছিটকে দুম্ করে পড়ে গেল আকাশ ধাঁধানো আওয়াজ আর ধোঁয়ার বিস্ফোরণের মধ্যে। ফাটল আরেকটি মাইন। চেঁচিয়ে উঠল মালা, ছুটছে ব্লাঙ্কা উঠে ইয়ানের দিকে। মেশিনগান গর্জে উঠল দুটি ওয়াচ টাওয়ারের। রাঙ্কা ঝাঁঝরা হয়ে গেল গুলিতে।

মেশিন গানের গুলি ছিন্নভিন্ন করে দিল সমস্ত সীমান্তের মাটি। আকাশ দীর্ণ করল সাইরেনের কান্না। অন্ধকার রাত ভয়াল হয়ে উঠল বর্বর হিংস্রতায়।

.

০৮.

ক্ষ্যাপা রাগে টগবগ করছে মালিক রেডিও ট্রাকে বসে। খবর শুনছে এক সার্জেন্ট রেডিও ইঞ্জিনিয়ার কানে হেডফোন লাগিয়ে। প্রাগে গেছে স্মেরনফ ম্যাপ আনতে। মাইন ফাটার আওয়াজ এবং মেসিনগানের গর্জন শোনা গেল দূর থেকে। মালিককে বলল সার্জেনটি হেডফোনে খবর শুনে। কমরেড মালিক বর্ডার পেরোতে গিয়ে একটি পুরুষ এবং একজন মেয়ে মারা পড়েছে।

গারল্যান্ড? মালিক বলল জেনে নাও, ওদের চেহারার বর্ণনা। নিস্তব্ধ রেডিও। হঠাৎ গলা ভেসে এল স্মেরনফফের, দুটি পথ আছে বেরুবার জন্য, ম্যাপ পেয়েছি। এর মধ্যে জলে ভর্তি এবং বন্ধ রয়েছে একটি এবং অপরটি গেছে সীমান্তের মাইন-ফিল্ডে।

দুজন মারা পড়েছে পেরোতে গিয়ে, ঠিক বলছ একটা পথ জলে ভর্তি?

হ্যাঁ।

সার্জেন্টকে বলল মালিক, চলে এস ম্যাপটা নিয়ে, কারা মারা পড়ল খোঁজ নাও।

মাইন ফিল্ডের ঠিক মাঝখানে রয়েছে লাশদুটো তাই আনতে সময় লাগবে। মেয়েটির চুল সোনালি এবং পুরুষটির চেহারা ভারি সারি।

এই জল বোঝাই পথ দিয়ে বেরুত গারল্যান্ড যদি বেঁচে থাকত? আটকে পড়েছে কি তবে গারল্যান্ড খনিতে! মালিক বলল, কি রকম সময় লাগবে মাইন ফিল্ড পরিষ্কার করতে?

ওখানে কোনো মাইন ডিটেকটর নেই তাই লাগবে ঘণ্টা পাঁচেক। পাঠানো হয়েছে আনতে।

পাঁচ ঘণ্টা ওই সময়ের মধ্যে কতকি করতে পারে গারল্যান্ড। যদি ও বেঁচে থাকে, এমনকি ইচ্ছা করলে পালাতেও পারে।

দু ঘণ্টার মধ্যে স্মেরনফ এসে পড়ল পাগলের মতো ঝড়ো বেগে গাড়ি চালিয়ে। স্মেরনফ গাড়ির হুডে ম্যাপ বিছিয়ে দিল এবং তারপর টর্চের আলো ম্যাপের উপর ফেলে বলল ম্যাশ দেখিয়ে, দুটো বেরুবার পথ আছে। তিনশো মিটার ভেতরে চলে গেছে দ্বিতীয় পথটা অস্ট্রিয়ান সীমান্ত পেরিয়ে। অব্যবহার্য এই পথটি। জলে ভর্তি ৪ কিমির এই সুড়ঙ্গটি।

ছেলেখেলা ৪ কিমি সাঁতরানো গারল্যান্ডের কাছে।

ইঁদুর কিলবিলে, বদ্ধ পচা এবং তেল বোঝাই জলটা। খেয়ে ফেলবে ওকে জ্যান্ত। গ্যাস বোঝাই সুড়ঙ্গ। গ্যাসটা মারাত্মক পরীক্ষা করে বলেছে বিশেষজ্ঞরা।

উবে যেতে পারে এতদিনে।

ও পথে যাওয়া অসম্ভব বিশেষজ্ঞরা বলেছে। তোমার হাতে এই বিশ্বাস করা বা না করা।

গারল্যান্ড, এ অন্য কেউ নয়, যদি এতটুকু কঁক পায় তো তবে পালাবে।

ম্যাপ দেখিয়ে একটু ভেবে মালিক বলল, আমি গারল্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করব এই জলপথে বেরুবার মুখে।

অস্ট্রিয়া ওর টিকি ছোঁবে কি করে, পাগল হয়েছ কি তুমি?

মাত্র তিনশো মিটার তো বর্ডার থেকে, ওকে খতম করব গারল্যান্ড বেরুনেই। ফিরে আসব অস্ট্রিয়ান গার্ডরা আসবার আগেই।

বদ্ধ পাগলামি একেবারে এটি।

যেতে দেব না গারল্যান্ডকে পালিয়ে।

আমিও সঙ্গে যাব বেশ।

না আমার ফেরার বন্দোবস্ত তুমি নিজে করবে এদিক থেকে। ইলেকট্রিক সুইচ বন্ধ করবে যখনই গুলির আওয়াজ পাবে। আমার ফেরার পথ করে রাখবে মাইন ফিলডের ভিতর দিয়ে

অযথা ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি, ওপথেই যাবে কি গারল্যান্ড?

ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। খনির ভেতর সৈন্য নামাতে হবে ও পথে যদি না বেরোয়। চত সময় নষ্ট করো না। দেখতে হবে লাশগুলো।

ধুলোর ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল ওদের গাড়ি।

.

হার মানতে জানে না গারল্যান্ড। ও ঠিক পথ করে নিয়ে পালাত যদি ও একা হত। মালা কাঁদছে কারণ ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে। যত বিপদ ওকে নিয়ে মালা ভয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদছে মেশিন গানের আওয়াজ শুনে এবং দুটি লাশের দিকে চেয়ে।

ও পর পর দুটো চড় মারল মালাকে। জোর করে টেনে তুলে দিয়ে। মালা পড়ে গেলে ও আবার মালাকে টেনে তুলল। কি ধাতস্থ তো এখন ও বলল হেসে।

মালাও জোরে মারল ওকে চড়। তারপর ওর সম্বিৎ ফিরতে ও গারল্যান্ডের কাছে ক্ষমা চাইল। হেসে বলল, ক্ষমা করলাম তোমায় কিন্তু পালাতেই হবে আমাদের এখন, জলভর্তি সুড়ঙ্গ দিয়েই যাব। আমরা সবচেয়ে দামী ডিনার খাব আজ থেকে তিনদিনের মাথায় প্যারিসের রেস্তোরাঁয় দেখ না।

ওরা এগোচ্ছে সুড়ঙ্গ ধরে। রাইফেল এবং থলি হাতে গারল্যান্ড। জ্বলন্ত মোমবাতি মালার হাতে। বদ্ধ দুষিত হাওয়া। হালকা হল দুজনে কিছু কিছু পোষাক খুলে। প্যান্ট শুধু গারল্যান্ডের পরনে। জীন্স এবং অন্তর্বাস শুধু মালার পরনে।

সপ্রশংস চোখে গারল্যান্ড বললে, তুমি সত্যিই সুন্দরী। আমরা হয়তো ভালবাসাবাসিও করব তিনদিনের মাথায়।

একটু বসি। আর পারছি না আমি।

পথটা এগিয়ে দেখে আসি আমি।

দুজনের মনে কি যেন ঘটে গেল সহসা। মোমবাতি নিভে গেল। গারল্যান্ডকে টেনে জড়িয়ে ধরল মালা। এক হয়ে গেল যেন দুটো শরীর। সীমান্ত পেরুবার ভয় এবং দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ সুড়ঙ্গের ভয়। সবকিছুরই সময় যেন থেমে গেল। দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল আশ্চর্য এক সুখ স্রোত।

দুজনে ফিরে এল বাস্তবে একসময় এবং এরপর নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল গারল্যান্ড এবং মালাকে ধীরে বলল, রাইফেল তুলে নিয়ে। আমি দেখে আসি কেমন, একটু শুয়ে থাক তুমি চুপটি করে।

গারল্যান্ডের নাকে হঠাৎ তীব্র গন্ধ আসতে ও চোখ চেয়ে দেখল পাঁচ ছয়টি তেলের পিপে ঠেস দিয়ে রাখা দেওয়ালে। খালি অবশ্য পিপেগুলি এবং সেইমাত্রই ওর মনে হল যে

পিপেগুলি যেহেতু খালি সুতরাং জলে ভাসবে সেগুলি। ওর পাশে সেই সময় এসে দাঁড়াল মালা।

গারল্যান্ড আর দেরি না করে কালো এবং পচা জলের কিনারায় পিপে এনে একটি একটি করে গড়িয়ে রাখল। একটি মোটা দড়ি পেয়ে গেল ওরা। তিনটি পিপে একত্র করার জন্য। ভেলা তৈরী হল তিনটে পিপে দড়ি বেঁধে।

দূরবীন নামিয়ে মালিক বলল, গারল্যান্ড ও নয়, খনির মধ্যেই আছে তার মানে এখনও গারল্যান্ড। সময় আর নেই তাই আর দেরী করব না। অত সবুর করা সম্ভব নয় ওরা ডিটেকটর এনে মাইন তোলা অব্দি। পেতে দাও টেবিল মাইনের ওপর, চলে যাব হেঁটে তার উপর দিয়ে

কাজটা যে বিপজ্জনক তা ওকে বোঝাল পুলিশ কন্ট্রোলের মেজর। মাইন ফাটবে টেবিলের পায়া লাগালেও। মাইন ফিল্ড পেরুনো বরঞ্চ সম্ভব মোটা হুক লাগানো দড়িতে ঝুলে দোল খেয়ে তাতেই সায় দিল মালিক। স্মেরনফ বলল, যদি গারল্যান্ড ও পথে না বেরোয়? দড়ি ছিঁড়ে যায় যদি, তুমি নেহাৎই গোয়ার্তুমি করছ।

মালিক বলল, তুমি দয়া করে চুপ কর কারণ আমি যাবই। যেতে হবে তিন কিলোমিটার পথ মাইন ফিল্ড পেরুচ্ছি আমি দড়িতে ঝুলে। বন্ধ কর ইলেকট্রিক। হেঁটে চলে যাব তারের বেড়া ধরে। ফিরব ওই পথেই। সব মাইন যেন তখন তুলে ফেলা হয়ে যায় ফিল্ডের।

বন্দোবস্ত হয়ে গেল দড়ির। মালিক হাত মেলাল মেজরের সঙ্গে। স্মেরনফ বলল, মেয়াদ শেষ এবার গারল্যান্ডের। এরপর ওকে দেখা হলে আমি খতম করব কারণ প্রথমেই ওকে আমি হুঁশিয়ার করেছিলাম।

এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন তোমার। আমিও যাই, কারণ গারল্যান্ডকে মারা আমার কাজ।

এটা বোঝাপড়ার পালা আমার এবং ওর।

ওয়াচ টাওয়ারে উঠে গেল মালিক মই বেয়ে। তারের বেড়ার ওপারে অস্ট্রিয়ার মাটিতে নামল ও এই দড়িতে ঝুল খেয়ে।

হুগো ভন রাইটেনা যিনি অস্ট্রিয়ান ফ্রন্টিয়ার এবং ক্যাপটেন, তিনি ভিয়েনার আমেরিককান দূতাবাসকে চাইলেন টেলিফোন তুলে। ও ভীষণ রকমের উঁচু ঘরানার, অভিজাত এবং ক্যুনিস্ট বিরোধি এবং ওর বয়স আটত্রিশ। ও মুগ্ধ আমেরিককার জীবনযাত্রা প্রণালীতে। যেই পালিয়ে আসে কম্যুনিস্টদের থাবা এড়িয়ে ও প্রাণ দিতে পারে তাকে বাঁচাতে। ওকে জানিয়েছে গতকাল ভিয়েনার সি.আই.এ এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক হাওয়ার্ড যে সীমান্ত পেরুতে পারে এমন একজন আমেরিককান এজেন্ট। ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা হাওয়ার্ড কিছু বলেনি কিন্তু রাইটেনা আঁচে বুঝেছে।

ফোন ধরল হাওয়ার্ড। রাইটেনাও বলল, প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সীমান্ত পেরুবার। খবর এসেছে মাইন ফাটার মেশিনগান চলার। আমি যাচ্ছি সীমান্তে। জানাব যদি আর কোনো খবর পাই।

ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, তাই ধন্যবাদ। জান জায়গাটা কোথায়?

লেবানন পনেরো স্কোয়ার দুই।

ঠিক আছে।

দারুণ ব্যস্ততা চলছে গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে প্যারিসের আমেরিককান দূতাবাসে। ডোরী পায় ব্রুকম্যানের মৃত্যুর খবর। সংকেতে সংবাদ এসেছে প্রাগের আমেরিককান দূতাবাস থেকে যে মনে হয় গারল্যান্ড, মালা রীড এবং ওয়ারদিংটন অস্ট্রিয়ার সীমান্তের দিকে যাচ্ছে। ওদের ধাওয়া করেছে মালিক ও স্মেরনফ।

কালো ছায়া ডোরীর চোখের চারপাশে। ও হ্যালোরানকে দিল ও টেলিগ্রামটি। ও হ্যালোরান বলল, গারল্যান্ডের কাছে এখনো আছে কিনা জানি না টপ সিক্রেট ডকুমেন্টগুলি। ভাবি না ওর জন্যে। এ আমি হলফ করে বলতে পারি যে মালিক আর স্মেরনফকে ও সামলাতে পারবে।

হয়ে গেল তিন দিন। এবার জানি যে কাগজ খোয়া গেছে।

আগে কিছু কর না দাঁড়াও গারল্যান্ড ফিরুক।

ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি কারণ ব্যস্ত ছিল মালিক গারল্যান্ডকে নিয়ে। ভণ্ডুল করিনি একেবারে সব। আমাকে ফাসাতে পারে তবে গারল্যান্ড। ওকাগজগুলো দিয়ে নিজের জান বাঁচাবে যদি মালিক ওকে ধরে।

বাঁচবে না কেন ও? কোনো কাজ কোনো দিন করেছি আমরা ওর বিশ্বস্ততা অর্জনের মত। আমি চললাম ভিয়েনা। খবর দিয়েছি হাওয়ার্ডকে। একটি ভালো লোক আছে ও বলেছে সীমান্তে। সহায়তা করবে সবরকম আমাদের।

টিম তুমি যা পার কর তবে পেতেই হবে দলিল।

তা হলে পাবে যদি দলিলটা বার করে আনা হয়ে থাকে প্রাগ থেকে। বেরিয়ে গেল ও হ্যালোরান। ভিয়েনা রওনা হয়ে গেল সে তারপরই একটি দ্রুতগামী মিলিটারী জেট প্লেনে।

.

গারল্যান্ড পচা দড়ি দিয়ে বাঁধল তিনটে তেলের পিপে। সব জিনিষ বার করল তারপর রুকসাক খুলে। একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে ছিল এক টুকরো চীজ। একটি বাসি পাউরুটি, একটি সসেজ। টপ সিক্রেট ডকুমেন্টের খাম সে তাতে ভরল। তাতেই সে ভরল নিজের, ইয়ান, ব্লাঙ্কা এবং মালার ভাগের টাকা। রুকস্যাকে ভরল ব্যাগটি আঁট করে বেঁধে। তেলের পিপের দড়ির সঙ্গে রুকস্যাকের স্ট্র্যাপ বাঁধল। গারল্যান্ড মালাকে চুমু খেল ভেলাটি জলে ভাসিয়ে বলল, যে বিপদই আসুক, আমি সামলে নেব তা ভয় পেও না। আমি প্যারিসের সেরা দামী ডিনার খাচ্ছি তিন দিন বাদে মনে রেখো।

ওরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ভেলায় উঠে। দুটি সামনের পিপের ওপর বসানো জ্বলন্ত মোমবাতি। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দাঁড় টানছে গারল্যান্ড। ওর হাত ভারি হয়ে গেল কিন্তু। ওরা হাত দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে চলতে থাকল হাতে রাইফেলটি তুলে নিয়ে।

বিষাক্ত, দুষিত অন্ধকার, কালো পিচ্ছিল এবং দুর্গন্ধ জল। যেতে হবে চার কিলোমিটার। নিচে নেমে এল ক্রমে সুড়ঙ্গের হাত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কারণ বাতাস ভারি। দুটি চোখ জ্বলে উঠল হঠাৎ মালার কাছে। ও হাত তুলে দিল ভয়ে চেঁচিয়ে। জলের ইঁদুর, তাই গারল্যান্ডও হাত উঠিয়ে নিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঁদুরটা, ধাক্কা লেগে পড়ে গেল পিপের গায়ে।

ভেলা থেমে গেল কারণ অসংখ্য ইঁদুর রয়েছে চারদিকের জলে। ভেলা ঠেলে নিয়ে চলল গারল্যান্ড রাইফেলের কুঁদো দিয়ে। রাইফেলের নলের উপর লাফিয়ে উঠল একটি বিশাল ইঁদুর জ্বলন্ত চোখে। গারল্যান্ডবাঁ হাতে ইঁদুরটাকে ফেলে দিল। রাইফেল গর্জে উঠল। বজ্রপাতের মতো ভীষণ শোনল বন্ধ পরিবেশে গুলির শব্দ, ইঁদুরের দল মিলিয়ে গেল নিমেষে।

নতুন চেহারায় এবার বিপদ এল। এত জল বেশি এবং এত নিচে নেমে এসেছে সুড়ঙ্গের ছাদ! সেই ছাদে শরীর ঘষে যেতে লাগল। গারল্যান্ড ভেলা ঠেলে দিয়ে চলল হাতে হাত ঠেলা দিয়ে দিয়ে। ভেঙে পড়ছিল মালা একেবারে। হাতে হাত রেখে ও ঠেলতে থাকল। ভেসে চলল ভেলা জোরে। দূষিত বাতাস, ভেলাকে বুঝি ডুবিয়ে দেয় ছাদ থেকে খোঁচা খোঁচা পাথরের টুকরো। যেন কাটছে না সময়। মালা চেতনা হারাল বিবশ ভয়ার্ত হয়ে।

ভেলা টেনে চলেছে গারল্যান্ড একাই ছাতে ছাতে ঠেলা মেরে। জল কি এখানে তবে কমে এল। কি হল? হাতে হাত ঠেকাতে হচ্ছে এবার হাত সম্পূর্ণ উঁচু করে

গারল্যান্ডকে। ফাঁকায় বেরিয়ে এল হঠাৎ ভেলাটা সুড়ঙ্গ ছেড়ে। ওর শরীর জুড়িয়ে দিয়ে বয়ে গেল এক ঝলক নির্মল হাওয়া। সে বাতাসের স্পর্শ পেল।

গারল্যান্ড চেঁচিয়ে বলল, ওঠ, ওঠ, আমরা পৌঁছে গেছি মালা।

ও হ্যালোরেন সি. আই. এ. এজেন্ট ফ্রাঙ্ক হাওয়ার্ডকে দেখতে পেল মিলিটারী জেট থেকে নেমেই। মিলিটারি হেলিকপ্টারে দুজনে উঠে বসল। ওদের জন্য ডন রাইটেনা অপেক্ষা করছে অস্ট্রিয়া সীমান্তে। সব ঘটনার বিবরণ হাওয়ার্ড ও হ্যালোরানকে দিয়ে বলল গারল্যান্ড দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে জলপথে আসবে বলে ওর ধারণা। সুড়ঙ্গের জল যে মানুষখেকো ইঁদুরে বোঝাই ও সেকথাও বলল। তদারকী করছে এদিকে মালিক স্মেরনফ। অনেক বিপদ।

অবিচলিত এবং নিরুদ্বিগ্ন ভাবে ও হ্যালোরান বলল, আমি গারল্যান্ডকে জানি। ও বেরিয়ে আসবেই একশো ডলার বাজি রেখে বলছি।

গারল্যাণ্ডের কথা আমি অনেক শুনেছি, তাই বাবা আমি বাজি রাখছি না।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল মালিক, ঘণ্টারও বেশী সময় লেগেছে ওর এখানে আসতে। তৎপরতা বেড়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে অস্ট্রিয়ান সীমান্তে চলাফেরার। ও নিশ্চুপে এপারে আসছে অসামান্য সাহসে, সন্তপর্ণে, ঝোঁপ জঙ্গলে অস্ট্রিয়ান শাস্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে শিকারী বাঘের মত সাবধানে। আকাশ ফরসা হচ্ছে কারণ ভোর চারটে বেজে গেছে।

জঙ্গল এখন নিস্তব্ধ। খনির সুড়ঙ্গের মুখ দেখা যাচ্ছে। এই মুখ দিয়ে বেরুবে গারলাণ্ড। পিস্তলের পাল্লার বাইরে এই জায়গাটা মালিকের। তার মানে আরো কাছে এগুতে হবে মালিককে। ঝোপে ঢাকা রয়েছে বাঁ দিকের সুড়ঙ্গের মুখের একটি টিলা। পিস্তল ছোঁড়া চলবে ওখান থেকে। ঝোঁপের পিছনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মালিক ছুটে গিয়ে টিলায় উঠে।

গলার আওয়াজ পাওয়া গেল সৈন্যদের আবার জঙ্গলে। অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা গুলির শব্দে ছুটে আসবে ও যদি গারল্যাণ্ডকে গুলি করে সেটাই মালিকের হঠাৎ খেয়াল হল। আর ফেরা হবে না মালিকের। তার মানে খালি হাতে মারতে হবে গারল্যাণ্ডকে। ও ধরে সেই শক্তি। দাঁড়ানো যাক তবে সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মালিক যেই গারল্যাণ্ড বেরোবে। নেমে এগিয়ে চলল ও টিলা থেকে।

তীরে ঠেকল এসে ভেলা। শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে ভোরের বাতাস, দেখা যাচ্ছে দিনের আলো। গারল্যাণ্ড টেনে তুলল মালাকে। পাড়ে টেনে তুলল ভেলাটিকে। গারল্যাণ্ড উঠল কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে দম নিয়ে, খুলে নিল মেলার সঙ্গে বাঁধা রুকস্যাক। বিপদ কাটেনি এখনো। সশস্ত্র শাস্ত্রী আছে কিনা এ সীমান্তে, তাই বা কে জানে যে কোনো গ্রাম বা শহর আছে কি না।

গারল্যান্ড দাঁড় করাল টেনে মালাকে। খানিকটা আছে এখনো সুড়ঙ্গ। জলশূন্য তবে তা নীল আকাশের আভাস সুড়ঙ্গের মুখে। গারল্যান্ড বলল রুকস্যাক ও রাইফেল নামিয়ে রেখে, এখানে থাক তুমি, বেরুনো নিরাপদ হবে কিনা তা আমি একটু দেখে আসি।

ও দাঁড়াল সুড়ঙ্গের মুখে। চারপাশ বড় শান্ত নিস্তব্ধ। দীর্ঘ ঘাসের ছায়া কাঁপছে। সাদা মেঘ অলস মন্থরতায় ভেসে চলেছেনীল আকাশে। গারল্যাণ্ড থমকে গেল আশ্বস্ত হয়ে মালাকে ডাকতে গিয়ে। একটি পায়ের ছাপ বালির ওপর সামনে, আর কোনো ছাপ যে নেই সেটা ভাল করে দেখল। তবে কেউ এখান দিয়ে গেছে। ছাপটি ডেবে বসেছে বালিতে। যার পায়ের ছাপ এটি সে নিশ্চয় খুব বিরাটকায়, বলিষ্ঠ এবং তার দেহের ওজন খুব ভারি।

নিশ্চয় মালিকের পায়ের ছাপ এটি। এমন সর্বনেশে ঝুঁকি কেউ নেবে না মালিক ছাড়া।

ও ফিরে এল মালার কাছে। বলল, ঝামেলা বাধবে বোধহয়। আমাদের জন্য মনে হচ্ছে ওঁত পেতে বাইরে রয়েছে মালিক।

আতঙ্কে ওর হাত চেপে ধরল মালা। গারল্যাণ্ড বলল, আমরা জিতবই, তুমি ঘাবড়িও না। রাইফেল চালিয়েছ কখনো, নিশ্চয় চালাওনি। চালানো খুবই সোজা, তুমি এটা রাখো। ট্রিগার টিপবে এই ভাবে ধরে। পর পর চলবে কুড়ি রাউণ্ড গুলি, বাইরে যাচ্ছি আমি। তুমি আকাশের দিকে রাইফেলের নল উঁচিয়ে ট্রিগার টিপবে যেইমাত্র আমি বেরোব। মালিকের সময় লাগবে কোত্থেকে গুলি আসছে সেটা বুঝতে। আমি হদিশ পেয়ে যাব মালিকের। সতর্ক হতে পারবে সীমান্তের সৈন্যরাও।

তখনো ওর কথা শেষ হয় নি, সেই সময় পিস্তল হাতে মালিক সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে বলল, গারল্যান্ড নড়ো না।

রাইফেল ফেলে দিল মালা ভয়ে আর্তনাদ করে। মুখে হাসি নিয়ে গারল্যাণ্ড বলল, মালিক আঁচ করেছিলাম আমি যে ধারে কাছেই তুমি আছ। ঝুঁকি তুমি বেশী নিচ্ছ না কি যে বর্ডার টপকে এসে।

মেয়েটা এখানেই থাকুক, বেরিয়ে এস।

মগজ ছুটে চলল গারল্যাণ্ডের। করছে না কেন মালিক ওদের গুলি, স্বচ্ছন্দে তো করতে পারত। সিধে জবাব, বর্ডারের এপারে এসে গুলি করলে ও নিজে ফাঁদে পড়বে। ওর সাহস হবে না গুলি করার। ও বলল, মালিক, চলে যাও, বরাতজোর থাকলে পালাতে পারবে! জলদি!

বেরিয়ে এস, বলেছিলাম না আবার দেখা হলেই সেটা শেষ মোলাকাৎ হবে।

মালিক ঝাঁপিয়ে পড়ল চলমান দানবের মত। গারল্যাণ্ড ধারণাও করেনি যে অত দ্রুত ছুটে আসবে ও। ও গারল্যান্ডকে মাটিতে চিৎকরে ফেলে দিল, উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের পিস্তল ফেলে দিয়ে। মালাকে ফেলে দিল তারপর লাথি মেরে।

মালিকের থাবা দুটো চেপে বসছে গারল্যান্ডের কণ্ঠনালীতে। গারল্যান্ডের চেয়ে দশ কিলোগ্রাম রেশী লোকটার ওজন। দম চলে যাচ্ছে এবং পিষে যাচ্ছে গারল্যান্ড। ওর শেষ শক্তি দিয়ে সাংঘাতিকের সাংঘাতিক ক্যারাটে ঘা হানল ও মালিকের ঘাড়ে। হাত শিথিল হয়ে খসে পড়ল মালিকের। গারল্যান্ডের মুখ লক্ষ্য করে ও একটু পিছিয়ে ঘুষি চালাল। মাথা সরাল গারল্যান্ড ঠিক সময়ে। মাটিতে আছড়ে পড়ল মালিকের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। মালিক যন্ত্রণায় খাস টানল। চুরমার হয়ে গেল হাতের হাড় ভেঙে।

গড়িয়ে সরে গেল গারল্যান্ড। পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল দুজনে শুয়ে। উঠে দাঁড়াল মালিক, ওর হাতটা অকেজো হয়ে গেছে। সর্বশক্তি নিঃশেষ গারল্যান্ডের। মালিক গারল্যান্ডের মুখের উপর বুটসুদ্ধ পা তুলল। একটা পাথর নিতে গেল তারপর জুতো নষ্ট করেছে ভেবে। ভেঙে দেবে গারল্যান্ডের মাথার খুলি। পরক্ষণেই থেমে গেল।

অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মালা। মালিক লক্ষ্য।

গারল্যান্ড চেঁচাল, মালা ওকে মেরো না।

মারবই।

থামো।

উঠে দাঁড়িয়ে গারল্যান্ড, মালার হাত থেকে রাইফেল নিল। তাকিয়ে আছে মালিক, এবারে ওকে মারবে গারল্যান্ড। ফুলে উঠছে বাঁ হাত। কিন্তু নির্বিকার শীতল মালিকের পাথর পাথর মুখ।

গারল্যান্ড মাথা নেড়ে বলল, কমরেড, ঠাণ্ডা হও। তোমার আমার একই অবস্থা তাই আমি গুলি করব না। আমরা গাধার মতো ফাঁদে পড়ি পরের হুকুমে। চলে যাও এই ভেলা করে। অবশ্য ইঁদুর থাকলেও আমি যখন পেরেছি তুমিও পারবে।

মালিকের সবুজ চোখে বিস্ময়, তোমায় আমি মারতে এসেছিলাম তবুও।

বড় বেশী গুরুত্ব দাও তুমি কাজকে। আমায় মারতে চেয়েছিলে তুমি। আমাকেও তার মানে তোমায় মারতে হবে এটা নিশ্চয় নয়। পালাও।

চেয়ে রইল মালিক। বলল, আমাদের আবার দেখা হলে একসঙ্গে বোতল খুলব।

মালিকের এটা ধন্যবাদ জানানোর ভাষা বলেই বুঝল গারল্যান্ড। ও হেসে মালিকের পিস্তল ফিরিয়ে দিল এবং বলল, যেতে পারবে না পিস্তল না থাকলে, কারণ এর আওয়াজে ইঁদুররা ঘাবড়ায়।

তুমি পাগল বলেই জেনে এসেছিলাম, যদিও এখন সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম।

পাগল আমরা দুজনেই কারণ পাগল না হলে এরকম কাণ্ড কারখানা কেউ করতাম না।

গুলি আছে পিস্তলে?

পিস্তল রেখে লাভ হত কিছু যদি গুলি থাকত।

আমায় তুমি পিস্তল দিচ্ছ গুলি সুদ্ধ।

বাপু পালাও, যেতেই পারবে না পিস্তল না থাকলে। একই পেশার লোক আমরা দুজনেই। নোংরা একইরকম পাপচক্রে কাজ করি দুজনেই। নাও, পারবনা কি দুজনেই ভুলে থাকতে বদমাশ ওপরওয়ালাদের।

পিস্তল নিতে মালিক, চেঁচিয়ে উঠল মালা। গারল্যান্ড বললে, আমরা দুজনেই যবনিকার ওপারে দাঁড়িয়ে আছি, তাই ভয় পেও না। গুড লাক মালিক। সেটা একটা ভুল বলে ধরতে হবে।

রাইফেল রেখে চলে গেল ওরা রুকস্যাক নিয়ে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল মালিক।

গারল্যান্ড ঢুকল ডোরীর প্যারিসের অফিসে। বলল, অ্যালসার কেমন জ্বালাচ্ছে?

অস্ট্রিয়ার জেলে পচতে তুমি যদি তোমায় আমি ধরিয়ে দিতাম গারল্যান্ড।

হাসিতে ফেটে পড়ল গারল্যান্ড। বলল, এই ধাপ্পায় ডোরী পাঁচ বছরের খোকাও ভুলবে না। সাহস করবে না তুমি আমায় ধরতে, এটা তুমি জান। আমি সব ফাঁস করে দিতাম ধরালেই। চাকরিটি যেত তোমার। আমি ফাঁদে পড়েছিলাম কারণ তুমি আমায় ফাঁদে ফেলেছিলে। তুমি একবারও ভাবনি আমার কি হবে। এবার তুমি শোধ নিতে গিয়েছিলে গতবার তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছিলাম। আমি ভেবে দেখলাম তখনই যখন তুমি আমার হাতে একটি টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট গছিয়েছ উজবুকের মত। শেষে ঠিক করলাম যে তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। তুমি একটা বিবেকবান উজবুক। তুমি কাজ ভালোই কর। পরের লোকটা হয়তো আরো বেশী উজবুক হবে যদি তুমি কাজ খোয়াও। তোমার ডকুমেন্টটা নাও, এটা আমি নিয়ে বেরিয়ে এসেছি প্রাগ থেকে। যদিও ভীষণ দুঃসাধ্য কাজ তবুও ভেবেছিলাম তোমাকে দেব তাই দিলাম।

ডোর নিশ্চিন্ত হল ডকুমেন্ট খুলে দেখে। বলল, বল কি চাও?

হাবড়া হয়ে গেলে না কি বুড়িয়ে? ও কাগজ তোমার হাতে এনে দিতাম আমি দাঁত কষাকষির মন থাকলে?

তোমার বেজায় টাকার লোভ গারল্যান্ড আমি জানি, কিন্তু আমি তো ধনী নই, রফা করবে বিশ হাজার ডলারে।

এখনো ভয় আমি সব ফাঁস করে দেব বলে? তুমি হচ্ছ আমার তরকারীতে নুন, বুঝলে বুড়ো ছাগল। আমি আছি প্যারিসে, এ আমি ভাবতেই পারিনা যে তুমি আমার কাছে ছুটে আসছ বোকামি করে। প্যারিসে থাকবেটা কে, তুমি না থাকলে? এটা কি হয় যে আইফেল টাওয়ার নেই অথচ প্যারিস আছে। মনে রেখো তখন খেলা খতম করে দেব পরের বার যদি আমায় ফাঁদে ফেলতে চাও।

ধন্যবাদ আর হবে না মনে রাখব।

পেয়েছিলে এই ত্রিশ হাজার ডলার। তার কি হল?

হাসিতে ফেটে পড়ে গারল্যান্ড বলল, ডোরী সেই আদি ও অকৃত্রিম। তোমারও কোনো পরিবর্তন নেই আইফেল টাওয়ারের মত।

বেরিয়ে এল ও।

মালা ও গারল্যান্ডের দামী ডিনার খাওয়া হল প্যারিসের সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁয়। মালাকে নরমান্ডি হোটেলে ঘর ঠিক করে দিয়ে সেই ঘর ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে ও।

এমন সুন্দর সুখের জীবন পাবে বলে মালা ভাবেনি। ও অশেষ খাণী গারল্যান্ডের কাছে। গারল্যান্ড মালাকে ওয়ারদিংটনের টাকার কথা বলল ডিনার শেষ করে। বলল, টাকা পাবে জেনিভার ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্কে প্রমাণপত্র দাখিল করলেই। ষাট হাজার ডলার, কম নয়।

দিয়ে গেছে আমাকে। সত্যিই ভালোবেসেছিল ও আমাকে। আমি কিন্তু পারলাম না। আমি কি করব এত টাকা নিয়ে?

একাই বা থাকবে কেন বেশী দিন, টাকাটা ব্যাঙ্কে খাটাবে।

আমরা একসঙ্গে এত সুখে, তুমি এসো না জেনিভায়।

আমি একা থাকতে ভালবাসি সোনা তাই একাই থাকব।

চোখে জল ভরে উঠল মালার, তাই দুঃখ হল গারল্যান্ডের। তা ওর বোঝা উচিত ছিল যে মালা ওকে ভালবাসবে। জেনিভায় মালা নতুন জীবন শুরু করতে পারে কারণ ওর টাকা আছে, বয়স আছে।

বেরিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে ওরা ট্যাক্সিতে উঠল। এক নিরানন্দ বিষণ্ণতা সন্ধ্যার আনন্দে, ব্যথায় ভারি আসন্ন বিদায়ের।

মালা হোটেলে পৌঁছে বলল, আসবে না ওপরে?

কাল তুমি জেনিভা যাচ্ছ। আমি আর যাব না, তোমার প্লেনের টিকিট নাও, বেছে নিও নিজের মনোমত জীবন। তোমাকে একা থাকতে হবে কেন? তোমার রূপ আছে, টাকা আছে। ভুলে যাও আমার কথা। আমি সুখী করতে পারিনা কোনো মেয়েকে।

মালা নেমে গিয়ে ধন্যবাদ জানাল। হোটেলে পেছন ফিরে ধীরে ঢুকল ও। ওর যৌবন উচ্ছল শরীরে ঢেউয়ের পর ঢেউ দেখল মালা।

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব এখন?

তখনো মালাকে দেখছে গারল্যান্ড। ওর হঠাৎ মনে পড়ল গুহার সেই রোমাঞ্চকর সহসা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

মালার সেই অস্ফুট আর্তনাদ নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে দিতে। প্রবল উত্তেজনার তরঙ্গ তুলল ওর শরীর ভাসিয়ে। আবার চাই মালাকে।

কোথায় যাব, কোথাও না। ও নেমে পড়ল ড্রাইভারের হাতে দশ ফ্রার নোট গুঁজে দিয়ে তারপর হোটেলে ঢুকল।

গারল্যান্ড গিয়ে পাশে দাঁড়াল, মালা নিচ্ছে ওর ঘরের চাবি।

মালা মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল। ওর হাত তারপর হেসে জড়িয়ে ধরল। লিফটের দিকে দুজনে এগিয়ে গেল।